(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"নিউ চণ্ডী অপেরা পার্টি" কর্ত্তৃক

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির

২৭এ, তারক চাটার্জি লেন, কলিকাতা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬৪ সাল।

[মূল্য ২'৫০ টাকা।

রঙ্গজগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৃত্যশিক্ষক

পরম শ্রদ্ধেয় নাট্য-রসিক

স্বর্গীয় সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নাম-স্মরণে

তাঁহার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কাম্যফল

সত্যনারায়ণের কাহিনীর এই নাট্যগাথা

"সবার দেবতা"

উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

ভূমিকা

—:০:—

"সবার দেবতা" ঠাকুর সত্যনারায়ণের ছদ্মনাম। ঠাকুর প্রথমে নিজ নামেই দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দর্শকগণ তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা তাঁহাকে দেন নাই; পরে আমিই তাঁহাকে "মরুর আলো" নাম দিই, কিন্তু ঠাকুরের মহিমা লেখকেরও অজ্ঞাত ছিল। পরে নিউ চণ্ডী অপেরা "সবার দেবতা" নাম দিয়া ঠাকুরকে তাঁহার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ "সবার দেবতা"র যশোগানে দিগন্ত মুখরিত। এই কৃতিত্বের সমান অংশীদার লেখকের সংগে নিউ চণ্ডী অপেরার অভিনেতারা, বিশেষ করিয়া কুশলী অভিনেতা শ্রীরমেন বাগ এবং পর্দার আড়ালে আরও একজন—তিনি সুরের যাদুকর শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য।

আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ লেখনী স্থানে স্থানে নাটকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বাঙলার ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের পাঁচালী বিচিত্র সুরে গীত হয়। ভাবের সেই বন্যায় যাঁহারা অবগাহন করেন নাই, তাঁহাদের বুঝাইবার সাধ্য নাই—কিসের প্রেরণায় সবার দেবতাকে প্রাংগণে নামাইয়া আনিয়াছি। কি লিখিয়াছি আমি জানি না; আমার একটাই মাত্র লক্ষ্য ছিল, আমি যেন তাঁহাকে ছোট না করি।

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক করুণাময় স্বামি।" ইতি—

দোলপূর্ণিমা
১৩৬৪ সাল

গ্রন্থকার

❋ পরিচিতি ❋

—পুরুষ—

নারায়ণ, ধর্ম, কলি।

আস্তিক	...	...	ব্রাহ্মণ।
মৃণাল	...	...	ঐ পুত্র।
ভজহরি	...	..	ঐ প্রতিবেশী।
তীর্থংকর	...	..	ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
সদানন্দ	..	...	সওদাগর।
শংখপতি	...	...	ঐ জামাতা।
বেণু	...	...	শংখপতির পুত্র।
কলানিধি	...	...	দক্ষিণ পাটনের রাজা।
চিত্রসেন	...	...	ঐ মন্ত্রী।
মার্কণ্ড	...	...	পুররক্ষী।

ফকির, কাঙাল, নিধিরাম, মুটে, মাঝি (নারায়ণের ছদ্মরূপ),
খাজাঞ্চি, কোতোয়াল, নগরপাল, ফাঁড়িদারগণ।

—স্ত্রী—

পদ্মা	...	...	আস্তিকের স্ত্রী।
লীলাবতী	...	...	সদানন্দের স্ত্রী।
চন্দ্রকলা	...	...	সদানন্দের কন্যা।
সুধামুখী	...	...	দাসী।

বৈষ্ণবীগণ, সহচরীগণ।

* প্রয়োজনবোধে ফকির, কাঙাল, নিধিরাম, মুটে ও মাঝির ভূমিকা একই ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে।

[অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন নিষিদ্ধ]

সবার দেবতা

সূচনা।

বৈকুণ্ঠ।

নারায়ণ আসীন ; বৈষ্ণবীগণ গাহিতেছিল।

বৈষ্ণবীগণ।—

গীত।

আর যেও না মর্তধামে ধরি দুটি পায়।
কেঁদে কেঁদে মরুক ওরা, তোমার কিবা তায়?
কবার গেছে চতুরানন, কদিন গেছে শিব,
ইন্দ্র চন্দ্র কবার ধরায় জ্বালিয়ে এল দীপ?
তুমিই কেন যুগে যুগে,
আসবে সেথায় ভুগে ভুগে,
পারব না আর প্রলেপ দিতে আমরা হাজার ঘায়।

[দুইজন বৈষ্ণবী চামর ব্যজন করিতে লাগিল, অন্য সকলের প্রস্থান ; নারায়ণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন]

মায়া। সেবা!

সেবা। কি মায়া?

মায়া। কিছু শুনতে পাচ্ছিস? মর্তের দিক থেকে যেন একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে না?

সেবা। চুপ, ঠাকুর তন্দ্রাচ্ছন্ন, কথাটা কানে গেলে আর রক্ষা নেই, অমনি মর্তপানে ছুটে যাবেন।

মায়া। কেন বল দেখি? মর্তের জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা কারও মাথাব্যথা নেই, যত দায় শুধু এই নারায়ণের? সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করতে নারায়ণকেই যেতে হয়েছিল, ত্রেতায় রাবণবধ করতেও তাঁরই প্রয়োজন হল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি সাজতেও যেন আর কেউ ছিল না।

সেবা। ইস! দেখেছ, রথরশ্মি টেনে টেনে হাতে দাগ পড়ে গেছে!

মায়া। লজ্জাও ত নেই! রাবণ বউচুরি করে কত লাঞ্ছনা দিয়েছে, কংস কত অকথ্য নির্যাতন করেছে, জরাসন্ধ কালযবন সতরবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে সারথি হবার সখ হল?

সেবা। মাথায় পোকা আছে যে। যাক, পৃথিবীতে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আর বোধহয় ঠাকুরের মর্তে যাবার প্রয়োজন হবে না, কি বল মায়াদি?

মায়া। প্রয়োজন দোরের কাছে এগিয়ে এসেছে বুঝি সেবা। ওই শোন, কোন্ হতভাগা কাঁদতে কাঁদতে আকাশ ফুঁড়ে উঠে আসছে।

সেবা। মর মর, মুখে রক্ত উঠে মর।

মায়া। দেখ দেখি, এই সেদিন কুরুক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে একটুখানি বিশ্রাম কচ্ছেন, এরই মধ্যে আবার ডাক পড়ল? মর্তের মানুষগুলোর কি বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই?

সেবা। তাদের দোষ কি? ঠাকুর যে বলে এসেছেন—যখনি ধর্মের গ্লানি হবে তখনি আমি মর্তে নেমে আসব।

মায়া। তবে আর কি? ঠাকুরের মাথা কিনে নিয়েছে! আসুক না একবার, দশ কথা শুনিয়ে দেব।

ধর্ম। [নেপথ্যে] নারায়ণ, নারায়ণ,—

সেবা। এখন দেখা হবে না।

মায়া। মহাদেবের কাছে যাও না। এখানে মরতে এসেছ কেন? যত সব—

নারায়ণ। এ কি, কে ডাকছে মায়া?

মায়া। কেউ নয়—কেউ নয়, আপনি উঠলেন কেন?

নারায়ণ। আমার সিংহাসন টলছে কেন? কে কাঁদছে, কে ডাকছে আমায় দুষ্টের দমন করে শিষ্টকে রক্ষা করতে? স্বর্গে না মর্ত্তে? আবার কি পৃথিবী পাপে তাপে ভরে উঠল? এস আর্ত্ত, এস নির্যাতিত, আমি ভুলি নি আমার প্রতিশ্রুতি—যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

সেবা। উঠো না ঠাকুর, উঠো না; কুরুক্ষেত্রের ক্লান্তি এখনও তোমার দূর হয় নি। বসো, বিশ্রাম কর।

নারায়ণ। বিশ্রাম! [হাসি]

গীতকণ্ঠে আহত রক্তাপ্লুত ধর্মের প্রবেশ।

ধর্ম।—

গীত।

দুঃখহারি নারায়ণ!
জ্বালায় দহিছে দেহ, আমারে মরণ দেহ,
কত আর রবে তুমি জাগা-ঘুমে অচেতন?

সকলে। ধর্ম!

ধর্ম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

লক্ষ আঘাতে মোর শোণিতে বয়েছে নদী,
ফুটিয়াছে দেহে শত কণ্টক নিরবধি;
কাতরে ডেকেছি আমি,
ওগো নিখিলের স্বামি,
বিফলে যাবে কি মোর আকুল এ আবাহন?

[নারায়ণের পদতলে পতন]

নারায়ণ। এ কি, ধর্ম?
হেন দশা কে করিল তব?
প্রহারে জর্জর তনু,
বসন তিতিয়া গেছে শোণিতের ধারে,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে।
ওঠ মতিমান, কহ শুনি,
কে করেছে কম-অঙ্গে হেন নির্যাতন?

ধর্ম। কলি।

নারায়ণ। কলি! এইত সেদিন
ধর্মরাজ্য করিয়া স্থাপন,
তোমারে করিয়া অভিষেক
মানুষের হৃদিসিংহাসনে
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আমি ফিরিয়াছি ঘরে।
আসিবার কালে দেখিনু নয়নে
দ্বাপর বিদায় নিল; ম্লানমুখে
ভয়ে ভয়ে কলি যায় মরতের পানে।

এত শক্তি কবে হল তার
তোমারে করিতে নির্যাতন?

ধর্ম। নারায়ণ, কুরুক্ষেত্র মহাবণ
বহুদিন হযেছে বিগত।
তন্দ্রাঘোরে অচেতন তুমি,
নাহি জান, তোমাব ধমের বাজ্য
ধ্বংশস্তূপে পরিণত আজি।

নাবায়ণ। সে কি?

ধর্ম। কলিব প্রভাবে দিকে দিকে জমিয়াছে
পাপেব জঞ্জাল। মিথ্যাচাব, নবহত্যা,
ব্যভিচাব তোমাব সে ধর্মবাজ্য
কবিয়াছে গ্রাস। দযা মায়া স্নেহ প্রীতি
মানুষেবে কবিযাছে ত্যাগ।

মায়া। তুমি ধর্ম বর্তমানে
অধর্মে ভবিল ধবা?

সেবা। নিশ্চিন্ত আবামে বুঝি
ধর্মসিংহাসন পবে ছিলে ঘুমাইযা?

ধর্ম। হায় হায, ঘবে ঘবে ঘুবিয়া ঘুরিয়া
কত আমি কবিযাছি সত্যেব প্রচাব,
কেহ মোব কথা নাহি শোনে।
পথে ঘাটে কাননে কান্তাবে
কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা
অংগে মোব নিষ্ঠীবন কবে ত্যাগ।

নারায়ণ। কি সত্য?

ধর্ম। বারেক নয়ন মেলি মর্তপানে
চাহ নারায়ণ। দেখ, ভাই-ভাই,
পিতাপুত্র, পতিপত্নী আত্মীয়-বান্ধবে
বাধিয়াছে কুৎসিত সমর।
দেখ প্রভু, অংগে মোর কশাঘাত
কত শত করিয়াছে কলি।

নারায়ণ। এত শীঘ্র ধমরাজ্য চূর্ণ হল মোর?
এতই কি শক্তিমান কলি?
কহ ধর্ম, ভুলেছে কি মর্তবাসী
নারায়ণ নাম?

ধর্ম শিলামূর্তি করি পূজা
এত যদি দুঃখ নারায়ণ,
কে করিবে শিলাময় তব নাম গান?

সেবা। কেহ নাহি পূজা করে নারায়ণ-শিলা?

ধর্ম ভারতে এখনো আছে দুই চারজন,
ভক্তিভবে তোমারে করিছে পূজা;
কিন্তু কলির পীড়নে নিযত জর্জর তারা,
দিবানিশি অশ্রুজলে
তোমারে করিছে আবাহন।
নবধর্মে বলীয়ান আছে একজাতি,
তারা করে কেহ কেহ সত্যপীর পূজা।
তাহাদের সনে বৈষ্ণবের দিবানিশি
চলেছে সংগ্রাম।

নারায়ণ। আমি যাব—আমি যাব।

মায়া।　　দোহাই ঠাকুর, এখনো দেহের ক্লান্তি
হয় নাই দূর। এখনি মর্ত্যের পানে
ছুটিও না দেব।

সেনা।　　কলির নিষ্ঠুর হাতে—
মনে রেখো, তোমারও নাহিক নিস্তার।

নারায়ণ।　　কলি—কলি,
সত্যযুগ দেখিয়াছে বিক্রম মোর,
ত্রেতারে করেছি আমি ধনুকে শাসন,
দ্বাপর দেখেছে মোর সারথির রথ,
কলিও দেখিবে মোর শক্তির মহিমা!
অস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়—
হীনবল খর্বকায় কলির মানুষ,
গীতিচ্ছন্দে মুগ্ধ করি
ধর্মপথে ফিরাব তাহারে।
কলির সকল ফন্দী করিব নিষ্ফল,
দেখিবে জগৎ-জন,
নারায়ণ মিথ্যা নয় কবির কল্পনা
শিলাময় নারায়ণ
মিশে যাবে সত্যপীর সনে।
উভয় জাতির পূজ্য নবীন দেবতা
এক লভিবে জনম।
দেখিবে বিস্ময়ে সবে সর্বশক্তি মূলাধার
সত্য—সত্য—সত্যনারায়ণ।

সকলে।　　নারায়ণ। নারায়ণ!

নারায়ণ। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

[প্রস্থান।

মায়া। কি রকম লোক তুমি বাপু?
যেখানে সেখানে গিয়া মার খাবে তুমি,
আর গায়ে হাত বুলাইতে
যাবে নারায়ণ?

সেবা। একটা ত ধর্ম আছে?
সেদিন ভারত হতে শ্রান্তদেহে
ফিরিয়াছে ঘরে; মরে নাই
শরীরের ব্যথা। এরি মধ্যে
এত ডাকাডাকি?
তোমাদের মড়া নিয়া
তোমরাই মর গিয়া,—
নারায়ণে কিবা প্রয়োজন?

ধর্ম। শোন সেবা,—

মায়া। যাও, যাও, অকর্মণ্য তুমি,
শিখিয়াছ কাঁদিতে কেবল।

[সেবাসহ প্রস্থান।

ধর্ম। অপরাধ করে থাকি যদি
ক্ষমা 'কর সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

অন্ধ আস্তিকের লাঠি ধরিয়া মৃণালের প্রবেশ।

আস্তিক। কত বেলা হল মৃণাল?

মৃণাল। দুপুর গড়িয়ে গেছে বাবা।

আস্তিক। গলাটা কাঁপছে, না? তা ত হবেই, দুদিন এককণা খাদ্যও পেটে পড়ে নি। বড় কষ্ট হচ্ছে, না মিনু? কি করব বল? কত বাড়ী-বাড়ী ঘুরে একমুঠো ভিক্ষার জন্য কত আবেদন করলুম, কেউ দিলে না। যাদের যত বেশী আছে, তারাই তত বেশী কটুকথা বলে ফিরিয়ে দিলে।

মৃণাল। বাবা, আজও কি কিছু খেতে পাব না?

আস্তিক। আর একটু এগিয়ে চল মাণিক। তোর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চয়ই কারও না কারও দয়া হবে।

মৃণাল। আমি যে আর চলতে পাচ্ছি না বাবা।

আস্তিক। সব বুঝি, কিন্তু না চলেও ত উপায় নেই। কি রে, কাঁদছিস? না না, কাঁদিস না রে। চোখে দেখতে পাইনে বটে, কিন্তু মনটা ত অন্ধ হয় নি। তোর শুকনো মুখখানা আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি। যত দেখছি, ততই আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মৃণাল। বাবা আরও ত অনেক ভিখিরী আছে, তাদের ত

কেউ ফেরায় না, তবে তোমাকে দেখলে কেন লোকে দোর বন্ধ করে দেয় ?

আস্তিক। আমার ঘরে যে নারায়ণ-শিলা আছেন। সবাই নারায়ণকে ভুলে গিয়ে টাকার পূজো সার করেছে; আমি এখনো নারায়ণকে পাথরের নুড়ি বলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিই নি। একি কম অপরাধ মৃণাল ?

মৃণাল। নারায়ণ-পূজোর ফল কি বাবা ?

আস্তিক। নারায়ণ-পূজোর ফল নারায়ণ-পূজো, আর কিছু নয়।

মৃণাল। নারায়ণ ত একবারও তোমার মুখের দিকে চাইলেন না। এত যে দুঃখ আমাদের, তবু ত তাঁর দয়া হল না।

আস্তিক। তাঁর দয়া কখন কোনপথে আসবে, কেউ তা জানে না বালক। ভুলেও কখনো তাঁকে অবিশ্বাস করো না। আমার সব গেছে, চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই, চোখে দৃষ্টিশক্তি নেই, তবু কখনো তাঁকে দোষারোপ করি নি।

মৃণাল। বাবা !

আস্তিক। আমি তোর অক্ষম বাপ, তোকে পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি। এ দোষ তাঁর নয়, আমার। তুই যত পারিস আমাকে আঘাত কর, তাঁকে কিছু বলিস নি।

মৃণাল। আমার অন্যায় হয়েছে বাবা।

আস্তিক। আমার পূজো ঠিক হয় নি। তোর কচিমুখে একবার তাঁকে ডাক দেখি, নিশ্চয়ই তোর ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে।

মৃণাল।— **গীত।**

দিও না দুঃখ আর দুঃখহরণ,
তোমারি চরণে মোরা নিয়েছি শরণ।

ক্ষুধায় জ্বলিছে দেহ, চলিতে পারি না গো,
অন্তরে জপি নাম, বলিতে পারি না গো,
দুনয়নে আঁধিয়ার,
শূন্য যে চারিধার,
এত ব্যথা কেন তার তোমাতে যে নিমগন?

আস্তিক। নারায়ণ, এ দারিদ্র্যে আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু এই প্রার্থনা—অবস্থা বিপর্যয়ে তোমাকে যেন ভুলে না যাই। আয় মিনু, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

দোকানদারের বেশে কলির প্রবেশ।

কলি। যা দেবী সর্বভূতেষু টাকারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

আস্তিক। কিছু ভিক্ষে দাও বাবা।

কলি। কে, আস্তিক ঠাকুর না? ঠিক ধরেছি। বাবা, আমার চোখে ধূলো দিয়ে যমও পালাতে পারে না, তুমি ত একটা কাঁচ-কলাখেকো বামুন। দাও দেখি, আমার টাকা দাও।

আস্তিক। টাকা!

মৃণাল। কিসের টাকা?

কলি। কিসের টাকা তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। কি ঠাকুর, মনে আছে না মনে করিয়ে দেব?

আস্তিক। আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না। আমি ত কারও কাছে কখনও ঋণ করি নি।

কলি। ঋণ কর নি, চুরি ত করেছ?

আস্তিক। চুরি! নারায়ণ, নারায়ণ।

কলি। থাক—থাক, আর ভণ্ডামি করতে হবে না। ঢের ঢের বৈষ্ণব দেখেছি আমি। যারা নারায়ণের নাম নিতে চোখের জলে বুক ভাসায়, তারাই তোমার মত পরের ঘরে ঢুকে চুরি করে।

মৃণাল। কি বলছেন আপনি? বাবা ত কখনো কারও ঘরে যান না।

কলি। ঘরে না যায়, দোকানে ত যায়। সেদিন আমার দোকানে ঢুকে একটা হীরের আংটি দেখে কে পছন্দ করেছিল, বল না হে?

মৃণাল। আংটি দেখেছিলেন বাবা? বাবা ত অন্ধ, কি করে দেখলেন?

কলি। দেখেছে কে বললে? এই নেড়েচেড়েই পছন্দ হয়ে গেল। দামদস্তুরও ঠিক হল।

আস্তিক। নারায়ণ, নারায়ণ।

কলি। ওই নারায়ণ নাম শুনেই ত বিশ্বাস করে ঠকেছি। যাহাতক মুখ ফিরিয়েছি, অমনি আংটি নিয়ে লম্বা!

মৃণাল। ছি ছি ছি।

কলি। ছি বলে ছি? ব্রাহ্মণের সন্তান, তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে, মুখে নারায়ণের খই ফুটছে, গায়ে নামাবলী—তার এই ব্যবহার! যাক, যদিও আমি কোতোয়ালকে জানিয়েছি তবু হাঙ্গামা আমি করতে চাই নে। হয় আংটি দাও, না হয়—দাম দাও। এই যে আমি তোমার নামে হাওলাতি খরচ লিখে রেখেছি—দুশো তেরো টাকা তিন আনা দু পয়সা—মরুক গে, দু পয়সা আর দিতে হবে না, একেবারে চার আনা দিলেই হবে। দাও দেখি, জমা করে নিই।

আস্তিক। ভাল করে চেয়ে দেখুন আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

কলি। তোমার নাম আস্তিক ঠাকুর কি না?

আস্তিক। সত্য।

কলি। তবে ভুল কি করে হল? এই যে দেখ না, খাতায় কথা বলছে। বাবা, বার বছর ধরে এই কর্ম করছি, আমার হিসেবে ভুল হবে? বলি ধান দিয়ে ত আর লেখাপড়া শিখি নি। দাও, দেরী হলে কোতোয়াল এসে পড়বে।

আস্তিক। নারায়ণের দোহাই—

কলি। দুত্তোর নারায়ণের নিকুচি করেছে।

আস্তিক। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি নিতান্তই দরিদ্র। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, স্ত্রী-পুত্র উপবাসে মৃতপ্রায়। আংটি আমি কখনো পরি নি, পরার কল্পনাও করি নি।

কলি। তুমি পরবে কেন? ছেলের জন্যে এনেছ।

মৃণাল। আমি ত আংটি চাই নি।

কলি। আহা, না চাইলে কি আর দিতে নেই? বাপের ত একটা সখ আছে!

আস্তিক। আপনি কে, আমি জানি না। কোথায় আপনার দোকান, তাও আমি চিনি না। আমি শুধু এই জানি, আমি আজ দশ বছর নিজে কারও দোকানে যাই নি। যখন চোখ ছিল, তখনও দাম না দিয়ে কারও কোন জিনিস নিই নি। আপনি যান; আমার ছেলে আজ দুদিন অনাহারী, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, ভিক্ষা করে তার মুখে আমায় আহার্য দিতেই হবে।

কলি। দেখ আস্তিক ঠাকুর, ওসব ভণ্ডামি আমি অনেক দেখেছি। অনাহারী! হেসে বাঁচি নে। ত্রিসন্ধ্যা যে নারায়ণপূজো করে, তার

আবার অর্থের অভাব কি ? তোমার নারায়ণকে বল না দামটা দিয়ে দিতে ।

মৃণাল । আমরা জিনিষ নিই নি, দামও দেব না ।

কলি । জিনিষ নাও নি ? তবে আমি মিথ্যে কথা বলছি ?

মৃণাল । একশোবার । তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি চোর, তুমি—

কলি । তবে রে ব্যাটা পুঁটকে শয়তান—[আস্তিকের লাঠি কাড়িয়া লইয়া মৃণালকে প্রহার]

আস্তিক । না—না, যত পার, আমাকে মার ; ওকে মেরো না, ও আমার কচি ছেলে, দুদিন অনাহারী । দোহাই তোমার, দুটি পায়ে পড়ি—[কলি অলক্ষ্যে মৃণালের হাতে আংটি পরাইয়া দিল]

কলি । এই ফাঁড়িদার, এই ফাঁড়িদার, এই যে চোর, এইদিকে ।

কোতোয়ালের প্রবেশ ।

কোতোয়াল । কোথায় চোর ?

কলি । আপনি এসেছেন ? এই যে—এই দেখুন, এরই নাম আস্তিক ঠাকুর । ছেলেকে পরাবে বলে আমার দোকান থেকে হীরের আংটি নিয়ে পালিয়েছে ।

কোতোয়াল । কি ঠাকুর, মুখে ত খুব নারাবণ নারায়ণ কর, তোমার পেটে পেটে এত !

আস্তিক । আমি ভিখিরী ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করতেই আমার দিন কেটে যায়, কারও দোকানে যাবার অবসর আমার নেই কোতোয়াল । চুরি করা দূরে থাক, চুরির কল্পনাও আমি করি নি ।

কোতোয়াল । বটে ! ভিক্ষা করে কত টাকা জমিয়েছ ?

আস্তিক । নারায়ণ, নারায়ণ । আজ দুদিন আমরা অনাহারী,

দুপুর গড়িয়ে গেল, এখনও নারায়ণের ভোগের সংস্থানও হয় নি। এই কচি ছেলেটা অনাহারে মৃতপ্রায়—

কলি। আংটি পরার সখটি ত খুব আছে।

মৃণাল। কেন আপনি মিথ্যে কথা—

কোতোয়াল। [মৃণালের হাত ধরিয়া] মিথ্যে কথা! হাতে এই আংটিটি কোত্থেকে এল বাপধন?

আস্তিক। কি হল? আংটি? কিসের আংটি মিনু? কোথায় আংটি?

কলি। তোমার ছেলের হাতে!

আস্তিক। একথা সত্য? মৃণাল!

মৃণাল। বাবা, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার কোন অপরাধ নেই। কোথা থেকে এ আংটি এল, আমি জানি না।

কোতোয়াল। সৎব্রাহ্মণ দেখে কেউ দান করেছে? হারামজাদা নচ্ছার। [প্রহার]

মৃণাল। উঃ—বাবা! [পতন]

আস্তিক। আর মেরো না, মরে যাবে। দোহাই তোমাদের, আগে আমাকে শেষ কর; তারপর ওর গায়ে হাত দাও। মৃণাল, নারায়ণকে ডাক।

মৃণাল। গরীবের নারায়ণ নেই বাবা। তারা চুরি না করলেও চোর হয়, তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তুমি ঘরে যাও, নারায়ণ-শিলা জলে ফেলে দাও, চুরি ডাকাতি করে বড় লোক হও, মাকে গহনা পরাও, সবাই ভক্তি করবে। গরীবের বাঁচবার অধিকার নেই। [অচৈতন্য হইল]

কলি। চল্ ব্যাটা কাজীর কাছে।

কোতোয়াল। কাকে নিয়ে যাবে? ওর হয়ে গেছে। বাঁচবে ত পালাও।

[প্রস্থান।

কলি। কর ব্যাটা নারায়ণ-পুজো। নারায়ণ এসে তোর ছেলেকে রক্ষা করুক। ব্যাটাকে কত লোকে কত ভাবে বুঝিয়েছে, কিছুতেই নারায়ণ-শিলা ফেলবে না। ছেলে ত গেছেই, এরপর তোর কি দশা হয়, দেখ।

[গলাধাক্কা দিয়া প্রস্থান।

আস্তিক। মিনু, মিনু,—কথা বলছ না কেন বাবা? কোথায় তুমি যাদু? [হাতড়াইতে হাতড়াইতে মৃণালকে স্পর্শ করিল] একি, এত গরম জল কিসের? মৃণাল,—ওঠ মানিক, ওরা চলে গেছে। কি হল? মাথার উপর কাক ডাকছে কেন? একি? বুকে যে স্পন্দন নেই, নাকে নিশ্বাস পড়ছে না। মরে গেল? মার খেয়ে মরে গেল? নারায়ণ, শেসে এই করলে? [মৃণালের দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

ও মন, কার তরে তুই ফেলিস আঁখিজল।
ছাওয়াল জরু সব মিছে, কর খোদার নাম সম্বল।
সোংসারে সব ফাঁকি রে ভাই,
কেডা আপনি? এই আছে নাই,
রোদের ছায়া খালি মায়া, সরে গেলেই মন পাগল।

যার নামেতে শুকনো গাঙে
ঢেউ খেলে যায়, দুকূল ভাঙে,
তারেই পেতে ওঠ রে মেতে, মায়ার বাঁধন দুপায় দল।

আস্তিক। কে তুমি?

ফকির। আমি ফকির।

আস্তিক। দেখ ত ফকির, আমি ভুল দেখছি না ত? সত্যই কি ছেলেটার নিশ্বাস পড়ছে না? নাকে হাত দিয়ে দেখ।

ফকির। ছোঁব? আমি যে মোছলমান।

আস্তিক। আমার কাছে জাতিভেদ নেই ফকির। হিন্দু আর মুসলমান একজনেরই সৃষ্টি।

ফকির। দেখেছি ঠাকুর, ছেলেটা মরে গেছে।

আস্তিক। যাবেই ত। ও আমি জানি। আমি অক্ষম বাপ,—খেতে দিতে পারি নি। আজ না হয় কাল মরতেই ত হত। কিন্তু এমন শোচনীয় মৃত্যু ওকে কেন দিলে নারায়ণ? এযে আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

ফকির। আরে দূর ঠাকুর, কার জন্যে কাঁদ ছাই?

আস্তিক। ফকির, তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি সাধারণ মানুষ নও! পার আমার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিতে?

ফকির। তা, পারলেও পারতে পারি।

আস্তিক। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় দয়া কর।

ফকির। তা ত করব। কিন্তু তার আগে তোমার ওই নারায়ণটিকে ভুলতে হবে।

আস্তিক। কেন?

ফকির। নারায়ণকে যে ডাকে, তার উপকার করা মহাপাপ।

আস্তিক। তুমি যাও ফকির; তোমার উপকার আমি চাই না। চাই না পুত্র, চাই না স্ত্রী, আরও যত দুঃখ আছে, সব আমি সইব, তবু নারায়ণকে ভুলব না। নারায়ণ, নারায়ণ,—

ফকির। তবে মর গে যাও, আমি চল্লুম।

[আস্তিকের বাহুমূলে চপেটাঘাত করিয়া মৃতদেহসহ প্রস্থান।

আস্তিক। ওই গঙ্গার কলধ্বনি। মৃতদেহ সৎকারের সাধ্য নেই, বৎস. পতিত-পাবনী গঙ্গার শীতল কোলে তুমি বিশ্রাম কর। একি? শব! [চারিদিকে হাতড়াইয়া দেখিলেন] কোথাও নেই! তবে কি শেয়ালে টেনে নিয়ে গেল? হা নারায়ণ, নিষ্পাপ শিশুর এই পরিণতি! যাক যাক সব যাক; মা গঙ্গা, তুমি আমায় ডাকছ? আমি যাব, আমি যাব তোমার কোলে আশ্রয় নিতে। কোনদিকে? কোনদিকে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটির।

শতছিন্ন বসনে পদ্মা বাহির হইয়া আসিল।

পদ্মা। আঃ—কেন এ কাকটা সারাদিন ধরে ডাকছে? বেলা শেষ হয়ে গেল, এখনও ত তারা ফিরল না। বোধহয় আজও ভিক্ষে মেলে নি। ছেলেটা বোধহয় ক্ষিধের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। নারায়ণ, তোমাকে যে পূজো করে, তাকে দুঃখ দিয়ে এমনি করেই কি তুমি মজা দেখ? কচি ছেলের ক্ষিধের জ্বালা আর যে আমি সইতে পাচ্ছি না।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

ক্ষিধের জ্বালার শেষ হয়েছে, আর সে খেতে চাইবে না!
কোলে শুয়ে ভাত দে বলে চোখের জলে নাইবে না!

পদ্মা। কি বলছ তুমি ফকির?

ফকির।— **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

যার নামে তুই আপনহারা,
কাঠ হয়ে সে রইল খাড়া,
ওমা, তোমার দুখের তরী কাণ্ডারী আর বাইবে না।

পদ্মা। কি হয়েছে ফকির? তুমি যেন কি অশুভ সংবাদ নিয়ে এসেছ। তারা কখন গেছে, এখনও ফিরল না। ছেলেটা দুদিন

খায় নি। মন বড় কু গাইছে। তাদের কি তুমি দেখেছ? এক অন্ধ ব্রাহ্মণ, আর একটি ছোট ছেলে?

ফকির। চিনি গো চিনি। আস্তিক ঠাকুরের কথা বলছ ত? আমি তাদের দেখেই ত তোমার কাছে ছুটে এলুম।

পদ্মা। কি কচ্ছে তারা? কেন এখনো আসছে না? খোকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

ফকির। ঘুমিয়েছেই বটে, কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙবে না।

পদ্মা। কি কি? কি বললে? আমার খোকা—

ফকির। খোকা নেই।

পদ্মা। নেই!

ফকির। ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে।

পদ্মা। মেরে ফেলেছে? খোকাকে? কেন, কেন? কি করেছিল সে?

ফকির। মিছে কথা মা, মিছে কথা। দোকানদার বললে চুরি করেছে, তাই শুনে কোতোয়াল লাঠি দিয়ে এমন মার মারলে—

পদ্মা। আর বলো না—ওগো, আর বলো না। নারায়ণ, নারায়ণ, এমনি করেই কি তুমি আমাদের পরীক্ষা কচ্ছ? একি নিষ্ঠুর পরীক্ষা তোমার? বাবা, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার? অন্ধ মানুষ, মুখে ঠিক আগুন দিতে পারবে না। আমাকেই দাহ করতে হবে।

ফকির। কিছুই করতে হবে না মা। দেহটা শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে।

পদ্মা। ওঃ—এও আমায় শুনতে হল? মিনু, ওরে মিনু, এই তোর পরিণাম? নারায়ণ, আড়ালে বসে খুব মজা দেখছ!

ফকির। নারায়ণকে যে পূজো করে, তার এমনিই হয়।

পদ্মা। চুপ—চুপ, ও কথা বলো না ফকির।

ফকির। কোথায় আছে নুড়িটা? আমায় দেখিয়ে দাও না। আমিই নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছি। তোমাদের কোন পাপ হবে না।

পদ্মা। তোমার মুখে একথা সাজে না ফকির। তুমি যাও। যতই দুঃখ হক, আমরা নারায়ণকে ভুলব না।

ফকির। তাহলে তোমাদের দুঃখও ঘুচবে না।

পদ্মা। আর দুঃখকে ভয় কি আমাদের? একটা বন্ধন ছিল, সেও যখন গেছে, আজ আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে নারায়ণের পূজো করব। মৃণাল—মৃণাল, আমাদের মুক্তি দেবার জন্যেই কি তুমি চলে গেছ বাবা? যাও মাণিক, বিশ্বজননীর কোলে শান্তিলাভ কর। নারায়ণ, নারায়ণ,—

ফকির। ভারি যে নারায়ণ-নারায়ণ কর, নারায়ণের ভোগ দিয়েছ? না, ছেলের শোকে ভুলে গেছ সব?

পদ্মা। সত্যই ত, সন্ধ্যা হল, এখনও যে নারায়ণের ভোগ দেওয়া হয়নি। ঘরে কিছুই নেই, কি দেব? আর যখন কিছুই নেই, আমার বুকের রক্ত দিয়ে নারায়ণের ভোগ দেব।

ফকির। তাই দাও গে। আমি একটা ধারালো ছুরি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। ওগো, ও মা-ঠাকরুণ, এসব মালপত্র কোথায় রাখব দেখিয়ে দাও, আমার মুটে দাঁড়িয়ে আছে।

পদ্মা। কিসের মালপত্র ভজহরি?

ভজহরি। কেন? আটা, গুড, চিনি, দুধ আরও কত কি? এই যে দেখ না ফর্দ। কত্তা সব মাপিয়ে বলে দিলে,—হেই বাবা ভজহরি, এত মাল তুমি ছাড়া হবেনি; সব তেনাকে বুঝিয়ে দিয়ে এসবে, বুঝলে কিনা।

পদ্মা। কার মাল কার ঘরে এনেছ ভজহরি? আমরা এত জিনিষ কখনো একসঙ্গে চোখেও দেখিনি।

ভজহরি। হেই মা, তুমি কাণা নাকি গো? ফর্দে ঠাকুরমোশার নাম রইছে দেখছ নি?

পদ্মা। কে তোমাদের প্রবঞ্চনা করেছে বাবা। এর দাম আমরা দিতে পারব না।

ভজহরি। হ্যাদে, তোমার কি মাথা খারাপ হইছে নাকি? তোমরা ক্যানে দাম দিবে? দাম ত দিয়ে গেছেক।

পদ্মা। কে দাম দিয়েছে?

ভজহরি। তোমার বোনপো হয় যে?

পদ্মা। আমার ত বোন নেই।

ভজহরি। নেই ত আমি কি করব? হি গো, সেকি ছেলে গো? যেন কষ্টিপাথর কুঁদ্যা তৈরী করছেক এই এত্ত ট্যাকা কত্তার হাতে দিয়ে বললেক,—যা থাকে মাসীকে দিয়ে দিও। কত্তা বললেক,—হেই ভজহরি, তুমি ছাড়া হবেনি বাপ্; চট করে যাবে আর ছুট করে এসবে। বুঝলে কিনা।

পদ্মা। আমি কি আজ কেবলি স্বপ্ন দেখছি?

ভজহরি। এই নাও ট্যাকা, আর এই পাঁচালী। [টাকার থলিয়া ও পাঁচালী দিল]

পদ্মা। পাঁচালী ?

ভজহরি। হিঁ গো,—জিজ্ঞ্যাসা করলুম, পাঁচালী কি হবে ? তা বললেক,—আজ পূন্নিমে, এই পাঁচালী পড়ে সত্যনারায়ণের ভোগ দিতে বলো।

পদ্মা। কি বললে ? সত্যনারায়ণ ? সত্যনারায়ণ কে ?

ভজহরি। হেই মা, কি বললেক জান ? নারায়ণের কাছে মোছলমান ত ঘেঁসতে পারেনি, তেনারা দেয় সত্যপীরের সিন্নি, আর আমরা দি নারায়ণের। এই এক সিন্নিতে দুজনার ভোগ হবেন, সেই তরে নারায়ণ হয়েছেক সত্যনারায়ণ। বুঝলে কিনা ?

পদ্মা। বুঝেছি ভজহরি। এ তাঁরই দয়া। আমার একটা কাজ করবে বাবা ?

ভজহরি। শোন বিটীর কথা। করব না ক্যান্ ?

পদ্মা। বাবা, আমি এখনি চান করে এসে সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা কচ্ছি। তুমি যাও, তোমাদের ঠাকুরমশায়কে ধরে নিয়ে এস। অন্ধ মানুষ, হয়ত বাড়ীর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

ভজহরি। ক্যানে গা ? দাঠাকুর কোথা ? সঙ্গে যায় নি ?

পদ্মা। সে তো আর নেই ভজহরি। নারায়ণ তাকে টেনে নিয়েছেন।

ভজহরি। ইস, কও কথা মাঠাকরুণ। ছেলে মরেছেক, তবু তুমি নারায়ণ নারায়ণ করছ ? তবে ত নারায়ণ তোমার ঘরে এসেছেক বটে। চোখের জল ফেলো নি মা। মাথায় জল দিয়ে সিন্নির জোগাড় কর। সত্যনারায়ণ মনে করলে তোমার ছেলে ফিরে এসতে কংক্ষুণ ? হাই যাচ্ছি আমি বুড়ো ঠাকুরকে আনতে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। এই পাঁচালীতে কি নির্দেশ তুমি দিয়েছ সত্যনারায়ণ? [পড়িতে লাগিলেন]

সওয়া সের আটা দিবে পঞ্চ পোয়া গুড়,
সোয়া কুড়ি রম্ভা দিবে না হলে প্রচুর।
সওয়া সের দুধে সিন্নি করিবে রচনা,
কর্পূর তাম্বুল দিবে, ফল দিবে নানা।
ভক্তিভরে যে মাগিবে সিন্নি দিবে তারে,
জাতিভেদ নাহি কিছু দেবতা-বিচারে।
সত্যের প্রসাদ যেবা ভক্তিভরে নেয়,
ইহ পরকালে তার নাহি কিছু ভয়।
একমনে যেবা পূজে সত্যনারায়ণ,
তাহার সৌভাগ্য কিছু না যায় বর্ণন।

ঠাকুর, এত তোমার পরীক্ষা। যত দুঃখই থাক আমাদের, আমরা পূজো করব। চোখে যদি জল আসে অজ্ঞান বলে ক্ষমা করো।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। পদ্মা, পদ্মা,—

পদ্মা। এসেছ?

আস্তিক। আমি এসেছি পদ্মা, কিন্তু তোমার মৃণালকে যমের মুখে তুলে দিয়ে এসেছি। শবটা পর্যন্ত শেয়ালে নিয়ে গেছে। ওঃ— নারায়ণ, নারায়ণ,—[কপালে করাঘাত করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন]

পদ্মা। কেঁদো না; ওঠ,—তুমি ত জ্ঞানী, জীবের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু,—তার জন্য কাতর হওয়া তোমার সাজে না স্বামি।

আস্তিক। তুমি—তুমি শুনেছ সব?

পদ্মা। শুনেছি।

আস্তিক। কই, তুমি ত কাঁদছ না?

পদ্মা। কাঁদলে যে ফিরবে না, তার জন্য কেনই বা কাঁদব?

আস্তিক। আমাকেও তোমার কিছু বলবার নেই?

পদ্মা। তোমার কি অপরাধ?

আস্তিক। এ তুমি কি বলছ ব্রাহ্মণি? কোথায় পেলে তুমি এত সহিষ্ণুতা?

পদ্মা। তোমার কাছেই পেয়েছি ঠাকুর। তুমিই বলেছ, জীবের মৃত্যু নেই, আত্মা অবিনশ্বর।

আস্তিক। সত্য; কিন্তু—

পদ্মা। কিন্তু থাক। চল, স্নান করে আসি। সত্যনারায়ণের পূজো দিতে হবে।

আস্তিক। সত্যনারায়ণ? কে সত্যনারায়ণ?

পদ্মা। মুসলমানের সত্যপীর আর হিন্দুর নারায়ণ একাধারে। এই দেখ, পাঁচালীতে পূজার বিধান সব লেখা আছে।

আস্তিক। কে তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করে গেছে ব্রাহ্মণি? এত পূজোর উপচার কোথায় পাব আমি?

পদ্মা। সব আছে ঠাকুর, সব আছে। আমরা শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করব। চল, পূর্ণিমা শেষ হয়ে যাবে। এ কি, তোমার বাহুমূলে এত পদ্মগন্ধ কেন? কি আশ্চর্য্য! এখানেও ত সেই ফকিরের পদচিহ্নের উপর মৌমাছি গুঞ্জন কচ্ছে।

আস্তিক। ফকির! ফকির এখানেও এসেছিল? সে-ই আমার বাহুমূলে আঘাত করেছিল পদ্মা।

পদ্মা। বুঝেছি, বুঝেছি, সত্যনারায়ণ পুজোর জন্য নিজেই কাঙাল হয়ে এসেছিল। চল, চল, পূর্ণিমা বয়ে যায়।

আস্তিক। এত দয়া তোমার দীনবন্ধু? যাকে ছেলে, আর আমার দুঃখ নাই। এত দুঃখ পেয়েছি বলেই তুমি দুঃখহরণ আমার ঘরে এসেছ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সদানন্দ শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। ধিক্ এ জীবনে! তুচ্ছ একটা ভিখিরী, সেও বলে গেল, আটকুঁড়ীর হাতে ভিক্ষে নেব না। চারিদিক থেকে ঝীচাকর-গুলো হা হা করে হেসে উঠল। না, এ জীবন আর রাখব না। যে নারীর সন্তান নেই, তার জীবনেও কাজ নেই।

সহচরীগণের প্রবেশ।

১মা সহচরী। কি গা? খেলা ফেলে পালিয়ে এলে কেন?

লীলাবতী। খেলব না; কিচ্ছু করব না; আমি বিষ খাব। যার সন্তান নেই, কি হবে তার বেঁচে?

সহচরীগণ।— **গীত।**

সখি, ফুটতে দে না ফুল।
ধরবে যখন গাছে ফল, কুড়িয়ে কি পাবি কুল?

কেউ পাকা, কেউ ডাঁশা তেঁতো, কেউ বা পোকায় কাটা,
কেউ বা রাঙা, কেউ বা কালো, কেউ বা সুর্যিকাটা ;
ষষ্ঠী দেবী দয়া যখন করে,
ভরার উপর দুহাতে দেয় ভরে,
আজকে যারে ভাবিস কৃপা কাল সে হবে শূল।

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। ও মাগো, কোথায় যাব গো ?

লীলাবতী। কোথায় যাবি আবার ? যমের বাড়ী যাবি।

সুধামুখী। যমের বাড়ী যাব কেন ? কার কি ক্ষেতি করেছি যে এই কাঁচাবয়সে যমের বাড়ী যাব ? আঃ খেলে যা। কথায় কথায় যমের বাড়ীর পথ দেখায়। যম কি শুধু আমার ঘরই চেনে নাকি, তোমার ঘর চেনে না ?

লীলাবতী। ঘাট হয়েছে, তুই থাম সুধামুখি, তোরা এখন যা ; আমার ভাল লাগছে না। [সহচরীগণের প্রস্থান]

সুধামুখী। ভাল লাগবে কি করে ? এ বয়সে কোলে একটা ছানাপোনো না থাকলে ভাল লাগে ? যে বয়সের যা। বলছি, একদিন নৌকো করে চল পোড়াকাসুন্দির ঘাটে। কিচ্ছু করতে হবে না, একটি ডুব দিয়ে গাছে ঢিল বেঁধে আসবে ; ছমাসের মধ্যে ছেলে না হয়েছে ত আমার নাম সুধামুখী নয়।

লীলাবতী। তেলপড়া জলপড়া মাদুলী—সবেতেই ফল ধরেছে। এবার পোড়াকাসুন্দির মাঠ উদয় হয়েছে।

সুধামুখী। মাঠ বললুম, না ঘাট বললুম ?

লীলাবতী। যা থাঃ, ঘাটে ঢিল বাঁধতে পারব না আমি।

সুধামুখী। ঘাটে বাঁধতে কে বলেছে? গাছে বাঁধবে।

লীলাবতী। পারব না আমি।

সুধামুখী। তবে তোমার পেটে ছেলে হবে না, হাতী হবে।

লীলাবতী। চাই নে আমি।

সুধামুখী। চাও না ত বুঝলুম। কিন্তু এরপর সকালবেলা আটকুঁড়ীর মুখ দেখবে কে? আমি ত পারব না বাপু। আটকুঁড়ীর মুখ দেখলে সাতজন্ম নরকে যেতে হয়, তা জান?

লীলাবতী। এতবড় কথা বলিস তুই?

সুধামুখী। না, বলব কেন? তোমার খাই বলে? হাত্তোর খাওয়া! আটকুঁড়ীর ছোঁয়া খেয়ে কোন নরকে যেতে হবে, কে জানে।

লীলাবতী। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

সুধামুখী। এখন আর গেলে কি নরক ঠ্যাকানো যাবে? সর্বনাশ যা হবার, হয়েই গেছে।

লীলাবতী। আমার ঘরে দাঁড়িয়ে তুই আমাকেই অপমান করিস হতভাগি?

সুধামুখী। অপমানটা কিসে হল শুনি। আটকুঁড়ীকে আটকুঁড়ী বলব না ত কি তিনকুঁড়ী বলব?

লীলাবতী। তুই যাবি, না আমি গলায় দড়ি দেব?

সুধামুখী। যা ইচ্ছে কর বাছা, আমি মোদ্দা আর যদি কিছু বলি ত আমায় কুকুর বলে ডেকো। পোড়ার দেবতাগুলোকেও বলিহারি। গরীব-দুঃখীর ঘরে ইঁদুর ছানার মত ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে, আর এত যার বিত্তিব্যাসাৎ, তার একটা মেয়েও হতে নেই? নাও, এখন ওই ছেলেটার কি করবে বল?

লীলাবতী। কোন ছেলেটার?

সুধামুখী। ও মাগো, কোথায় যাব গো? তখন থেকে তোমায় বলছি, ফটকের ধারে একটা ছেলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লীলাবতী। কখন বলেছিস? তাড়িয়ে দে, অমনি না যায়, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দে। আমাদের বাড়ীতে কোন ভিখিরী আর ভিক্ষে পাবে না।

সুধামুখী। সে ত হাজারবার বলেছি, তবু কি যায়? শুধু কাঁদে আর বলে,—বড় ক্ষিধে মা, পেট জ্বলে গেল। দিয়েই দাও না দুমুঠো ভিক্ষে; আহা, ছোট ছেলে না খেয়ে মরবে?

লীলাবতী। পরের ছেলের জন্যে কিসের এত দরদ?

সুধামুখী। ঘরের ছেলে করে নাও না।

লীলাবতী। হতভাগী বলে কি?

সুধামুখী। বলছি তোমার মাথা। পরের ছেলেকে না ভালবাসলে ঘরের ছেলে আসে না।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মৃণালের প্রবেশ।

মৃণাল।—

গীত।

ওমা, দুটি খেতে দে।
ফেরাস নে মা দুপুর বেলা, হাসিমুখে যেতে দে।

লীলাবতী। কে তুমি বালক?

মৃণাল।— **পূর্ব গীতাংশ।**

নাইক মনে পিতামাতায়, কোথায় ছিল ঘর,
আঁখি মেলি দেখছি মাগো জগৎ-ভরাই পর;

লীলাবতী। আহা!

মৃণাল।— **পূর্ব গীতাংশ।**

কত আঘাত পেয়েছি মা,
কত গালি খেয়েছি মা,
পারিস যদি এক লহমা স্নেহের আঁচল পেতে দে।

লীলাবতী। কোথা থেকে আসছ তুমি?

মৃণাল। আমি পথের মানুষ, পথ থেকেই আসছি।

লীলাবতী। তোমার কোন ঘর নেই?

মৃণাল। না। ফকিরের মুখে শুনেছি, মাথায় চোট লেগে আমি পথেই পড়েছিলাম, সত্যনারায়ণ আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

লীলাবতী। সত্যনারায়ণ? সে আবার কে?

মৃণাল। মুসলমানের সত্যপীর আর হিন্দুর নারায়ণ; দুই দেবতা একসঙ্গে মিলে সত্যনারায়ণ হয়েছে।

লীলাবতী। এমন আশ্চর্য দেবতার কথা ত কখনো শুনি নি।

মৃণাল। ফকির বলেছে, সত্যনারায়ণের প্রসাদ যে খায়, তার কোন সাধ অপূর্ণ থাকে না।

লীলাবতী। কোথায় পাওয়া যায় তার প্রসাদ?

মৃণাল। আমি ত জানি না, ফকির জানে।

লীলাবতী। কোথায় সে ফকির?

মৃণাল। তা ত বললে না। শুধু বললে, দুঃখীর চোখের জল যে মুছিয়ে দেয়, তাঁরি কাছে আমি আপনি আসি।

লীলাবতী। তুমি আমার কাছে থাকবে মানিক? আর তোমায় ভিক্ষে করতে হবে না। আজ হতে তোমার সব ভার আমিই নিলুম।

মৃণাল। কিন্তু—আমি কি জাত, তা ত জানি না।

লীলাবতী। আমি জানি; তুমি ছেলের জাত। আর কোন পরিচয় আমার চাই না। কি নাম তোমার?

মৃণাল। আমার কোন নাম নেই।

লীলাবতী। আছে আছে, তোমার নাম—তোমার নাম শঙ্খপতি। যাও বাবা, ওই ঘরে যাও, আমি এখুনি আসছি।

মৃণাল। মা!

লীলাবতী। আঃ! নিজের ছেলে মা বলে ডাকলে না জানি আরও কত ভাল লাগে। যাও বাবা, যাও। কোন ভয় নেই তোমার। এই বাড়ী-ঘর ধন-দৌলত,—সব তোমার, সব তোমার। [মৃণালের প্রস্থান] মা ডাকে এত মধু? আমায় যে পাগল করে দিয়ে গেল।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। লীলাবতি! তুমি গেলে না?

লীলাবতী। কোথায় যাব?

সদানন্দ। সুধামুখী যে ঘাটের কথা বলছে।

লীলাবতী। সুধামুখী মরুক।

সদানন্দ। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমিই বা যাবে না কেন?

লীলাবতী। কি হবে গিয়ে? কত মাদুলী পরলুম, কত জল-পড়া খেলুম, কিছুই ত হল না। ভাল কথা, যদি একটা জিনিষ আনতে পার, তাহলে ফল নিশ্চয়ই হয়।

সদানন্দ। কি জিনিষটি?

লীলাবতী। সত্যনারায়ণের প্রসাদ।

সদানন্দ। সত্যনারায়ণটি হচ্ছে কোন্ ব্যক্তি?

লীলাবতী। তুমি কিচ্ছু জান না। মুসলমানের সত্যপীর আছে, জান ত?

সদানন্দ। তুমি জানলেই আমার জানা হল। সত্যপীর করেছেন কি?

লীলাবতী। কথাটাই আগে শোন। মুসলমানের সত্যপীর আর হিন্দুর—

সদানন্দ। মিথ্যাপীর।

লীলাবতী। কেন বাজে বকছ? ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

সদানন্দ। এ পর্যন্ত বোঝা গেল, তারপর কি?

লীলাবতী। সত্যপীর আর নারায়ণ এক হয়ে সত্যনারায়ণ হয়েছেন।

সদানন্দ। কবে? খবর পাই নি ত কিছু।

লীলাবতী। ভারী বকাটে হয়েছ তুমি। সেই সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ একটু আনতে পার?

সদানন্দ। সত্যনারায়ণ ঠাকুরের আখড়া কোন্‌খানে?

লীলাবতী। তা কি আমি জানি? খুঁজে নাও গে। ফকিরকে জিজ্ঞেস কর।

সদানন্দ। ওই ও পাড়ার ফক্‌রে?

লীলাবতী। তুমি এই বুদ্ধি নিয়ে বাণিজ্য কর? ফক্‌রে কখনো ফকির হয়?

সদানন্দ। পয়সা রোজকার করলে কাণাকেও পদ্মলোচন বলে।

দেখছ না, আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আনন্দ নেই, তবু আমার নাম সদানন্দ। যাক, ফকির কোথায় থাকেন ?

লীলাবতী। দুঃখীর অশ্রুজল যে মুছিয়ে দেয়, তার কাছেই সে থাকে।

সদানন্দ। তাহলে ত আমার কাছেই পাওয়া যাবে। যাক, তবে তুমি প্রসাদ পেয়েই গেছ। কিন্তু প্রসাদ খেলে কী হবে ?

লীলাবতী। তোমার মাথা হবে।

সদানন্দ। আচ্ছা, পথে আসতে আসতে পর আমি নিজেই যদি প্রসাদ খেয়ে ফেলি ?

লীলাবতী। তাহলে তোমার একটি—

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। ও মাগো, কোথায় যাব গো ?

সদানন্দ। [স্বগত] ভ.গাড়ে যাও গো।

লীলাবতী। কি, হয়েছে কি ?

সুধামুখী। হয়েছে কি ? দুপুর গড়িয়ে গেল, এখনও খাওয়ার নামটি নেই ? খাবে ত বল, নইলে সব জলে ঢেলে ফেলে দিই গে।

লীলাবতী। এই যে যাচ্ছি। ওই যে ছেলেটা আমার ঘরে বসে আছে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

সুধামুখী। ও মাগো, কোথায় যাব গো ?

[প্রস্থান।

সদানন্দ। প্রিয়ে, তাহলে আমি আসি।

লীলাবতী। এখনি যাবে ?

সদানন্দ। শুভস্য শীঘ্রং। দেরি হলে প্রসাদ ফুরিয়ে যেতে পারে।

লীলাবতী। সত্যনারায়ণ মংগল করুন।

সদানন্দ। [স্বগত] মংগল যা হবে, বুঝতেই পাচ্ছি। এত ধন-দৌলত কাক-চিলে লুটে খাবে। কোথায় ফকির, কোথায় বা সত্য-নারায়ণ ? আমি এখন চললুম নৌভ্রমণে। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, তাহলে চললুম; তুমি সাবধানে থেকো। বেশী দেরী হবে না, যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

লীলাবতী। মনের বাসনা পূর্ণ কর ঠাকুর, বুক চিরে রক্ত দেব।

কলির প্রবেশ।

কলি। কল্যাণ হক।

লীলাবতী। কে ?

কলি। আমি সন্ন্যাসী। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম—এই বাড়ীতে অমংগল প্রবেশ করলে। তার পেছনে পেছনেই আমি আসছি। তুমিই কি বাড়ীর গৃহিণী ?

লীলাবতী। হ্যাঁ ঠাকুর।

কলি। সাবধান, খুব সাবধান, অমংগল প্রাসাদ অধিকার করেছে। গৃহস্বামীর জীবন বিপন্ন, প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে।

লীলাবতী। প্রাণহানি ! ওরে, কে কোথায় আছিস, সাধুকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু কেমন করে অমংগল প্রবেশ করলে ঠাকুর ? আমরা ত কোন অন্যায় করিনি।

কলি। বোধহয় কোন অপদেবতার নাম করেছ।

লীলাবতী। অপদেবতা ! না, না, আমি সত্যনারায়ণকে ডাকছিলাম।

কলি। তাই বল। ও নাম যে করে, তার ভিটেয় বাতি দিতে কেউ থাকে না; নারী বিধবা হয়, পিতামাতা পুত্রহীন হয়, কৃষকের ক্ষেত পুড়ে যায়, জেলের জাল ছেঁড়ে, গোয়ালার গরু মরে। কত বলব? ও দেবতা নয়, অপদেবতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বহু অনুরোধ করেও স্বর্গে সে আসন পায় নি।

লীলাবতী। তাহলে কি হবে?

কলি। কোন ভয় নেই মা। আমি যখন টের পেয়েছি, তখন অমংগলকে আমি অবশ্যই বিতাড়িত করব। তুমি এই মন্ত্রপূত কবচ ধারণ কর মা! আর কখনো ও দেবতার নাম করবে না। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। [কবচ দান]

লীলাবতী। বল, কত অর্থ চাই সন্ন্যাসি?

কলি। অর্থ নিয়ে আমি কি করব বেটি? অর্থমনর্থম্। খুব সাবধান, খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

লীলাবতী। ভগবান, রক্ষা কর ভগবান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আস্তিকের গৃহ—মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাংগণ।

মন্দিরমধ্যে পাঁচালী পাঠ হইতেছিল। ভজহরি ও হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসিগণের প্রবেশ।

(পাঁচালী)

তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু মহিমাসাগর,
কি বলিতে পারি প্রভু আমি তুচ্ছ নর।
আপনি রচিলে নাথ আপন কীর্তন,
মোর দোষ ক্ষম; দেহ চরণে শরণ।
নায়কে কল্যাণ কর, গায়কে সুস্বর,
আসর সহিতে সত্যপীর দেহ বর।
ভক্তিভরে সিন্নি লহ পূরবে মনস্কাম,
সবে হরিধ্বনি কর, মজুরা সেলাম।

[ঘণ্টাধ্বনি ও শঙ্খনাদ]

হিন্দুগণ। হরিবোল, হরিবোল। [প্রণাম করিল]

মুসলমানগণ। জয় সত্যপীর। [সেলাম করিল]

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। এ কার বাড়ী?

তীর্থংকরের প্রবেশ।

তীর্থংকর। নাস্তিক ঠাকুরের বাড়ী।

সদানন্দ। নাস্তিক ঠাকুর না আস্তিক ঠাকুর?

তীর্থংকর। নামে আস্তিক, কাজে নাস্তিক।

ভজহরি। হেই ঠাকুর, বেশী বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবেক নি বলছি।

তীর্থংকর। তুই ব্যাটা ফোপরদালালি কচ্ছিস কেন?

ভজহরি। তুমি এখেনে দাঁড়িয়ে যা-তা বলবে কিসের জন্যে?

তীর্থংকর। একশোবার বলব। হারামজাদা ব্যাটারা বামুন চাঁড়াল হিন্দু মুসলমান একাকার করবার মৎলব করেছ? হাজারবার বলেছি, তেত্রিশ কোটি দেবতার সমাজে সত্যনারায়ণ বলে কোন দেবতা নেই, তবু সমাজের বুকের উপর বসে তারই পূজো করবে?

ভজহরি। একশোবার করবেক। তুমি রাস্তায় গিয়ে চেঁচিয়ে বুক ফাটাও ক্যান্ না? এখেনে গোলমাল করবেক নি বলে দিচ্ছি।

তীর্থংকর। গাঁ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পূজো কর গে।

সদানন্দ। মশায় বুঝি এখানকার মহামান্য মাতব্বর?

তীর্থংকর। তা নয় ত কি? আমি সমাজপতি।

সদানন্দ। সমাজপতির এত ক্রোধের কারণ কি প্রভু?

তীর্থংকর। সমাজের বুকের উপর আমি এসব ভূতের পূজো হতে দিতে পারব না।

ভজহরি। ভূত? কে ভূত?

তীর্থংকর। ভূত তোদের ওই সত্যনারায়ণ।

সদানন্দ। সাবধান, ঘাড়ে না চাপে, দেখবেন।

তীর্থংকর। আমার ঘাড়ে চাপবে? ফুঃ! আমি কি নাস্তিক ঠাকুর যে ভিক্ষে করে ভূতের পূজো করব, আর এইসব ভূত ভোজন করাব?

ভজহরি। ভূত ভূত করো নি বলছি। এ পেত্যক্ষ দেবতা।

তীর্থংকর। তোদের মাথা।

সদানন্দ। হ্যাঁ হে, সত্যনারায়ণের পূজো করলে কি হয়?

ভজহরি। পাঁচীলে কি বললেক শোন নি?

"অপুত্রের পুত্র হয় দরিদ্রের ধন,
রুগীর খণ্ডয়ে রোগ, বন্ধন মোচন।"

শুধু পূজো? ছেদ্দা করে পেসাদ খেলে ইস্তক যে যা চায়, তাই পায়।

তীর্থংকর। তবে তোর এ হাল কেন? তুই ত প্রতি পূর্ণিমার প্রসাদ খেয়ে যাস। সত্যনারায়ণ তোকে কেন ঐশ্বর্য দেয় না?

ভজহরি। আমি চাইলে ত দিবে।

তীর্থংকর। তোদের ওই নাস্তিক ঠাকুরের এত দুর্দশা কেন? কেন তার চালে খড় জোটে না, বল? এত পূজো করেও কেন তার চোখ দুটো অন্ধই রয়ে গেল? ঠাকুর যদি ঠাকুরই হয়, তার ভক্তের এত দুর্দশা থাকবে কেন? মহিমাটা একবার দেখাক না। কি বল হে?

ভজহরি। হেই বাবা সত্যনারায়ণ, এই ব্যাটা পণ্ডিতের পো তোমায় যা-খুসী তাই বলছেক, আর তুমি ওর মুখ বন্ধ করতে পারলেক নি? ব্যাটা আমার ঠাকুরমোশাকে বলছে নেস্তিক! তুমি আছ না মরেছ?

সদানন্দ। দুঃখ করো না ভাই। তুলসীগাছে কুকুর কত কি করে, তবু তুলসীপাতা না হলে কোন পূজো হয় না।

তীর্থংকর। তুমি কে হে?

সদানন্দ। তোমার দরকার কি হে?

তীর্থংকর। তোমার কথাবার্তা ত ভাল লাগছে না।

সদানন্দ। মশায়ের কথাবার্তা শুনেও ত খুব আনন্দ হচ্ছে না।

তীর্থংকর। এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন?

সদানন্দ। সত্যনারায়ণের প্রসাদ-গ্রহণ। আমার পুত্রকন্যা কিছুই নেই। পুত্রে আর কাজ নেই, একটি কন্যা-সন্তানের আমার বিশেষ প্রয়োজন।

তীর্থংকর। কেন?

সদানন্দ। কন্যা হলে দশ বার বছর পরেই একটি জামাই এনে তার হাতে আমার বিশাল সম্পত্তি সমর্পণ করে তীর্থবাস করব।

তীর্থংকর। তা এখানে কেন? সত্যনারায়ণের ঝুলিতে কন্যাও নেই, জামাতাও নেই। আমার এগারটি মেয়ে; যে কটি চাও, দিয়ে দিচ্ছি এস।

সদানন্দ। কিন্তু আমি ত বৈশ্য।

তীর্থংকর। তা হক, পরে একসময় প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে।

সদানন্দ। কিন্তু—

তীর্থংকর। আবার কিন্তু কি? এস।

সদানন্দ। কিন্তু এই সত্যনারায়ণ—

তীর্থংকর। মিথ্যেনারায়ণ। আঃ—এখানে ভদ্রলোক থাকে?

ভজহরি। তুমি বেরিয়ে যাও।

প্রসাদের পাত্র লইয়া পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। না—না, কেউ যেও না; প্রসাদ নাও বাপসকল। ভক্তিভরে যে কামনা করে প্রসাদ গ্রহণ করবে, তাই তার পূর্ণ হবে।

সদানন্দ। দেবি, আমি আর কিছুই চাই না; শুধু একটি কন্যা যদি পাই—

পদ্মা। তাই পাবে ভদ্র; প্রসাদ ভক্ষণ কর, সত্যনারায়ণ তোমার সাধ অচিরেই পূর্ণ করবেন। [সকলকে প্রসাদ বিতরণ]

সদানন্দ। যদি তাই হয়, আমি তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রতি পূর্ণিমায় তোমাদেরই মত পূজো দেব। [প্রসাদ ভক্ষণ]

তীর্থংকর। বৈশ্যের বুদ্ধি আর কত হবে?

পদ্মা। ভজহরি, প্রসাদ নাও বাবা।

ভজহরি। দাও মা। হ্যাঁদে, একটা কথা মা। এদ্দিন পূজো কচ্ছ, তবু ত ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেক নি। চালে বিচুলি নেই, পরণে কানি জোটে না,—আর কত দুঃখু দিবে? হেই মা, তোমাদের দুঃখু দেখে এই বদমাসগুলো যে বাবা সত্যনারায়ণের নিন্দে করে। তোমরা কি তেনার কাছে কিচ্ছু চাও না?

পদ্মা। না বাবা, আমাদের সব প্রয়োজন মিটে গেছে।

ভজহরি। আচ্ছা, দেখি তেনার বিচার। [প্রসাদ ভক্ষণ]

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। কে? কে? আমার চোখে কে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল? এই দেখ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।

পদ্মাবতী। তাইত! জয় বাবা সত্যনারায়ণ।

ভজহরি। এই ব্যাটা পণ্ডিতের পো, দেখ এবার বাবা সত্যনারায়ণের মহিমে।

সদানন্দ। একি! একি! মুহূর্তের মধ্যে পর্ণকুটির যে প্রাসাদ হয়ে গেল। কোথায় মাটির ঘর, কোথায় খড়ের ছাউনী? জয় বাবা সত্যনারায়ণ, জয় বাবা সত্যনারায়ণ।

তীর্থংকর। [স্বগত] অ্যাঁ, একি কাণ্ড রে বাবা!

ভজহরি। দোষ নিও না বাবা; না বুঝে গোঁসা করেছিনু। তুমি আছ, তুমি আছ।

সদানন্দ। ব্রাহ্মণ, সারাজীবন বাণিজ্যের ব্যাসাতি নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরেছি আমি; কোথাও এমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখি নি। বিদ্যার অহংকারে যারা আমাদের ঘরের ঠাকুরকে উড়িয়ে দিতে চায়, তারা দেখুক,—এই আমার দেশের নিরন্ন বস্ত্রহীন পূজারী, এই তার পাশে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত মূর্তিমতী সেবা, আর এমান তাদের নিষ্কাম সাধনার ফল। প্রণাম, প্রণাম, সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থান।

তীর্থংকর। ওহে, শুনছ? ওহে, ওহে.—দূর ব্যাটা। হবে না কেন? দুশো সোনার বিল্বপত্র দিয়ে হোম করেছি আমি—তোমাদের কল্যাণের জন্যে। সে কি বৃথাই যাবে? আমি জানি, এ হতেই হবে; নইলে বৃথাই আমার গায়ত্রী উচ্চারণ।

ভজহরি। কি ঠাকুর, এখন?

তীর্থংকর। হবে না কেন, হবে না কেন? আমার হোম কি অমনি যাবে? [স্বগত] ইস, শালা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল রে? কার মাথায় কামড় দেব আমি? আমার যে বুক ঠেলে কান্না উঠছে! অ্যাঁ, আমি এখন কি করি?

ভজহরি। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে আগুন লেগেছে নাকি?

তীর্থংকর। আগুন!

ভজহরি। হ্যাঁ, তাইত বটেক! এস ভাইসব, শীগ্‌গির এস।

[প্রস্থান।

গ্রামবাসিগণ। চল—চল—

[প্রস্থান।

তীর্থংকর। পুড়ুক, সব পুড়ুক। কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। যা, সব যা। এগারটা মেয়ে রে, এগারটা মেয়ে।

[প্রস্থান।

আস্তিক। কেন দিলে চোখ? আমি ত চাই নি দয়াময়। বাইরে অসংখ্য প্রলোভনের ডালি সাজিয়ে রেখেছ, সেদিকে চোখ পড়লে তোমাকে যে ভুলে যাব? পদ্মা,—

পদ্মা। কেন প্রভু?

আস্তিক। কি হবে আমাদের ঐশ্বর্য নিয়ে? একখানা কুঁড়ে ঘর, দিনান্তে দুমুঠো চাল যাদের যথেষ্ট, তাদের এতবড় প্রাসাদ এত ধন-দৌলতে কোন প্রয়োজন নেই। চল, সত্যনারায়ণের আসন নিয়ে আমরা পালিয়ে যাই।

পদ্মাবতী। কেন যাব? চিরদরিদ্র আমরা, কোনদিন দান-ধ্যান করতে পাই নি, আজ যখন ঐশ্বর্য পেয়েছি, দীন-দুঃখীকে প্রাণভরে দান করি এস।

আস্তিক। কিন্তু যদি ঐশ্বর্যের মোহে ঠাকুরকে ভুলে যাই?

পদ্মাবতী। কেন ভুলব? একবার তাঁর করুণার স্পর্শ যে পেয়েছে, সে কি তাঁকে ভুলতে পারে? জয় সত্যনারায়ণ।

আস্তিক। জয় সত্যনারায়ণ।

গীতকণ্ঠে প্রতিবেশিগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশিগণ।—

গীত।

দুর্গতিনাশন, সত্যনারায়ণ,
দীনের বান্ধব জয় হে।

কলির কলুষ হর হে চতুর্ভুজধর,

কর ত্রাণ মঙ্গলময় হে॥

উচ্চনীচের ভেদ ঘুচায়েছ তুমি নাথ,

নাম নিলে মুচি হয় শুচি রে।

এমন কোলের কাছে পাপীরে কে টানিয়াছে,

নিজ হাতে আঁখি জল মুছি রে?

তোমারই ত করুণায় অন্ধ নয়ন পায়,

পাতার কুটির মণিময় হে।

হে দেব করুণা কর, জগতের দুঃখ হর,

দূর কর শমনের ভয় হে॥

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দক্ষিণ পাটন—রাজপ্রাসাদ।

কলানিধি ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

কলানিধি। না সচিব, দত্তক তনয়ে
মোর নাহি প্রয়োজন।
গৃহিণী চলিয়া গেছে পুত্রশোকে
কাঁদিতে কাঁদিতে ;
আমারও ফুরায়েছে দিন।
খণ্ড খণ্ড করি কাঙাল ভিখারী ডাকি
এ রাজ্য বিলায়ে যাব।
চিত্রসেন, কর আয়োজন।

চিত্রসেন। মহারাজ, দত্তক তনয়
যদিই না করেন গ্রহণ,
রাজ্যের মংগল তরে
পুনরায় বিবাহ করিতে আমি
করি অনুরোধ।

কলানিধি। পুনরায় বিবাহ করিব আমি !
শুক্ল কেশে ধ্বনিয়া উঠেছে মন্ত্রি
মরণের আগমনী গান ;—

এ বয়সে ভার্য্যান্তর করিব গ্রহণ!
পুত্র হবে গর্ভে তার,
সেই পুত্র শমনের শাসন এড়ায়ে
যৌবনে করিবে পদার্পণ,
তারি হাতে রাজ্য সঁপি দিয়া
চিতাশয্যা পরে আমি করিব শয়ন!

চিত্রসেন। মহারাজ, অসম্ভব কি আছে সংসারে?

কলানিধি। নাই সত্য; তবু চিত্রসেন,
জানিও নিশ্চয় তুমি,
পুত্রলাভ ভাগ্যে নাই মোর।
বিধি বাদী,—রাজ্য মোর হবে ছারখার।
আমারও গৃহে ছিল শিশুর কাকলী,
এখনো সে সুন্দর বয়ান
ভাসিছে নয়নে মোর।
যম তারে নেয় নাই জানি,
জগন্নাথধামে বিশাল জনতা মাঝে
কোথায় হারায়ে গেল কৌস্তুভ রতন

চিত্রসেন। ভুলে যান মহারাজ।

কলানিধি। সে কি মন্ত্রি ভোলা যায়?
জীবন্ত সে আনন্দ-আধার
ধাত্রী কোল হতে ভোজবাজী সম
কেমনে হারায়ে গেল, কেহ দেখিল না!
কতদিন দেশে দেশে পথে পথে
করেছি ভ্রমণ, কোনখানে মিলিল না

শিশুর সন্ধান। জগতের যত আলো
সকলি নিভিয়া গেল।
চারিদিকে ঘন অন্ধকার;
কোটি কোটি দেবতার মাঝে
কেহ পারিল না মোর
অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাতে।

গীতকণ্ঠে ধর্মের প্রবেশ।

ধর্ম।—

গীত।

রজনী হয়েছে ভোর, খোল দোর, খোল দোর।
গেছে আঁধারের যত বাঁধ টুটিয়া,
উঠেছে আলোর ফুল ফুটিয়া,
গন্ধ কে নিবি আয় লুটিয়া, ঝেড়ে ফেল যত ঘুমঘোর।
পায়ে পায়ে শিঞ্জিনী বাজেরে,
ধরণী নবীন সাজে সাজেরে, আঙিনায় এল ঘুমচোর।

কলানিধি। কে তুমি?

ধর্ম। আমি ভবঘুরে, পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াই।

চিত্রসেন। আমাদের রাজকুমারের সন্ধান বলতে পার? ষোল বছর আগে অতি শৈশবে জগন্নাথক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে সে শিশু।

কলানিধি। বহু অনুসন্ধান করেও আমরা তাকে পাই নি। জান কি পৃথিবীর কোথায় আছে সে?

ধর্ম। যেখানেই সে থাক মহারাজ, আপনি যদি একটি কাজ করেন তাহলে আবার তাকে ফিরে পেতে পারেন।

কলানিধি। কি—কি সে কাজ?

ধর্ম। সত্যনারায়ণের পূজা। সে পূজায় সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি মথুরানগরে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি। এক দীন দরিদ্র অন্ধ ভিক্ষুক পর্ণকুটিরে বাস করত। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সে সত্যনারায়ণের পূজা করত। একদিন বিস্ময়ে সবাই চেয়ে দেখল,—পর্ণকুটির প্রাসাদে পরিণত হয়েছে, আর সেই অন্ধ চোখের দৃষ্টি ফিরে এসেছে।

কলানিধি। তুমি নিজে দেখেছ?

ধর্ম। দেখেছি রাজা। তাই জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য ঝুলি ভরে সত্যনারায়ণের বিগ্রহ নিয়ে দেশে দেশে ফিরছি। নাও রাজা, তুমিও একটি বিগ্রহ নাও, প্রতি পূর্ণিমায় পূজা দিও। [বিগ্রহ দান]

কলানিধি। তাহলে আমি হারানিধি ফিরে পাব?

ধর্ম। পাবে, নিশ্চয়ই পাবে, নইলে দেবতা মিথ্যা। জয় সত্য-নারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ। [প্রস্থান।

কলানিধি। চিত্রসেন, যাও, পূজার আয়োজন কর।

চিত্রসেন। কি আয়োজন করব মহারাজ? পূজার পদ্ধতি কিছুই ত জানা গেল না।

কলানিধি। তাইত, ওঁকে ডাক, ডাক,—

চিত্রসেন। ওহে, ওহে পরিব্রাজক, শুনছ?

[প্রস্থান।

কলানিধি। [বিগ্রহকে] তোমারই নাম সত্যনারায়ণ? কলির মানুষ তোমায় মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে, তাই কি তুমি সত্য-নারায়ণ নাম নিয়ে অভিনব রূপে নেমে এসেছ? ঠাকুর, আমি তোমার পূজো করব। আমার আর যা গেছে যাক, কিছুই ফিরে চাই না; শুধু আমার সেই আনন্দদুলালকে ফিরিয়ে দাও।

চিত্রসেনের প্রবেশ ।

চিত্রসেন। কোথাও তার দেখা পেলাম না মহারাজ। যাক আপনি আদেশ করুন—আমি এখনি মথুরা নগরে যাত্রা কচ্ছি। যে ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের পূজায় অভীষ্ট লাভ করেছেন তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে এখানে এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাব। আপনি মন্দির নির্মাণের আয়োজন করুন।

মার্কণ্ডের প্রবেশ ।

মার্কণ্ড। মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে। রাজকোষ হইতে স্বর্গগতা মহারাণীমাতার কণ্ঠহার অপহৃত হইয়াছে।

কলানিধি। কণ্ঠহার অপহৃত!

চিত্রসেন। সে যে বহুমূল্য কণ্ঠহার। একলক্ষ টাকা তার দাম।

কলানিধি। কবে কখন কোন চোর প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল।

মার্কণ্ড। আমরা কেহই চোরকে দর্শন করিতে পারি নাই। সে কোন ব্যক্তি তাহাও জানি না এবং কোন সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আমরা অবগত নহি।

চিত্রসেন। অবগত নও বললেই তো তুমি রেহাই পাবে না উড়িয়া-নন্দন। পুরীরক্ষার ভার তোমার উপর। গুণ্ডী মুখে দিয়ে তোমার ঘুমুলে ত চলবে না। স্বর্গগতা মহারাণীর প্রিয় আভরণ আমরা এমনি করে অপহৃত হতে দেব না।

কলানিধি। নগরপালকে সংবাদ দাও।

মার্কণ্ড। সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

কলানিধি। প্রাসাদে যত দাসদাসী আছে, সকলের কাছে অনুসন্ধান কর।

মার্কণ্ড। উহাও করা হইয়াছে।

চিত্রসেন। সবই করা হইয়াছে, কেবল পুরীরক্ষায় কর্তব্যটুকু করা হয় নাই। আমি মহারাজকে তখনই বলেছিলাম, পুরীরক্ষার ভার বহন কবা উড়িষ্যাবাসীর কর্ম নয়।

মার্কণ্ড। মহাশয়, উড়িষ্যাবাসী বলিয়া বৃথা বৃথা ব্যংগ করিবেন না। আমি আপনাদের ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি, পাণ্ডক্ষণ কমাইয়াছি।

কলানিধি। বেশ করেছ বাপু। নগরে ঘোষণা করে দাও, চোরকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে আশাতীত পুরস্কার দেব।

[প্রস্থান।

চিত্রসেন। আর ছ'মাসের মধ্যে যদি চোর না ধরা পড়ে, প্রাসাদের প্রত্যেক রক্ষীকে যমালয়ে যেতে হবে। [প্রস্থান।

মার্কণ্ড। [স্বগত] শড়া ছছুরা। সে কণ্ঠহার তস্কর চুরি করিলা, মুই কি করিবু? হে বাবা জগন্নাথ, এ কিমতি করিলা?

খাজাঞ্চির প্রবেশ।

খাজাঞ্চি। কি হে মার্কণ্ড,—হার পাইলা?

মার্কণ্ড। কোথায় পাইব? উহা তস্কর লইয়া গিয়াছে।

খাজাঞ্চি। তস্কর আইল ক্যাম্‌তে?

মার্কণ্ড। তুমি পশ্চাতের দ্বার বন্ধ কর নাই, সেই পথে তস্কর আগমন করিল।

খাজাঞ্চি। তোমার বাপের শ্রাদ্ধ করিল। আমি দোর বন্ধ করি নাই কে কইছে তোমারে? তুমি ব্যাটা নাকে ত্যাল্ দিয়া ঘুমাইয়া থাহিলে আমার দোষটা কি?

মার্কণ্ড। আমি সারারাত্রি ঘুমাই নাই, জাগিয়া বসিয়াছিলাম। কেন তুমি মিথ্যা বলিতেছ?

খাজাঞ্চি। মিথ্যা? মজাটা ট্যার পাইবা খনে। রাজা যদি বা ছাইরা দেয়, মন্ত্রীর হাতে ছারান পাইবা না। তুই ঠ্যাং চ্যাগাইয়া ফালা ফালা করব।

মার্কণ্ড। আরে আমি কি করিলাম?

খাজাঞ্চি। কথায় কুলাইব না। যাও, চোর বিচরাইয়া বাইর কর গিয়া। এ আর কিছু না, মহারাণীর গলার হার! তোমার মত একশো উরিয়ারে বেচলেও হারের দাম উঠব না।

মার্কণ্ড। উড়িয়া উড়িয়া করিও না বলিতেছি।

খাজাঞ্চি। হার না পাইলে উরিয়াকে ফারিয়া চিকিৎসা দিবে।

মার্কণ্ড। আর শড়া বঙালকে পূজা করিবে। ছচ্চুরা।

প্রস্থান।

খাজাঞ্চি। হালার বাই হালা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের প্রাসাদ—অলিন্দ।

চন্দ্রকলা গাহিতেছিল।

চন্দ্রকলা।—

গীত।

মোর জীবন-নদীর তীরে
তুমি কে গো, কে গো দাঁড়ালে নয়ন ভরিয়া নীরে?
আকাশ ছাপিয়া নামে ধূসর ছায়া,
জীবনের কূলে কূলে কিসের মায়া;
তুমি এস গো, এস গো মোর হৃদয়-নীড়ে।

কখন গেছে বাবার কাছে হিসেব-পত্র দেখতে, এখনও ফিরল না। এদিকে আমি যে হাঁ করে বসে আছি, খেয়ালই নেই। এই হাঁদারামকে নিয়ে যে কি করব আমি, তাই ভাবছি। এরাই বা কি রকম? ভাল দিন দেখে ঘুচিয়ে দাও না বাপু। সুন্দর দেখে আর কেউ লুফে নিলেই—ওরে বাবা, সে আমি সইতে পারব না।

শংখপতির প্রবেশ।

শংখপতি। চন্দ্রকলা!

চন্দ্রকলা। কেন?

শংখপতি। গলাটা কাঁপছে যে?

চন্দ্রকলা। কই না।

শংখপতি। ক'দিন থেকেই দেখছি, তোমার মন ভাল নেই। কেন বল দেখি? কেউ কিছু বলেছে?

চন্দ্রকলা। আজ্ঞে না; আপনি এখন যেতে পারেন।

শংখপতি। কিন্তু—

চন্দ্রকলা। [ভ্যাঙাইয়া] কিন্তু। কিন্তু আবার কি? বলছি আমার পেট কামড়াচ্ছে, সেই জন্যে চোখে সর্ষেফুল দেখছি। তবু 'কিন্তু'—

শংখপতি। আমি ত বলেছিলাম, কাঁচা আম খেয়ো না। তুমি যে কথাই শোন না।

চন্দ্রকলা। বেশ করব, শুনব না। তুমি কি আমার গুরুমশাই যে তোমার কথা শুনব?

শংখপতি। গুরুমশাই না হলেও আমি তোমার বয়সে বড়।

চন্দ্রকলা। কি আর বড়? মোটে সাত বছরের। তুমি যেদিন ন্যাটামাথা নিয়ে আমাদের ঘরে এলে, তার এক বছর পরেই আমি মার কোল আলো করেছি। তোমাকে যে দাদা বলি, সে আমার অনুগ্রহ।

শংখপতি। বেশ; এবার থেকে আমিই তোমায় দিদি বলব।

চন্দ্রকলা। সেও বড় বিশ্রী শোনাবে। তার চেয়ে দুজনেই দুজনকে "ওগো" বলে দেখা যা'ক, কি রকম লাগে। ওগো, শুনছ?

শংখপতি। কি পাগলের মত বকছ?

চন্দ্রকলা। পছন্দ হল না বুঝি? কি আর বলব? তুমি বয়সে বড়, নইলে বলতুম, তুমি একটি প্রকাণ্ড গাধা। বুঝলে?

শংখপতি। তা বুঝেছি; কিন্তু আমি কি ভাবছি জান?

চন্দ্রকলা। না প্রভু।

শংখপতি। ষোল বছর বয়স হল, এখনও তুমি ছেলেমানুষই রয়ে গেলে; এই চঞ্চলস্বভাব নিয়ে কি করে পরের ঘর করবে বল দেখি?

চন্দ্রকলা। পরের ঘর করব না; আমি নিজের ঘরই করব। হাঁ করে রইলে যে? বুঝতে পারলে না হাঁদারাম?

শংখপতি। আর বুঝে কাজ নেই। আমি যা বলতে এসেছি শোন।

চন্দ্রকলা। বল দয়াময়।

শংখপতি। আমি বাবার সংগে বাণিজ্যে যাচ্ছি; তোমার জন্য কি আনব বল।

চন্দ্রকলা। বাণিজ্যে যাচ্ছ? তুমি! ওসব হবে টবে না বলে দিচ্ছি। বাণিজ্যে যাচ্ছেন! আমি ঝগড়া করব কার সংগে? কে আমায় পড়া বলে দেবে? অসুখ হলে কে আমার মাথায় বাতাস করবে? হাই তুললে তুড়ি দেবে কে? সুধামুখী যখন দিনে দশবার যমের বাড়ী পাঠাবে, তখন কে আমায় ফিরিয়ে আনবে?

শংখপতি। আমি ত চিরকালের জন্য যাচ্ছি না। যাব আর আসব।

চন্দ্রকলা। এমন যাওয়া না গেলেই বা কি?

শংখপতি। ব্যবসা না শিখলে কি করে চলবে বল।

চন্দ্রকলা। কেন চলবে না? এই সব বাড়ীঘর ধনদৌলত সব কি আমি একা—অর্থাৎ—কি যে বলি?—বাবারই বা কি বুদ্ধি! নিজেও যাবেন, আবার সংগে করে এই হাঁদারামকেও নেওয়া চাই! ইনি ত হাত ধুয়ে বসে আছেন। বাপ বলেছেন, আর কি রক্ষে আছে?

শংখপতি। অত রেগে উঠলে কেন চন্দ্রকলা? কি চাই তোমার বল।

চন্দ্রকলা। ঘোড়ার ডিম চাই। পারবে আনতে? যাচ্ছি আমি

বাবার কাছে, তোমার বাণিজ্যে যাওয়া বার কচ্ছি। ছোটলোক কোথাকার।

[প্রস্থান।

শংখপতি। কি যে ও বলে, কিছুই বুঝতে পারি না; কি যে চায়, "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। হ্যাঁ বাবা শংখপতি, সত্যি তুমি বাণিজ্যে যাবে?

শংখপতি। তুমি অনুমতি দিলেই যেতে পারি মা।

লীলাবতী। কীই বা তোমার বয়স? এরই মধ্যে বাণিজ্যে যাবার কি প্রয়োজন তোমার?

শংখপতি। চিরদিনই কি তুমি আমায় ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখতে চাও? বৃহত্তর পৃথিবীর সংগে আমায় যে এখন পরিচয় করতে হবে মা। ব্যবসা-বাণিজ্য না শিখলে উদরান্নের সংস্থান করব কি করে?

লীলাবতী। কেন মানিক? এত ঐশ্বর্য আমার, এতেও কি তোমার মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান হবে না? আমরা কি এসব সংগে করে নিয়ে যাব?

শংখপতি। তুমি কি বলছ মা? চন্দ্রাকে বঞ্চিত করে তুমি আমাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে চাও নাকি? তা হয় না। তোমরা দিলেও আমি তা নেব না। তোমাদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। তোমাদের অফুরন্ত স্নেহে প্রাণভরে স্নান করেছি। এর বেশী আর আমি কিছু চাই'না মা।

লীলাবতী। তোমাকে বঞ্চিত করে সেও ত কিছু নেবে না বাবা।

শংখপতি। সে না নেয়, তার বিবাহের পর তার স্বামীকে আমি সব দিয়ে আসব।

লীলাবতী। একই কথা। আচ্ছা বাবা শংখপতি, তোমার জাতি গোত্র বাপ মা—কারও কথাই কি তোমার মনে নেই? ভেবে দেখ দেখি।

শংখপতি। ভাবতে পারি না মা। যখনই সে কথা ভাবতে যাই, একটা চক্র এসে সব ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়।

লীলাবতী। চক্র! কিসের চক্র?

শংখপতি। তা ত জানি না মা। তবে যে হাত সে চক্র ঘোরায়, সে হাতখানা আমি প্রায়ই দেখতে পাই। যখনই কোন অন্যায় কামনা মনে জেগে ওঠে, সে আমায় তর্জনী তুলে সাবধান করে; যদি কখনো বিপথে পা বাড়িয়ে দিই, সে আমায় টেনে ধরে। আবার মাঝে মাঝে সে আমার কাছে ভিক্ষা চায়। কি ভিক্ষা, আমি জানি না। কিন্তু সে হাতখানা যার, সে না জানি কত সুন্দর।

লীলাবতী। এমন কথা ত কখনও শুনি নি। হাত আছে, মানুষ নেই?

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। মানুষ সে নয় লীলাবতি। একদিন আমিও তাকে দেখেছি।

লীলাবতী। কে সে?

সদানন্দ। যাঁর প্রসাদে আমরা চন্দ্রকলাকে পেয়েছি, সেই সত্য-নারায়ণ।

লীলাবতী। চুপ চুপ। কি সর্বনেশে লোক তুমি। কত বার বলেছি না, ও নাম কখনও উচ্চারণ করো না? ঘোর অমংগল হবে।

সদানন্দ। কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুত ছিলাম, প্রতি পূর্ণিমায় তাঁর পূজো দেব।

লীলাবতী। ভুলে যাও। কে শুনেছে তোমার প্রতিশ্রুতি? আর শুনলেই বা কি? সন্ন্যাসী ঠাকুর আগে এসে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করেছেন, আবার কি?

শংখপতি। কিন্তু মা—

লীলাবতী। বড় সন্দিগ্ধ মন তোমাদের। সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না? ষোল বছর মেয়ের বয়স হল, এর মধ্যে কোন অমংগল ত হয় নি।

শংখপতি। কিন্তু যাঁর প্রসাদে চন্দ্রকলাকে পেয়েছ, তাঁর উপর একটা কৃতজ্ঞতাও ত থাকা উচিত।

লীলাবতী। কার প্রসাদে পেয়েছি বাবা? সন্ন্যাসীর দেওয়া মন্ত্রপূত কবচ এখনো আমার বাহুমূলে বাঁধা আছে।

সন্ন্যাসীর বেশে কলির প্রবেশ।

কলি। কবচ ফিরিয়ে দে বেটি।

লীলাবতী। এ কি! বাবাঠাকুর? কি হয়েছে বাবা? কেন তোমার দুচোখে আগুন জ্বলছে?

কলি। আমার মন্ত্রপূত কবচ ফিরিয়ে দে।

লীলাবতী। কেন বাবা? কেন?

কলি। কেন? এইমাত্র তোমাদের প্রাসাদে আবার অমংগল প্রবেশ করেছে। আমি মন্ত্রবলে যাকে বিতাড়িত করেছিলাম, তোমরা

তার জন্য আবার কোন রন্ধ্রপথ প্রস্তুত করেছ। নিশ্চয়ই তোমরা সেই অপদেবতার নাম উচ্চারণ করেছ।

লীলাবতী। ভুল হয়েছে ঠাকুর; আর আমরা কখনো এ অপরাধ করব না। দোহাই তোমার, তুমি অমংগল দূর কর।

কলি। পুনঃ পুনঃ তোমরা আমার আদেশ অমান্য করে অমংগল ডেকে আনবে, আর আমি ছুটে আসব সে অমংগল দূর করতে! জগতের কল্যাণসাধনের ভার যার উপর, তাকে অহরহঃ তোমাদেরই ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে চাও? তা হবে না—কবচ ফিরিয়ে দাও; এই মুহূর্তে আমি তোমাদের সবংশে ধ্বংশ করব।

লীলাবতী। দোহাই ঠাকুর; আমরা অবোধ অজ্ঞান,—

সদানন্দ। আমাদের অপরাধ নিও না সন্ন্যাসি। আর কখনও যদি সে নাম উচ্চারণ করি, তখন যে অভিশাপ দিতে হয়, আমাদের দিও।

কলি। উত্তম; এবারও আমি ক্ষমা করে যাচ্ছি। কিন্তু খুব সাবধান, পুনরায় এরূপ অপরাধ করলে আমি তোমাদের সর্বনাশ রোধ করতে পারব না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শংখপতি। একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।

কলি। এ যুবকটি কে?

সদানন্দ। আমাদের পুত্র।

কলি। পুত্র!

লীলাবতী। ও আমার কুড়িয়ে পাওয়া মানিক; পুত্রের চেয়েও ওর স্থান অনেক উপরে।

শংখপতি। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ঠাকুর।

কলি। বিচিত্র নয়। আমি পৃথিবীর সর্বত্রই পরিভ্রমণ করি।

শংখপতি। পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করতে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন ?

লীলাবতী। হ্যাঁ বাবা, প্রণাম কর।

সদানন্দ। এঁরই অসীম কৃপায় আমরা চন্দ্রাকে লাভ করেছি শংখপতি।

শংখপতি। তবে যে আপনি প্রসাদ ভক্ষণের কথা বলেছিলেন ?

সদানন্দ। ভুল বলেছিলাম বাবা।

লীলাবতী। তার আগেই ঠাকুর আমায় কবচ দিয়েছিলেন।

শংখপতি। আপনি কি করে জানলেন এ বাড়ীতে অমংগল প্রবেশ করেছে ?

কলি। আমার অজানা কিছুই নেই।

শংখপতি। আমার পরিচয় আপনি জানেন ?

কলি। ইচ্ছা করলেই জানতে পারি।

শংখপতি। কে আমার পিতামাতা ? কোথায় আমার জন্মভূমি ?

কলি। কেন সে কথা জানতে চাও যুবক ? আশৈশব যারা তোমাকে লালন পালন করেছে, তাদের চেয়ে জন্মদাতা কি এতই বড় ? যে গৃহে এতদিন স্বর্গসুখ ভোগ করেছ, জন্মভূমি কি তাঁর চেয়ে সুখের আগার ?

শংখপতি। না।

কলি। তবে কেন জানতে চাও বাপু ? জেনে তোমার কোন লাভ নেই, কিন্তু এদের সর্বনাশ। তুমি কি চাও এদের সর্বনাশ করতে ?

শংখপতি। না, কখনও না।

লীলাবতী। তবে আর সে পরিচয় জানতে চেও না গোপাল,

কোথা থেকে কে এসে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আমি তা সইতে পারব না।

সদানন্দ। পরিচয় থাক ঠাকুর; আমি শুধু জিজ্ঞাসা কচ্ছি এ কোন্ জাতি।

কলি। বৈশ্য জাতি।

সদানন্দ। প্রণাম কর বৎস, প্রণাম কর এই সিদ্ধপুরুষকে।

শংখপতি। কথায় কথায় এত যার ক্রোধ, তাকে সিদ্ধপুরুষ বলে আমি স্বীকার করি না। আর এত কোপনস্বভাব নিয়ে জগতের কল্যাণ করা যায় না সন্ন্যাসি।

সদানন্দ ও লীলাবতী। চুপ চুপ।

কলি। তুমি আমায় অসম্মান করছ নরাধম?

শংখপতি। আমার পিতামাতাকে যে অসম্মান করে, সে দেবাদি-দেব মহাদেব হলেও আমার মাথা তার পায়ে নত হবে না। সম্মান পেতে হলে সম্মান দিতেও হবে।

কলি। তোমার মাথা আমার পায়ে যদি না নোয়াতে পারি, তাহলে বৃথাই আমি জগদ্বরেণ্য সন্ন্যাসী।

[প্রস্থান।

লীলাবতী। কি করলি বোকা ছেলে, কাকে অবহেলা করলি?

শংখপতি। তোমাদের যে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে, আমি তাকেও এমনি করে দুপায়ে মাড়িয়ে যাব। চল বাবা, আজ পূর্ণিমা তিথি,—হাটে যাই চল; আজ ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করব, যাঁর দয়ায় তোমরা চন্দ্রাকে পেয়েছ।

সদানন্দ। চুপ কর বাবা। আমি আগে মরি, তারপর তুমি যা ইচ্ছে করো, আমি দেখতে আসব না।

লীলাবতী। মনে যাই থাক, ওকথা আর মুখে আনিসনে বাবা।

শংখপতি। বেশ, তাই হবে।

সদানন্দ। প্রস্তুত হও। আগামী কৃষ্ণা পঞ্চমীতেই আমরা বাণিজ্য-যাত্রা করব।

লীলাবতী। যাচ্ছ যাও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু মেয়েটি ষোলয় পা দিয়েছে, যাবার আগে তার বিয়ে দিয়ে যাও।

সদানন্দ। আমিও তাই ভাবছি। আর সাতদিন পরে বিবাহের শুভলগ্ন আছে; সেই লগ্নেই বিবাহ হোক। শংখপতি, আশা করি, তোমার কোন আপত্তি নেই।

শংখপতি। এ তোমরা কি বলছ? এ কি গরীবের মেয়ের বিয়ে যে কাকপক্ষী জানবে না, সাতপাক ঘুরিয়ে দিলেই হল! উৎসবের আয়োজন করতে হবে না? দশজন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করতে হবে না?

সদানন্দ। চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দাও। হাটে মাঠে ঘোষণা করে দাও; আয়োজন আপনিই হয়ে যাবে। সবই টাকার খেলা বাবা।

শংখপতি। কিন্তু পাত্র ত দেখা হয় নি। সাতদিনের মধ্যে পাত্র কোথায় পাব?

লীলাবতী। তুমি বাবা বৃথাই লেখাপড়া শিখেছ। পাত্র তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না? আমরা ত দিবানিশি দেখছি বাবা।

শংখপতি। মা কার কথা বলছেন বাবা?

সদানন্দ। কি জানি বাবা? ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি এসব—দুর্গা দুর্গা।

[প্রস্থান।

শংখপতি। কে পাত্র মা?

লীলাবতী। হ্যা রে বোকা ছেলে, এই সহজ বুদ্ধিটুকু তোমার নেই? জামাই খুঁজতে আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব? কেন? জামাই ত আমার ঘরে আপনিই এসে বসে আছে।

শংখপতি। বসে আছে? চন্দ্রার বর? কোথায় বসে আছে মা? কোন্ ঘরে?

লীলাবতী। এই ঘরে বাবা, এই ঘরে। চন্দ্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে এখন। বাবা বাবা, আমার মেয়ের যে বুদ্ধি আছে, জামাইয়ের সেটুকুও নেই।

[প্রস্থান।

শংখপতি। জামাই? কে জামাই? এরা ত বড় গোলমেলে কথা বলছে দেখছি। কি সর্বনাশ, পাত্র কি তাহলে আমি? [চিন্তা]

পশ্চাতে চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। তাইত দেখছি।

শংখপতি। [আপন মনে] কিন্তু আমি যে অজ্ঞাতকুলশীল!

চন্দ্রকলা। শীলনোড়ায় আমার দরকার কি? মনের মিল যখন রয়েছে—

শংখপতি। ভগবান,—

চন্দ্রকলা। কি?

শংখপতি। একি, তুমি কখন এলে?

চন্দ্রকলা। অনেকক্ষণ।

শংখপতি। কই, আমায় ডাক নি ত।

চন্দ্রকলা। না মশায়, তোমার প্যাঁচামুখখানি দেখে আমি বড় ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

শংখপতি। বড় বাচাল হয়েছ তুমি।

চন্দ্রকলা। আজ থেকেই কি শাসন আরম্ভ হবে প্রভু?

শংখপতি। তুমি জান সাতদিন পরে তোমার বিবাহ?

চন্দ্রকলা। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। আজ লগ্ন নেই?

শংখপতি। কার সংগে বিবাহ, তা জান?

চন্দ্রকলা। আপনার সংগে। [মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল]

শংখপতি। তুমি কবে জেনেছ?

চন্দ্রকলা। যেদিন তুমি আমায় কোলে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দোল দিয়েছিলে।

শংখপতি। কই, আমাকে ত একদিনও বল নি।

চন্দ্রকলা। মুখ দিয়ে বলি নি, চোখ দিয়ে বলেছি। তোমার মাথায় যে এমন বিশুদ্ধ ষাঁড়ের গোবর, তা ত জানতুম না। এক-মাত্র তুমি ছাড়া এ শুভসংবাদ দেশশুদ্ধ সবাই জানে।

শংখপতি। কিন্তু তুমি যে আমায় দাদা বলেছ।

চন্দ্রকলা। দাদা বলি নি, 'দা' বলেছি। এতদিন শংখদা বলেছি, এবার থেকে পতিদা বলব।

শংখপতি। চন্দ্রকলা!

চন্দ্রকলা। আজ্ঞে করুন।

শংখপতি। আমি দীন-দরিদ্র নিরাশ্রয়—

চন্দ্রকলা। অজ্ঞাত শীলনোড়া—

শংখপতি। আত্মীয় বন্ধুতে আমার কেউ নেই।

চন্দ্রকলা। স্বাহা!

শংখপতি। তোমাকে পত্নীরূপে পেলে আমি সুখী হব সত্য, কিন্তু তুমি কেমন করে সুখী হবে চন্দ্রা ?

চন্দ্রকলা। জোর-জার করে হতে হবে আর কি ? দেখি শ্রীচরণ দুখানা এগিয়ে দাও, ঝপ করে একটা প্রণাম করে ফেলি, কেউ দেখতে পেলে হৈ চৈ করবে। [প্রণাম]

সহসা সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। ও মা গো, কোথায় যাব গো ? হেই বাবা পোড়া-মহেশ্বর, এত সুখ আমার কপালে ছিল। আমার দিদির বিয়ে আমি দেখব ? বাবা, তোমায় কালো গরুর দুধ দিয়ে চান করাব বাবা।

চন্দ্রকলা। তুই আবার কোত্থেকে মরতে এলি ?

সুধামুখী। ও মা গো, কোথা যাব গো ? সেদিন ঝিনুকে করে দুধ খাইয়েছি, কেমন বউ সেজেছে দেখ। এই মিনসে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছিস রে ? মুখ ফেরা বলছি। বিয়ের আগেই দুচোখ দিয়ে চাটছে দেখ না।

শংখপতি। আচ্ছা দিদি, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুধামুখী। যাচ্ছিস কোথা ? দাঁড়া এই ডানপাশে।

চন্দ্রকলা। ছেড়ে দে না। কি কচ্ছিস ? ওই ওপর দিকে চেয়ে দেখ, বাবা মা দাঁড়িয়ে হাসছেন। ও সুধামুখি, ওরে তোর মাথা খাই—

সুধামুখী। চোপরাও বলছি। এই মিনসে, মুখ তোল। ভারী লজ্জা! হেই তোরা আয় গো। দেখবি আয়, আমার হরগৌরী কেমন সুন্দর মানিয়েছে।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

ফাগুন এল, ফাগুন এল, আজ সখি তোর ফুলবনে,
ফুলকুঁড়িদের ঘুম ভেঙেছে মৌমাছিদের গুঞ্জনে।
দখিন হাওয়া বাজায় বাঁশী,
দিকে দিকে শুধুই হাসি,
ধরণী আজ মাতাল হল মধুমাসের চুম্বনে।

[সকলে

তৃতীয় দৃশ্য।

আস্তিকের গৃহসম্মুখস্থ পথ।

নেপথ্যে কে বাঁশী বাজাইতেছিল ;
ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। ফের বাঁশী? খবরদার, আর বাঁশী বাজাবে নি বলে দিচ্ছি। বাবাঠাকুর সারারাত জেগে জেগে এই এট্টুখানি ঘুমিয়েছেক। বাঁশী শুনলেই ঘুম ভেঙে যাবেক। বুঝলে কি না? [পুনরায় বাঁশী বাজিল] আরে, শালা বাঁশীওলা কে গো? [পুনরায় বাঁশী বাজিল] কুথাখে বাজাচ্ছেক বল দি'নি? কখনো পেছনে, কখনো সুমুখে হাই আবার মাথার ওপরে পোঁ ধরেছেক, বুঝলে কি না? এই আমি গাঁতি মেরে বসলুম। ফের বাজালে ওর মাথা খাব, বুঝলে

কিনা। [পুনরায় বাঁশী বাজিল] তবে রে বাঁশীওলার কাঁথায় আগুন! [প্রস্থানোদ্যোগ]

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। ভজা,—

ভজহরি। এই যাঃ। তুমি আবার উঠে এলে কি জন্যে?

আস্তিক। কে বাঁশী বাজায় ভজা?

ভজহরি। যে ক্যান্ না বাজাক, তোমার কি?

আস্তিক। ওরে দেখ দেখ, সে এল বুঝি?

ভজহরি। কে এল?

আস্তিক। সত্যনারায়ণ।

ভজহরি। হাত্তোর গুষ্টির মাথা! মুনিষ্যিটা হাউড় হল নাকি, কও দি? সবে রাত্তির ভোর হয়েছেক, আর তোমার পাগলামি সুরু হল? হাই বাবাঠাকুর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো,—অমন করো নি বাবাঠাকুর। কি দুঃখু তোমার? কুঁড়েঘর কোঠাবাড়ী হইছে, ট্যাকা-পয়সা সোনাদানা খাবারদাবার কত খাবে খাও, কত ছড়াবে ছড়াও ক্যান্ না? নিত্যি সত্যনারায়ণের ভোগ দাও, গেরামশুদ্ধ নোকে পেসাদ পাক; মোদ্দা পাগলামিটে করো নি।

আস্তিক। ওরে না রে, ওরে না; সে এসেছে, আমায় দেখা দিতে এসেছে। ওই ডাকে,—ওই বাঁশী বাজে! আমি যাব; ওরে, পথ ছাড়, আমি যাব। মিথ্যা ঐশ্বর্য দিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখবে নিষ্ঠুর? আমি ভুলব না। চাই না আমি ঐশ্বর্য,—আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে চাই। [দৌড়াইতে গিয়া পতন]

ভজহরি। ও মা ঠাকরাণ, ও মা ঠাকরাণ,—

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। কি বাবা ভজহরি?

ভজহরি। তুমি মর ক্যান্ না? মুনিষ্যিটা এমনি করে বেঘোরে মারা যাবেক? বেঁইধে রাখতে পার না? সেই থেকে বলছি, এট্টুখানি বিষ্টুতেল মাথায় ঢেইলে জল দে' চাপড়ে দাও, মাথা গরম হইচে; তা তুমি শুনবেক নি। হাত্তোর মেয়েমানুষির নিকুচি করেছেক।

পদ্মা। যাও ভজহরি, তোমার কাজে যাও বাবা।

ভজহরি। তা যাচ্ছি, আসবার সোমায একবার তারিণী কবরেজের ঠেঙে বিষ্টুতেল নিয়ে আসব। কি বল?

পদ্মা। বিষ্ণুতেল লাগবে না বাবা।

ভজহরি। তবে মর, আমার আর কি? ভাল কথা বললে গেরায্যি হয় না। তা তোমার রাঁড়ী হওযার ইচ্ছে হয়েছে হও, আমার কি? আর সে সত্যনারায়ণেরই বা কি আক্কেল! বলছেক, দেখা দাও; দে না বাপু দেখাটা। হাত্তোর সত্যনারায়ণের গুষ্টির পিণ্ডি। [প্রস্থান।

পদ্মা। ওঠ ঠাকুর, কেন পথের ধুলোয় পড়ে আছ?

আস্তিক। পদ্মা, বাঁশী বাজিয়ে কে আমায় ডাকলে পদ্মা!

পদ্মা। কেউ ডাকে নি এস, ঘরে এস।

আস্তিক। না না, ঘরে যাব না পদ্মা। ঠাকুর আমায় ঐশ্বর্য দিয়ে ভোলাতে চায়। আমি ত ঐশ্বর্য চাই নি, কেন আমার সামনে এ প্রলোভনের ডালি তুলে ধরলে? কেন? কেন? কি করেছি আমি?

পদ্মা। ও কথা বলতে নেই। তাঁর দেওয়া দারিদ্র্যের বোঝা তুমি মুখ বুজে বহন করেছ, আজ তাঁরই দেওয়া ঐশ্বর্যের ভার বহন করবে না? ঐশ্বর্য আছে বলেই ত কত অন্নবস্ত্রহীন কত অন্ধ খঞ্জ আতুরকে দুহাতে সাহায্য করতে পাচ্ছ। এও ত তাঁরই পূজা।

আস্তিক। ষোল বছর ধরে সত্যনারায়ণকে পূজো কচ্ছি, তবু ত তাঁর দয়া হল না। কি হবে এ জীবনে, যদি তাঁর দেখা না পাই?

পদ্মা। হ্যাঁ গা, মন্দিরে যাকে প্রতিষ্ঠা করেছ, জীবন্ত ঠাকুর কি তার চেয়ে সুন্দর?

আস্তিক। এ যে কথা কয় না।

পদ্মা। কে বললে কথা কয় না? চোখের দৃষ্টি দিয়ে কত কথা সে কয়, তুমি কি শোন নি? আমি ত রোজ শুনতে পাই। ছেলেটার কথা মনে করে আজ কেবলি চোখে জল আসছিল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম,—"ভয় কি মা? তোর ছেলে আবার আসবে।"

আস্তিক। যমালয় থেকে কে কবে ফিরে এসেছে পদ্মা, তাই সে আসবে?

পদ্মা। নিশ্চয় আসবে।

আস্তিক। আর তার কথা মনে করো না পদ্মা। গেছে যাক, যার পিতামাতার পরিচয় জানা নেই, বেঁচে থেকেই বা তার কি লাভ হত? মৃতপুত্রের শোকে তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলে, তাই প্রভু জগন্নাথ সে শিশুকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, আজ তুমি তাঁকেই ভালবেসেছ, তাই সে মাটির পুতুল ভেঙে ফেলেছেন।

পদ্মা। যে ফিরে গেল, সে ত আর এল না।

আস্তিক। না আসাই ভাল। এলে হয়ত ছেলে দেখতে চাইবে,

আমি দেখাতে পারব না। ছেলেটা না খেয়ে মরে গেল পদ্মা। আজ যদি থাকত—

পদ্মা। আসবে, আসবে, সে নিশ্চয়ই আসবে। এস,—ঘরে এস। দেখ, ওই শুকনো গাছে একটা আম পেকেছিল, আমি নিয়ে এসেছি। যাও দেখি, এখনি ঠাকুরকে দিয়ে এস। [আম্র প্রদান]

আস্তিক। না পদ্মা। ঠাকুর নিজে খেতে না চাইলে আর আমি তাকে ভোগ দেব না।

পদ্মা। এখনও ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চাও? তাঁর কোলে বসেও তাকে চিনতে পাচ্ছ না স্বামি? আচ্ছা, তুমি এস,—আমি বলছি আজ ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমার কাছে খেতে চাইবেন; তুমি যেন শুনতে ভুল করো না।

[প্রস্থান।

আস্তিক। ঠাকুর, এস ঠাকুর, একবার আমার তৃষিত নয়নের সম্মুখে এসে দাঁড়াও সত্যনারায়ণ! আমায় কৃতার্থ কর।

গীতকণ্ঠে কাঙালের প্রবেশ।

কাঙাল।— গীত।

হায়, ক্ষুধায় জ্বলে যাই।
যার কাছে যাই, শুধুই কহে, দূর হ, কিছুই নাই।
ভুব ভরা শস্য কত, বৃক্ষ ফলভারে নত,
দুঃখীর তরে আছে কিরে শুধু চুলোর ছাই?
ওগো মরণ শেষের শরণ, তুমিই দিও ঠাঁই।

কাঙাল। বাবা, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হক। কিছু খেতে দাও বাবা। ক্ষিধের পেট জ্বলে যাচ্ছে।

আস্তিক। যাও ভিক্ষুক, ওই দীঘির পারে অতিথিশালা আছে, ওখানে গেলেই আহার্য পাবে।

কাঙাল। তোমার অতিথিশালা! এই বাড়ীঘর সব তোমার? এত বড়লোক তুমি!

আস্তিক। অতিথিশালায় যাও ভিক্ষুক।

কাঙাল। তোমার হাতে ও কি? আম? অকালের আম? বা-বা-বা,—কি পাকা পেকেছে। ওই আমটাই আমায় দাও বাবা, আর কিচ্ছু চাই নে।

আস্তিক। আমায় ক্ষমা কর ভিক্ষুক। তুমি আর যা চাও, তাই আমি দেব। শুধু এই আমটি চেয়ো না। এ আমি ঠাকুরের ভোগের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

কাঙাল। ঠাকুরের ভোগ কাল দিও।

আস্তিক। তুমি জান না, কত আকাঙ্ক্ষার ফলে অকালে এই একটিমাত্র দুর্লভ জিনিস মিলেছে।

কাঙাল। কি ঠাকুর তোমার?

আস্তিক। সত্যনারায়ণ।

কাঙাল। পাথরের ঠাকুর ত? সে ত আর খাবে না। তার বদলে আমিই খাই, দাও।

আস্তিক। দোহাই তোমার, তুমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে যাও, কিন্তু—

কাঙাল। ঐশ্বর্য খেয়ে কি পেট ভরে গা? উঃ, পেট জ্বলে গেল। দিলে না,—মানুষের চেয়ে পাথর বড় হল! তাই ভাল, তাই ভাল। উঃ—   [প্রস্থান।

আস্তিক। ভিক্ষুক, ভিক্ষুক,—শোন, না—এ ঠাকুরের ভোগের

জিনিষ, এ আমি কাউকে দিতে পারব না। একি? আম? অ্যাঁ, এ যে পাথর হয়ে গেল!

পদ্মার পুনঃ প্রবেশ।

পদ্মা। কে গেল? ওগো, কে চলে গেল? পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে কেন?

আস্তিক। সে এসেছিল পদ্মা, সে এসেছিল।

পদ্মা। কে?

আস্তিক। ঠাকুর সত্যনারায়ণ। কাঙালের বেশে এসে আমার কাছে আম খেতে চেয়েছিল।

পদ্মা। তুমি দিয়েছ ত?

আস্তিক। না—না, ফিরিয়ে দিয়েছি।

পদ্মা। ফিরিয়ে দিয়েছ! এতদিন যার ধ্যান করেছ, তাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলে না। তোমার ছেলে যদি আজ ফিরে আসে, তাকেও কি এমন করে ফিরিয়ে দেবে?

আস্তিক। কেন সে কাঙালের বেশে এল?

পদ্মা। যে বেশেই আসুক, আপন বলে যাকে ভাল বাসা যায়, তার রূপ কি ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে? নির্বোধ রমণী আমি, কি আর বলব তোমায়? তুমি তাকে দেবতা বলে ভক্তি করেছ, আপন জন বলে 'ভালবাসতে' পার নি। তা যদি বাসতে, কুকুরের রূপ ধরে এলেও সে তোমার চোখ দুটোকে ফাঁকি দিতে পারত না।

আস্তিক। ঠিক বলেছ পদ্মা। আমার এতদিনের পূজার্চনা সবই ভণ্ডামি। এ পাপ দেহ গংগার জলে বিসর্জন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ,— [প্রস্থান।

পদ্মা। পুরুষের চোখে ধুলো দিয়ে পালালে ঠাকুর। কিন্তু আমি নারী হলেও আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে যেতে পারতে না।

[প্রস্থান।

তীর্থংকরের প্রবেশ।

তীর্থংকর। নাঃ, আর পূজো করব না। ভাবলুম, চোক কান বুজে চুপি চুপি পূজো করলে যদি কুঁড়ে ঘব কোঠাবাড়ী হয়ে যায় ত হক না। বাজার থেকে সত্যনারায়ণের পুতুল চুরি করে এনে আজ পাঁচ বছর সিন্নি দিচ্ছি মশায়? এ্যাদ্দিনে দোতলা ছেড়ে সাততলা বাড়ী হতে পারত। কিছুই দিলে না শালা সত্যনারায়ণ। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি খড়ের চাল খড়েরই আছে! আর এই নাস্তিক ব্যাটার বরাত দেখ। দুহাতে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে, তবু ফুরুচ্ছে না।

চিত্রসেনের প্রবেশ।

চিত্রসেন। প্রণাম ঠাকুরমশায়।

তীর্থংকর। [স্বগত] সর্বনাশ হক। ব্যাটা যখন কিছু দিলেই না, পাঁচ বছর সিন্নি খেয়েও কোন দিক দিয়ে একটু উপকার করলে না, আজ ওকে আগুন দিয়ে পোড়াব।

চিত্রসেন। ঠাকুর, আপনি বলতে পারেন, আস্তিক ঠাকুরের কোন্ বাড়ী?

তীর্থংকর। কেন? নাস্তিক ঠাকুরকে কেন?

চিত্রসেন। নাস্তিক নয়, আস্তিক।

তীর্থংকর। দরকারটা কি তোমার? আসছ কোথা থেকে?

চিত্রসেন। বংগদেশ থেকে আসছি। আমি দক্ষিণ পাটনের রাজা কলানিধিব মন্ত্রী।

তীর্থংকব। মন্ত্রী? বাজমন্ত্রী? বেন? কেন? এখানে কি মনে করে?

চিত্রসেন। মহাবাজেব আদেশে আমি আস্তিক ঠাকুবকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তীর্থংকব। কেন? শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ আছে নাকি?

চিত্রসেন। শ্রাদ্ধ নয় ঠাকুব। মহাবাজ সত্যনাবায়ণেব প্রতিষ্ঠা কবেন। শুনেছি, সত্যনাবায়ণেব পূজায় সিদ্ধি লাভ কবেছেন এক-মাত্র আস্তিক ঠাকুব। তাই তাঁকে আমি নিযে যাব।

তীর্থংকব। তাইত,—তুমি কি একাই এসেছ?

চিত্রসেন। না, আমার সংগে বহু উপঢৌকন নিযে দশজন অমাত্য এসেছেন। তিনি গৃহে আছেন ত?

তীর্থংকব। তা আছেন। তবে যাওয়ার কথা—

চিত্রসেন। কেন, কেন? আমবা তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাব, আবাব নিজেই আমি বেখে যাব। আপনি তাঁব বাড়ীটা দেখিয়ে দিন। ঠাকুবের জন্য যে সোনাব হাতী এনেছি, বহু দস্যুব দৃষ্টি তার উপর পড়েছে।

তীর্থংকব। [স্বগত] সোনাব হাতী! ওরে শালা একচোখো সত্যনারায়ণ,—না, ছাড়া হবে না। এ দাঁও আমায় মারতেই হবে।

চিত্রসেন। বলুন, কোথায় আস্তিক ঠাকুরের বাড়ী।

তীর্থংকর। ওই কুঁড়েঘর।

চিত্রসেন। তবে যে শুনেছি, সত্যনারায়ণের কৃপায় তাঁর কুঁড়েঘর প্রাসাদ হয়েছে?

তীর্থংকর। সত্য। ওই দেখ সেই প্রাসাদ। কিন্তু ও প্রাসাদে আমার জ্ঞাতিরা থাকে। আমি নিজে থাকি পর্ণকুটিরে।

চিত্রসেন। আপনি—আপনি—

তীর্থংকর। আমিই আস্তিক বৎস।

চিত্রসেন। আপনিই সত্যনারায়ণের বিখ্যাত পূজারী পরম সিদ্ধ-পুরুষ মহাত্মা আস্তিক?

তীর্থংকর। আমি সত্যনারায়ণের অতি দীন অক্ষম পূজারী। আমাকে এত প্রশংসা করলে আমি যে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাই বাবা।

চিত্রসেন। প্রভু, অনুমতি করুন—সামান্য কিছু উপঢৌকন এনেছি, আপনার পবিত্র গৃহে রক্ষা করি।

তীর্থংকর। কেন এসব এনেছ তোমরা? যত আমি ঐশ্বর্য এড়াতে চাই, ততই কি চারিদিক থেকে ঐশ্বর্য এসে আমায় ভুলিয়ে দিতে চায়? [পুতুল বাহির করিয়া] একি পরীক্ষা তোমার সত্য-নারায়ণ? আমি তোমাকেই শুধু চাই, আর কিছুই চাই না। কি বলছ? ভক্তির দান নিতেই হবে? [দীর্ঘনিশ্বাস] বেশ, তাই হক। কিন্তু যা করবে, নিঃশব্দে করো বাপু, কেউ যেন না জানতে পায়। কোলাহলে ধ্যানের ব্যাঘাত হয়।

চিত্রসেন। বলুন ঠাকুর, মহারাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ত?

তীর্থংকর। সত্যনারায়ণের অনুমতি হলেই যেতে পারি বৎস। যাবে ঠাকুর, দক্ষিণ পাটনে যাবে তুমি? রাজা কলানিধি তোমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন। পাগলের কথা শুনেছ মন্ত্রি? বলে, পূজার দক্ষিণা কি দেবে?

চিত্রসেন। দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

তীর্থংকর। ছি-ছি-ছি, এত লোভ তোমার ঠাকুর? যজমানের দক্ষিণা যাচাই কচ্ছ? তোমার জন্যে আমি লজ্জায় মরে যাই। কি বলছ? আজই যাত্রা করা চাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। শোন মন্ত্রি, কাকপক্ষী যদি জানতে পারে আমাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, তাহলে তোমাদের কারও কাঁধে মাথা থাকবে না। আজই রাত্রে নিঃশব্দে আমরা যাত্রা করব।

চিত্রসেন। বেশ, তাই হবে। আমি ধন্য যে আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি।

তীর্থংকর। আবার প্রশংসা মন্ত্রি? না—না, আমি নিতান্তই অধম। ঠাকুর কি বলছেন জান?

চিত্রসেন। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, ঠাকুর কি আপনার সংগে কথা কন?

তীর্থংকর। শুধু কথা? দুষ্টু ঠাকুর দিবারাত্রি আমার সংগে কলহ করেন।

চিত্রসেন। কলহ করেন!

তীর্থংকর। শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে প্রহার করেন পর্যন্ত। এই দেখ, পিঠে এখনও কালশিরে পড়ে আছে। না—না—না, আমি বলব না। আমি কিছু জানি না। সব ঠাকুর জানেন, সব ঠাকুর জানেন।

[প্রস্থান।

চিত্রসেন। সিদ্ধপুরুষই বটে। বাবা সত্যনারায়ণ, মহারাজের বাসনা পূর্ণ কর ঠাকুর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দক্ষিণ পাটন—নদীতীর।

মার্কণ্ড ও খাজাঞ্চির প্রবেশ।

খাজাঞ্চি। মন্ত্রী আইছে দেখছ?

মার্কণ্ড। হাঁ, দেখিয়াছি।

খাজাঞ্চি। হুকুমটা মনে আছে? ছ মাসেব মধ্যে যদি হার না পাওয়া যায়, রক্ষীর গুষ্ঠি যমালয়ে পাঠাইব। ছ মাসের আর বাকী কদিন?

মার্কণ্ড। একদিন।

খাজাঞ্চি। তবে আর কি? বাসায় যাও, উইরাণীরে লইয়া জন্মের খাওয়া খাইয়া লও গিয়া। কাইল ব্যাহানেই তোমারে ফালা দিব।

মার্কণ্ড। কি তুমি ফালা ফালা কর? আমি একাকী মরিব কেন? আমাব সহিত তোমাকেও মরিতে হইবে।

খাজাঞ্চি। ঠ্যালা বোঝবা'খনে, ওই কোত্তালের পো দড়ি হাতে তোমারে খোঁজবার লাগছে।

মার্কণ্ড। আমাকে নহে, তোমাকে।

খাজাঞ্চি। উড়িষ্যার থনে এহানে মরতে আইছিলা ক্যান? নিজের হাশে বেগুনী ফুলুরি ভাইজ্যা খাইবার পার নাই? পুররক্ষী হইছে ব্যাটা। কুত্তামেকুর সামলাইবার পারে না, পুরী সামলাইব? এ ত আর তোমার ডাইলপুরী না, এ রাজপুরী। বোঝছ,নি?

মার্কণ্ড। বুঝিছ শড়া বঙাল।

খাজাঞ্চি। আবার বাঙাল বাঙাল করবি ত পিডাইয়া সিধা করুম।

মার্কণ্ড। তুমি কেন সর্বদা আমাকে উড়িয়া উড়িয়া বলিবে?

খাজাঞ্চি। আরে ম্যাড়া, কথা না বারাইয়া ওই সদাগরের নাও তালাস কর গিয়া। চোরাই মাল মিললেও মিলতে পারে।

মার্কণ্ড। তুমি যাও না। ও সদানন্দ সাধুর তরণী, আমি উহাতে হাত দিতে পারিব না।

খাজাঞ্চি। ক্যান্? পীর নাকি?

মার্কণ্ড। আরে না না, সাধু সদানন্দ প্রকৃতই সাধু অছি।

খাজাঞ্চি। তোমার বোনের ভাতার অছি। কত সাধু দেহল্লাম, টাকার বেলা সব সমান। চুরি করার ফাঁক পাইলে কোন ব্যাডা ছারে না।

মার্কণ্ড। সদানন্দ সাধু চুরি করিবে কিরূপে? চুরি হইল ছয়মাস পূর্বে, আর সাধু আসিল মাত্র তিনমাস পূর্বে। কি প্রকারে মহারাণীর কণ্ঠহার উহার পক্ষে চুরি করা সম্ভব?

খাজাঞ্চি। উড়িয়ার মাথায় তা'হা ঢুকিবে না।

মার্কণ্ড। পুনরায় উড়িয়া বলিবে? মারি কিরি পক্কাই দিব।

খাজাঞ্চি। তোকে ফাড়ি কিরি অক্কাই দিব।

মার্কণ্ড। শড়া বদমাইস।

খাজাঞ্চি। ব্যাটা পোরাকপাইল্যা।

নগরপালের প্রবেশ।

নগরপাল। এই যে, পুররক্ষী আর খাজাঞ্চি দুজনেই এখানে দেখছি। আমি এতক্ষণ তোমাদেরই সন্ধান কচ্ছিলাম। চলে এস আমার সংগে।

মার্কণ্ড। কোথায় যাইতে হইবে?

নগরপাল। মন্ত্রিমশায়ের কাছে।

খাজাঞ্চি। ক্যান্?

মার্কণ্ড। মনে নেই, মহারাণীর অপহৃত কণ্ঠহার ছমাসের মধ্যে না উদ্ধার করতে পারলে তোমাদের কাঁধে মাথা থাকবে না?

খাজাঞ্চি। লইয়া যাও ব্যাটা উরিয়ারে, পিঠমোরা কইরা বাইন্ধা লইয়া যাও। ব্যাটার বড় ত্যাল অইছে বাঙলা ছ্যাশের ভাত খাইয়া। মশায়, আমারে ক্ষয় শরা! ব্যাটারে শূলে চরাও।

মার্কণ্ড। শূলে আমি চড়িব না তুমি চড়িবে? মহারাণীর কণ্ঠহার কাহার জিম্বায় ছিল? তুমি দুয়ার খুলিয়া পানওয়ালীর গৃহে কি করিতে গিয়েছিলে?

খাজাঞ্চি। মিথ্যুক কোথাকার।

মার্কণ্ড। শড়া আপনি তস্কর অছি।

খাজাঞ্চি। ব্যাডারে কইন্যাইয়া দিমু না কি?

নগরপাল। থামো। আমি তোমাদের বাচালতা শুনতে আসি নি। চলে এস আমার সঙ্গে।

খাজাঞ্চি। যাও না।

মার্কণ্ড। তুমি যাও না।

খাজাঞ্চি। আমি যামু ক্যান্?

নগরপাল। দুজনকেই যেতে হবে।

খাজাঞ্চি। আমি ত রক্ষী নয়, আমি খাজাঞ্চি।

নগরপাল। তোমার গর্দ্দানটাই আগে যাবে।

খাজাঞ্চি। হায় রে, আমি কমুনে যামু? ও ভাই নগরপাল, তুমি এই উরিয়ারে নিয়া আমারে ক্ষ্যামা দিয়া যাও। ঘরে আমার

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, আর পাঁচ বছরের পোলা। আমি গেলে ব্যাবাক মরব। সব দোষ এই উরিয়া পোরাকপাইল্যার।

মার্কণ্ড। হে প্রভু জগরনাথ,—

নগরপাল। বৃথাই জগন্নাথকে ডাকছ পুররক্ষি। ওই সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মন্ত্রীর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে তেত্রিশ কোটি দেবতারও আর সাধ্য নেই।

খাজাঞ্চি। তেত্রিশ কোটি দ্যাবতা ছাড়া আর একজন নতুন দ্যাবতা হইছে না? কি নাম তার? সত্য—সত্য—

মার্কণ্ড। সত্যনারায়ণ।

খাজাঞ্চি। হ হ। ডাক, তারেই ডাক। হে বাবা সত্যনারায়ণ, বিপদে উদ্ধার কর ঠাকুর, তোমারে ঘটা কইর‍্যা সিন্নি দিমু।

মার্কণ্ড। হে বাবা সত্যনারায়ণ, হে বাবা সত্যনারায়ণ,—

নগরপাল। এই ফাঁড়িদার,—

ফাঁড়িদারদ্বয়ের প্রবেশ।

ফাঁড়িদারদ্বয়। হুজুর!

নগরপাল। বাঁধো ব্যাটাদের।

মার্কণ্ড। হে বাবা সত্যনারায়ণ, মুই নির্দোষী আছি।

খাজাঞ্চি। হে সত্যনারায়ণ, ঘটা কইরা পুজা দিমু, জোরা উরিয়া বলি দিমু, ক্ষ্যামা দাও বাবা।

১ম ফাঁড়িদার। এই বেয়াদপ, কাঁহে ঝামিল করতা?

খাজাঞ্চি। তুমি বোঝবা ক্যাম্‌তে? চুরি করল উরিয়ার পো, আর আমার যায় গর্দান! হালারে আমি—

২য় ফাঁড়িদার। চোপরাও উল্লুক।

খাজাঞ্চি। চোপরাও মেড়ুয়াকা পুৎ, উল্লুক কারে কও হালা? আমি নৈকষ্য কুলীনের পোলা, ফিন্ গাইল্ দেনে সে কপালমে গইন্যা গইন্যা একশো পিছা মারেঙ্গে।

নগরপাল। নিয়ে যাও। [ফাঁড়িদারদ্বয়সহ মার্কণ্ড ও খাজাঞ্চির প্রস্থান] কি আশ্চর্য! সিন্দুক তালাবন্ধ অথচ ভেতরে হার নেই! নগরের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করেছি, কোথাও অপহৃত দ্রব্যের চিহ্নও নেই।

ব্রাহ্মণবেশী কলির প্রবেশ।

কলি। দূর দূর, এ দেশে আবার মানুষ থাকে? আজই আমি চলে যাব। ছি-ছি-ছি, এরা ভেবেছে কি?

নগরপাল। কি হয়েছে ঠাকুর?

কলি। দেখ ত মশায়, আমি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, জীবনে কখনো অর্থের ফাঁদে পা দিই নি, আমাকে প্রলোভন দেখায়!

নগরপাল। কে?

কলি। আবার কে? ওই সদানন্দ সাধুর জামাই। ব্যাটা ভেবেছে কি? সংসারে কি সবাই সমান? এমন লোকও আছে, যে অর্থকে বিষ্ঠা মনে করে।

নগরপাল। আছে বই কি।

কলি। তবে সে আমায় প্রলোভন দেখায় কোন সাহসে, সেই কথাটা বল। মহারাজকে যদি বলি, তিনি এর বিচার করবেন কিনা?

নগরপাল। নিশ্চয়ই করবেন। কি প্রলোভন দেখিয়েছে ঠাকুর?

কলি। মশায়, একছড়া হার আমাকে দেখিয়ে বলে কিনা, কিনবেন? এর দাম লক্ষ টাকা, আমি একশো টাকায় দিতে পারি।

নগরপাল। কি হার, যার দাম লক্ষ টাকা?

কলি। কি করে জানব মশায়? আমি কি অমন জিনিষ কখনও চোখে দেখেছি? ছেলেটা নিজেই বললে,—ময়ূরকণ্ঠী না কি কণ্ঠী নাম।

নগরপাল। ময়ূরকণ্ঠী! লক্ষ টাকা দাম!

কলি। একশো টাকায় ছাড়তে চায়! তাহলে বোঝ, এ চোরাই মাল না হয়ে যায়?

নগরপাল। কোথায় সে বণিকের জামাই? আমায় দেখিয়ে দিতে পারেন?

কলি। ওই যে শ্বশুর জামাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তবে আমার কথা যদি শোন, কিনো না ও হার। এ নিশ্চয়ই চোরাই মাল, কোন রাজারাজড়ার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে। সাবধান।

[প্রস্থান।

নগরপাল। তবে কি মহারাণীর কণ্ঠহার? এই ফাঁড়িদার, ছুটে এস, ছুটে এস।

[প্রস্থান।

পত্র পড়িতে পড়িতে শংখপতির প্রবেশ।

শংখপতি। কি আশ্চর্য, এ যে চন্দ্রকলার হস্তাক্ষর দেখছি। কি লিখেছে? "প্রিয়তম, কবে তুমি আসবে, এই আশায় পথের পানে চেয়ে আছি। বাবাকে বলে শীগগির করে ফিরে এস। আর এখন বাণিজ্যে কাজ নেই। বাণিজ্য করে যে সম্পদ তুমি লাভ করবে, তার চেয়ে বড় সম্পদ আমি তোমার কোলে তুলে দেবার

জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। ইতি—হবুখোকার মা।" কি রকম হল? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। লেখাটা ত চন্দ্রকলার। কিন্তু নাম দিয়েছে হবুখোকার মা। হবুখোকা কার নাম, তা ত জানি নে। ফকির সাহেব, ও ফকির—

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। কে?

শংখপতি। ফকির সাহেব। বহুদিন পরে হঠাৎ তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু সব কথা ত জিজ্ঞাসা করা হল না। দু-একটা কথা বলেই চলে গেলেন এই চিঠিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে। ফকির সাহেব, ও ফকির সাহেব,—

সদানন্দ। কার চিঠি? কোথা থেকে এল?

শংখপতি। বোধহয় বাড়ী থেকে এসেছে।

সদানন্দ। তা কি করে হবে? আমরা এখানে এসেছি, কেউ ত জানে না।

শংখপতি। ফকির সব জানেন বাবা। তাঁর অজানা কিছুই নেই।

সদানন্দ। কে লিখেছে চিঠি?

শংখপতি। তাও ত বুঝতে পাচ্ছি না। হাতের লেখাটা চন্দ্র-কলার, কিন্তু নামটা ত তার নয়।

সদানন্দ। তাহলে তোমার মা লিখেছেন বোধহয়। কি লিখেছে, পড় ত শুনি।

শংখপতি। "বাবাকে ব'লে শীগগির করে ফিরে এস। বাণিজ্য করে যে সম্পদ তুমি লাভ করবে, তার চেয়ে বড় সম্পদ আমি তোমার কোলে তুলে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

সদানন্দ। থাক—থাক, আর পড়তে হবে না। চিঠি চন্দ্রকলাই লিখেছে।

শংখপতি। কিন্তু নামটা যে লিখেছে—হবুখোকার মা।

সদানন্দ। ঠিকই লিখেছে বাপু। তুমি যাত্রার আয়োজন কর। কাল প্রত্যুষেই আমরা যাত্রা করব। চল, আর বিলম্ব করো না, যেখানে যা পাওনা আছে, আজই আদায় করে নিতে হবে।

শংখপতি। এত শীঘ্র চলে যাব? এখানে বাণিজ্য খুব ভালই হচ্ছিল। মহারাজ কলানিধি আমাদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছেন। আর একমাস পরে গেলে হয় না?

সদানন্দ। না বাবা, আর একদিনও নয়। অর্থ ত সারাজীবনই উপার্জন করেছি। পারি, আবার আসব। মহারাজ ত আমাদের বার বছরের জন্যই অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। বুঝলে শংখপতি, সোনারূপোর চেয়ে নাতীর মুখ অনেক সুন্দর।

শংখপতি। নাতী! কার নাতী?

সদানন্দ। আমার রে বাবা। মাথায় কিছু নেই তোমার। চন্দ্রকলার ছেলে হবে।

শংখপতি। [স্বগত] ছেলে হবে! তাই বুঝি! [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে—তাহলে—অর্থাৎ এখন উপায়?

সদানন্দ। বাড়ী চল। কাল নয়, ভুল বলেছি, অত দেরী আমার সইবে না। কাল সে অনেক দূর, আজই নৌকো ছাড়ব। মাঝিদের ডেকে আন।

শংখপতি। আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন? চলুন, বাকী-বকেয়া সব আদায় করি, তারপর শুভদিন দেখে যাত্রা করলেই হবে।

সদানন্দ। তুমি অতি নির্বোধ। নাতীর চেয়ে বাকী-বকেয়া বড়

হল? মেয়েটা হয়ত পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। তোমায় কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? মেয়েটা কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করেছিলে?

শংখপতি। আজ্ঞে না।

সদানন্দ। তা ত করবেই না। তোমার আর কি? মেয়ে গেলে আমারই যাবে। দুর্গা—দুর্গা। কেন সব অলক্ষুণে কথা মনে আসছে। যাও বাবা, এখনি বাজারে যাও। শুধু হাতে ত নাতীর মুখ দেখতে পারব না। যত দামই হক, সুন্দর একছড়া হার কিনে নিয়ে এস।

শংখপতি। ময়ূরকণ্ঠী হলে চলবে?

সদানন্দ। নিশ্চয়ই। যাও, এখনি যাও।

শংখপতি। এইমাত্র এক বণিকের কাছ থেকে একছড়া ময়ূরকণ্ঠী আমি কিনেছি। এই দেখুন বাবা। [হার দিল]

সদানন্দ। এযে অপূর্ব কণ্ঠহার দেখছি। কত দাম দিয়েছ?

শংখপতি। মাত্র এক হাজার টাকা।

সদানন্দ। সে কি শংখপতি? এর দাম অন্ততঃ লক্ষ টাকা। এক হাজার টাকায় কে এ হার বিক্রি করে গেল? তুমি তাকে চেন?

শংখপতি। না বাবা, আর তাকে কখনো দেখিনি?

সদানন্দ। সর্বনাশ করেছ শংখপতি। এ নিশ্চয়ই চোরাই মাল। শীঘ্র যাও, এই মুহূর্তে নদীতে ফেলে দিয়ে এস।

ফাঁড়িদারদ্বয় সহ নগরপালের প্রবেশ।

নগরপাল। আর সে অবসর হবে না সাধু; আমি এসে পড়েছি।

সদানন্দ। নগরপাল!

নগরপাল। হ্যাঁ।

সদানন্দ। কি বলছেন আপনি ?

নগরপাল। বলছি এই যে, আমাদের সদাশয় মহারাজ যাদের অনুগ্রহ করে নগরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছেন, সেই শ্রেষ্ঠী সদানন্দ আর তার জামাতা শংখপতি চৌর্যাপরাধে অপরাধী।

সদানন্দ ও শংখপতি। কী ?

নগরপাল। অস্বীকার করতে পার সাধু, যে অপহৃত কণ্ঠহারের জন্য ছমাস আমাদের চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই, যার জন্য দুটো নিরপরাধ মানুষকে এইমাত্র বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে কণ্ঠহার আছে তোমাদেরই অধিকারে ? অস্বীকার করতে পার যে বণিকের বেশে তোমরা চোর ?

শংখপতি। সাবধান নগরপাল, সংযত হয়ে কথা কও।

নগরপাল। শৃংখলিত কর।

সদানন্দ। না—না, নগরপাল, দোহাই তোমার, ও নিষ্পাপ, জীবনে কখনও কোন অপরাধ করে নি। চুরি করা দূরের কথা; কখনও একটা মিথ্যা কথাও উচ্চারণ করে নি। তোমরা কোন্ অপহৃত কণ্ঠহারের কথা বলছ, জানি না। আমাদের বিশ্বাস কর ভাই,—আমরা তার কোন সন্ধানই জানি না।

নগরপাল। জান না ? ফাঁড়িদার—[ইংগিত]

ফাঁড়িদারগণ। হুজুর ! [শংখপতির হাত হইতে কণ্ঠহার কাড়িয়া লইয়া নগরপালকে দিল, এবং শংখপতিকে শৃংখলিত করিল]

নগরপাল। এ কণ্ঠহার কোথা থেকে এনেছ ?

শংখপতি। এক বণিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।

নগরপাল। কোথায় থাকে সে বণিক ?

শংখপতি। আমি জানি না।

নগরপাল। তা ত জানবেই না। ভণ্ড, প্রবঞ্চক,—বল, কোথা থেকে হার চুরি করেছ ?

শংখপতি। যা বলতে হয়, বিচারকের কাছেই বলব। তোমাকে আর আমি একটা কথাও বলব না।

ফাঁড়িদারগণ। শালা চোর। [প্রহার]

সদানন্দ। না-না, মেরো না, দোহাই তোমাদের। ভাই নগর-পাল, ওকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে নিয়ে যাও। অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে সে আমার, ওর নয়। তুমি জান না, চাঁদে কলংক আছে, তবু ওর কোন কলংক নেই।

নগরপাল। এ হার কার জান সাধু ? স্বর্গগতা মহারাণীর। এই দেখ মহারাজের নাম খোদাই করা। এর পরেও তুমি বলবে তোমার জামাতা নির্দোষ ?

সদানন্দ। বলব, সহস্রবার বলব।

নগরপাল। কিন্তু আমি তা শুনব না।

সদানন্দ। নগরপাল !

শংখপতি। বাবা, কেন আপনি অধীর হচ্ছেন ? মহারাজ ন্যায়বান, তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললেই তিনি আমায় মুক্তি দেবেন। আপনি আজই চলে যান, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবেন না। আমি মুক্তি পেলেই চলে যাব। আপনি আগে গিয়ে আপনার কন্যাকে—আমার এ দুর্দশার কথা তাকে বলবেন না, হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। যদি আমি ফিরে না-ই যেতে পাই, আমার জন্য কেউ যেন না কাঁদে। যদি আমার পুত্র হয়, সে যেন একদিন এই বর্বর নগরপালের রক্তে স্নান করে এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়;

আর যদি কন্যা হয়, সে আর কিছু না করলেও যেন প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজো করে।

নগরপাল। নিয়ে যাও তস্করকে।

[শংখপতিকে লইয়া ফাঁড়িদারগণের প্রস্থান।

সদানন্দ। ভাই নগরপাল, এই মুহূর্তেই আমরা দেশে চলে যাচ্ছি। আমার বাণিজ্যের নৌকোয় এত সম্পদ আছে, একটা পরিবার একশো বছর ভোগ করলেও তা ফুরুবে না। তুমি সব নাও ভাই, শুধু এই ছেলেটাকে মুক্তি দাও।

নগরপাল। সাধু, টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। না না, এ হতে পারে না। আমি মরব, তোকে আমি মরতে দেব না। নগরপাল, ও ভাই নগরপাল, হে তেত্রিশ-কোটি দেবতা, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

কলানিধি ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

কলানিধি। তুমি নিজের চোখে দেখে এলে চিত্রসেন যে সত্য-নারায়ণের অনুগ্রহে আস্তিকঠাকুরের পর্ণকুটির প্রাসাদে পরিণত হয়েছে?

চিত্রসেন। হ্যাঁ মহারাজ, গ্রামবাসীদের মুখে শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি নিজের চোখে সে প্রাসাদ দেখে এলাম। মানুষের হাতে এমন অপূর্ব সৌধ নির্মিত হতে পারে না।

কলানিধি। আস্তিকঠাকুর আসতে আপত্তি করলেন না?

চিত্রসেন। আপত্তি টিকল না মহারাজ। স্বয়ং সত্যনারায়ণই তাকে এখানে তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করেছেন। আপনি যদি তাঁকে দেখতে চান—

কলানিধি। থাক—থাক, তুমি যখন বলছ, অবশ্যই তিনি সিদ্ধ-পুরুষ। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ থাকলেই ভাল।

চিত্রসেন। আপনার বড় সন্দিগ্ধ মন।

কলানিধি। মহাপাপী কিনা; ঠাকুর দেখলেও কুকুর বলে মনে হয়। আস্তিকঠাকুর অবশ্য আদর্শ ব্রাহ্মণ, তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে বরাত মন্দ হলে আদর্শ পুরুষও কখনও কখনও চুরির দায়ে ধরা পড়ে। এমনি কোন মহাপুরুষই হয়ত রাণীর কণ্ঠহার চুরি করেছেন।

চিত্রসেন। আপনি যদি সরল বিশ্বাসে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

কলানিধি। এই দেখ, তুমি রাগ কচ্ছ কেন? আমি কি এত-বড় মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারি? তুমি পূজোর আয়োজন কর, আগামী পূর্ণিমা তিথিতেই মন্দিরে সত্যনারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। হ্যাঁ হে চিত্রসেন, একটু আগে কারা আর্তনাদ কচ্ছিল?

চিত্রসেন। পুররক্ষী আর খাজাঞ্চি।

কলানিধি। কি শাস্তি দিয়েছ তাদের?

চিত্রসেন। মহারাজের অনুমতি হলে তাদের আমি শিরশ্ছেদ করব।

কলানিধি। কর্তব্যহানির অপরাধে শিরশ্ছেদ! তুমি কি পাগল হয়েছ? কোন মহাপুরুষ কণ্ঠহার চুরি করে নিরাপদে পার হয়ে গেল, তার কিছু করতে পারলে না, আর প্রাণদণ্ড দেবে এই দুটো হতভাগার? যাও—যাও, ছমাস গেছে, আরও ছবছর চেষ্টা কর। চোর নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

নগরপালের প্রবেশ।

নগরপাল। ধরা পড়েছে মহারাজ। এই নিন, স্বর্গগতা মহারাণীর ময়ূরকণ্ঠী। [ময়ূরকণ্ঠী প্রদান]

কলানিধি। সত্য—সত্য, এইত সে কণ্ঠহার!
দেখ মন্ত্রি, দিকে দিকে বিচ্ছুরিত
আলোকের রেখা, ম্লান হল
সহস্র দীপের আলো।

চিত্রসেন। বল—বল হে নগরপাল,
কে করিল কণ্ঠহার চুরি?
কোথা সেই পাপাত্মা তস্কর?

বন্দী শংখপতি সহ ফাঁড়িদারদ্বয়ের প্রবেশ।

নগরপাল। তস্কর সম্মুখে তব।

কলানিধি। তুমি চোর? তুমি চোর!
সত্য, কি এ নিশার স্বপন!
আজীবন মানুষের মুখে
অন্তরের লেখা আমি করিয়াছি পাঠ,
কদাচিৎ হিসাবে হয়েছে ভুল!
এ বড় আশ্চর্য যুবা, মুখে যার
এমন স্বর্গীয় জ্যোতি,
চুরি-বিদ্যা কোথা সে শিখিল,
কোন্ প্রাণে করিল সে পরস্বহরণ?

শংখপতি। মহারাজ,—কহি সত্য বাণী,
চুরি ত দূরের কথা,
জীবনে কখনো আমি
করি নাই মিথ্যা-উচ্চারণ।
সাক্ষী যত আকাশের দেবতানিকর,
হে রাজন্, এই কণ্ঠহার
আমি কভু করি নি হরণ।

চিত্রসেন। ভণ্ড, প্রতারক! নগররক্ষক
কার কাছে পেয়েছে এ অমূল্য সম্পদ?

নগরপাল। এই যুবকের কাছে।

কলানিধি। এ কি সত্য?

শংখপতি। সত্য মহারাজ।

কলানিধি। নাহি ভয়। কহ সত্য বাণী,
নির্যাতনভয়ে সত্য তুমি
করো না গোপন। বল—বল,
ভাল করে চেয়ে দেখ,—
এই কণ্ঠহার সত্যই কি ছিল তব পাশে?

চিত্রসেন। মহারাজ!

কলানিধি। দেখ মন্ত্রি, দেখ, এমন সুন্দর মূর্তি
আর কভু দেখেছ কি তুমি?
একি কভু হতে পারে পাপাত্মা তস্কর?

শংখপতি। নহি আমি তস্কর রাজন্।
বণিকের জাতি আমি,
আসিয়াছি বাণিজ্যের তরে।
আজই প্রভাতে এক বণিকের পাশে,
সহস্র মুদ্রার মূল্যে
এই কণ্ঠহার আমি করিয়াছি ক্রয়।

কলানিধি। কোথা সে বণিক?

শংখপতি। দুর্ভাগ্য আমার, প্রয়োজন নাই বলে
পরিচয় আমি তার করিনি গ্রহণ।

নগরপাল। যুবকেরে সাথে নিয়া বহুস্থানে
করেছি সন্ধান; কিন্তু
কোথাও সন্ধান তার
মিলিল না মহারাজ।

চিত্রসেন। কারণ সে বাস করে
এই হীন তস্করের কল্পনায় শুধু।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ।　কারে কহ তস্কর সচিব?
চুরির ব্যাসাতি কর
জনে জনে তোমরা সকলে,
তাই বিশ্বমাঝে চারিদিকে
শুধু দেখ চোর।

চিত্রসেন।　রসনা সংযত কর প্রগল্‌ভ বণিক।

শংখপতি।　কেন বাবা এলে তুমি লাঞ্ছনা সহিতে?

সদানন্দ।　সন্তানের পিতা হও আগে,
তারপর আপনি বুঝিবে,
কি জ্বালা এ সন্তানের লাগি।

কলানিধি।　তুমিই না সদানন্দ সাধু?
বার বছরের তরে বাণিজ্যের অধিকার
তোমারে না দিয়েছিনু আমি?
এই কি তাহার প্রতিদান?
জামাতারে সাথে নিয়া
বাণিজ্যের ছলে এসেছ কি করিবারে
পরস্বহরণ?

চিত্রসেন।　নগররক্ষক, এই দণ্ডে বণিকের
বাণিজ্যের তরী যত কর অবরোধ।
তন্ন তন্ন করি কর অন্বেষণ,—
সাধহর আরও পারে অপহৃত ধন।
যাও, যাও, বিলম্ব করো না।

নগরপাল। যুবক, অপরাধ করহ স্বীকার,
হয়ত মিলিতে পারে রাজার মার্জনা।

[ফাঁড়িদারগণ সহ প্রস্থান।

কলানিধি। যুবক!

শংখপতি। মহারাজ!

কলানিধি। আর কিছুই কি তোমার বলবার নেই?

শংখপতি। না।

সদানন্দ। আমাব কিছু বলবাব আছে রাজা। এ কণ্ঠহার লোভের বশে আমিই নামমাত্র মূল্যে ক্রয় কবেছিলাম। বহুমূল্য হার সাবধানে রক্ষা করবার জন্য আমিই আমার জামাতার হাতে অর্পণ করেছিলাম। এমনি সময়ে নগবপাল উপস্থিত হল। আমাকে রক্ষা করবার জন্য শংখপতি নিজেই বন্দিত্ব স্বীকার কবেছে।

কলানিধি। যুবকেব অপরাধ নেই?

সদানন্দ। কিছুমাত্র না। বিক্রেতাব পবিচয় না জেনে বহুমূল্য কণ্ঠহার নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে আমিই গুরুতর অপরাধ করেছি, শংখপতি এব বিন্দুবিসর্গও জানে না।

শংখপতি। না মহারাজ, না জেনে অপরাধ করেছি আমি,—আমার শ্বশুর স্নেহের বশে মিথ্যাকথা বলছেন।

সদানন্দ। দণ্ড দিতে হয়, আমাকেই দিন মহারাজ।

শংখপতি। না না, আমাকে। আমি মূর্খ, আমি অন্ধ, শাস্তি আমারই প্রাপ্য।

সদানন্দ। শংখপতি!

শংখপতি। বাবা!

সদানন্দ। ফিরে যা রে পাগল। তোর জীবনের সংগে দু-দুটো

মানুষের জীবন একসূত্রে গাঁথা। জীর্ণ পুরাতনের মৃতদেহের উপরে নবীনের অভিষেক হক। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, পৃথিবীর রূপরস আমি বহুদিন পান করেছি। তোমাদের যে এই আরম্ভ মানিক। যার সম্বোধনে সহস্র কোকিল একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তার ডাক ত এখনও শোন নি। তুমি যাও, তুমি যাও।

চিত্রসেন। আমি সবই বুঝেছি সাধু। শুধু আর একটা কথা জানতে বাকী। তোমাদের সংগী আর কে কে ছিল?

শংখপতি। কিসের সংগী?

চিত্রসেন। চুরির।

শংখপতি। চোর তুমি; তুমিই এ কণ্ঠহার চুরি করেছ। তোমারই নিয়োজিত এক প্রবঞ্চক আমার কাছে হার বিক্রয় করেছে।

চিত্রসেন। তোমার শিরশ্ছেদ করব প্রগল্ভ যুবক।

সদানন্দ। তার আগে আমিই তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। [ছুরিকা উত্তোলন]

কলানিধি। রক্ষি!

রক্ষীর প্রবেশ।

কলানিধি। রক্ষি! এদের নিয়ে যাও। এদের দুজনেরই দণ্ড—

চিত্রসেন। শিরশ্ছেদ।

কলানিধি। না, আজীবন কারাবাস।

[প্রস্থান।

চিত্রসেন। যাও, কারাগারে বসে চুরির প্রায়শ্চিত্ত কর গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

সদানন্দের গৃহ।

গীতকণ্ঠে বেণুর প্রবেশ।

বেণু।—

গীত।

ওগো নিরদয় ভগবান!

গরীবের তরে তোমার ধরায় কোথাও কি নাহি স্থান?

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। কাঁদছিস কেন মানিক?

বেণু।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

ধরণীর যত কমলকমনীয়,

হে মালিক, সে কি সকলি ধনীর?

ধনীর বোঝা কি বহিতে গরীবে করেছ জনম দান?

চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। বেণু,—

বেণু।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

কোন্ মূলে ধনী কিনেছে তোমারে,

কোন্ জোরে তুমি বাঁধা তার দ্বারে,

গরীবে গড়িলে কোন্ অধিকারে, সহিতে কি অপমান?

লীলাবতী। কি হয়েছে দাদু? কেন ভাই চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে? কেউ কি মেরেছে তোমায়?

বেণু। না।

চন্দ্রকলা। তবে হল কি ছাই? কেউ কটুকথা বলেছে বুঝি? বলবে না? কতবার বলেছি, আমরা গরীব, কারও সংগে আমাদের ঝগড়া করতে নেই।

বেণু। আমি কারও সংগে ঝগড়া করি নি মা। ওরাই গায়ে পড়ে আমায় অপমান করেছে।

লীলাবতী। কেন? কি করেছিলে তুমি?

বেণু। কিছুই করি নি দিদিমা। আমার আটমাসের মাইনে বাকী। গুরুমশায় আমায় বললেন,—আর তুই আসিস নি। আমি তাঁর পায়ে ধরে কাঁদলুম, আমার পিঠে তিনি লাথি মারলেন।

লীলাবতী। ওঃ।

চন্দ্রকলা। তারপর?

বেণু। ছেলেরা এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বললে,—কি হবে তোর লেখাপড়া শিখে? লিখে পড়ে দিগ্‌গজ হলেও কেউ তোকে ছোঁবে না; তুই জারজ।

লীলাবতী। অ্যাঁ!

চন্দ্রকলা। জারজ! বসুমতি, তুমি দ্বিধা হও।

লীলাবতী। চুপ কর মা। এ আমাদের অদৃষ্ট, কারও দোষ দিও না, কাউকে অভিশাপ দিও না। জোয়ারের জলে অফুরন্ত ঐশ্বর্য এসেছিল, ভাটার টানে কোথায় মিলিয়ে গেল! পেটে ভাত নেই, পরণে জোটে না কাপড়, একটা দুধের ছেলে,—তাকেও দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারি না। আট আনা পাঠশালার মাইনে,

তাও আটমাসের বাকী। আরও কত শুনতে হবে, কত সইতে হবে, এত অল্পে ভেঙে পড়িস নি মা! জমিজমা নিলেমে বিকিয়ে গেল, সোনাদানা যা কিছু ছিল, ডাকাতে লুটে নিয়ে গেল। শ্বশুর জামাই এগার বছর কোথায় যে পড়ে রইল কে জানে? লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যায়, সবাই হেনস্তা করে। এই ত আরম্ভ, আরও কত লাঞ্ছনা আছে কে জানে?

বেণু। জারজ কাকে বলে দিদিমা?

চন্দ্রকলা। চুপ কর বেণু। আর তোমায় পাঠশালায় যেতে হবে না।

বেণু। কার কাছে পড়ব তবে?

চন্দ্রকলা। আর পড়তে হবে না। যারা গরীব, তাদের আবার কিসের লেখাপড়া? যে ছেলেকে তার বাপ এগার বছর ভুলে বিদেশে পড়ে রইল, তার আবার কিসের বিদ্যে, কিসের সম্ভ্রম?

লীলাবতী। কেন তার দোষ দিচ্ছিস মা? সে কি আমার তেমন ছেলে? সাধ্য থাকলে সে উড়ে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিত। তুই বিশ্বাস কর মা, আমরা যেমন তাদের জন্যে কাঁদি, তারাও হয়ত আমাদের জন্যে তেমনি কাঁদছে। কি যে বাধা, কে জানে?

বেণু। তোমরা যে আমায় যেতে দিচ্ছ না। নইলে আমি গিয়ে দেখে আসতুম, কে তাদের আটকে রেখেছে।

লীলাবতী। যেতে ত একদিন হবেই দাদা। আর একটু বড় হও, তারপর।

বেণু। বড় ত হয়েছি; আর কত বড় হব? তুমি দেখো দিদিমা, আমি ঠিক তাদের ধরব। চিনতে পারব না? বাবার ছবি দুবেলা দেখছি, তার হাতের প্রত্যেকটা আঙুলও আমি চিনি।

চন্দ্রকলা। চেন তুমি ?

বেণু। পাঠশালার ছেলেরা আমার বাবার কথা বলে ঠাট্টা করে, আমার মনে হয়, বুকটা চিরে দেখাই, বাবা আমার বুকের মধ্যে আঁকা।

লীলাবতী। এই হীরের টুকরো ছেলে—দুটাকা মাইনের জন্যে তার পড়া হল না ?

চন্দ্রকলা। এমনি কত দুটাকা আমাদের দোর থেকে ভিখিরীরাও নিয়ে যেত। আর পাঠশালার সেই গুরুমশায়, তার কথা আর কি বলব ? তার বাড়ীঘর পাঠশালার আটচালা সব আমার বাবার টাকায় তৈরি। আজ আমার ছেলে মাইনের জন্যে পড়তে পেলে না, কিন্তু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তার ছেলের মাইনে জুগিয়েছি।

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। এসব কি শুনচি রে বেণু ? গুরুমড়া নাকি তোকে মেরেছে ?

বেণু। মারেন নি, শুধু বকেছেন।

সুধামুখী। কেন বকবে ? কার চালের নীচে বাস করে, মনে নেই ? আর কেউ না জানলেও আমি ত জানি। ওর বাপের ছেরাদ্দ করব না আমি ? সুধামুখীর সুমুখে ত কখনো পড়ে নি। আজই বুঝিয়ে দিচ্ছি, কত ধানে কত চাল।

চন্দ্রকলা। না সুধামুখি, মাইনে যখন দিতে পারি না—

সুধামুখী। মাইনে ? কিসের মাইনে ? কার টাকায় সগুষ্টি খেয়ে বেঁচে আছে, মনে নেই ? পাঠশালার জমিটা কার ? আটচালা কার ? এখুনি আমি আটচালায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসব। এই ব্যাটা, চলে আয়।

বেণু। না। গুরুমশায় আমার পিঠে লাথি মারলেও আমি তাঁকে অপমান করতে দেব না। তুমি যদি অপমান কর, আমি তোমার মাথাটাই ভাঙব।

সুধামুখী। ব্যাটার কথা শুনেছ বৌমা?

চন্দ্রকলা। সুধামুখি, একে একে সবাই চলে গেল, তুই কেন গেলি না? আমরা তোকে মাইনে দিতে পারি না, তবু কেন তুই পড়ে রইলি?

সুধামুখী। মাইনে দিতে পার না বললেই হল? সব আমি তোমার ব্যাটাকে দিয়ে লিখিয়ে রেখেছি। আসুক না তারা,* সুদে আসলে যদি আদায় না করেছি ত আমার নাম সুধামুখী নয়।

চন্দ্রকলা। এখনও তুই আশা করিস, তারা আসবে?

সুধামুখী। একশোবার আসবে। ভয় কি দিদি? এ মেঘ থাকবে না। তারা আসবে। বৌমা, তোমার দুটি হাতে ধরছি বৌমা, আমার কথা শোন। পাপ যা করেছ, তার শাস্তি অনেক পেয়েছ। এখনো ফেরো মা। আমি বলছি, সব ফিরে আসবে। হাতীশালে হাতী ডাকবে, ধানের মড়াই উপচে পড়বে, দীঘিতে ধরবে না মাছ, ভাঁড়ারে ধরবে না টাকা। দোহাই মা তোমার,—তুমি ওই হাতের মাদুলিটা ফেলে দাও।

লীলাবতী। ফেলে দেব!

সুধামুখী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই মাদুলিই ত যত সর্বনাশের গোড়া।

লীলাবতী। কিন্তু সে সন্ন্যাসীঠাকুর—

বেণু। কোথায় তোমার সন্ন্যাসীঠাকুর মা? এত যে দুঃখ আমাদের, তবু ত একবার সে এল না?

চন্দ্রকলা। সবই কি ভুলে গেলে মা? বাবা যে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন, আমার কল্যাণে সত্যনারায়ণের পূজো করবেন,—সে প্রতিশ্রুতি যার কথায় ভংগ করলে, সে ত তোমার দুর্দশা দেখে একবার আহাও করলে না? আর কেন মা? ফেলে দাও ওই কবচ; এস, সবাই মিলে সত্যনারায়ণের শরণ নিই।

লীলাবতী। চুপ—চুপ। ওই দেখ, বাঘের মত দুটো জলজলে চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে।

সুধামুখী। থাক না, ভয় কি? এর চেয়ে আর বেশী কি হবে?

তীর্থংকর। [নেপথ্যে] কে আছ বাড়ীতে?

সুধামুখী। কোন মড়া এল দেখি।

[প্রস্থান।

বেণু। সত্যি দিদিমা, দাদু প্রতিজ্ঞা করেছিল?

লীলাবতী। তা করেছিলেন বটে। তিনি বলেছিলেন,—আমার যদি মেয়ে হয়, প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজো দেব।

বেণু। পূজো কর নি তোমরা?

চন্দ্রকলা। না।

বেণু। দেবতার সংগে ছলনা করেছ? কথা দিয়ে কথা রাখ নি? ছিঁ-ছি, তোমরা করেছ কি? তাই দাদু গেল আর এল না। বাবাও বাণিজ্য করতে গিয়ে হারিয়ে গেল। ভাল কর নি দিদিমা।

লীলাবতী। তোর বাবাও ত বলেছিল ভাল করি নি। কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুর যে বলেছিল,—সত্যনারায়ণের পূজো করা দূরের কথা, তার নাম করলেই সর্বনাশ হবে।

বেণু। একে সত্য, তার উপর নারায়ণ। এ কখনো অমংগলের দেবতা হয়? হয়ই যদি, তাতেই বা কি? অমংগলের ভয়ে সত্যকে চাপা দেবে? তাহলে দশরথ কেন কৈকেয়ীর কথায় রামকে বনবাসে

দিলে? হরিশ্চন্দ্র রাজা চণ্ডাল হল কেন দিদ্মিা? সর্বনাশের ভয়ে তারা ত সত্যকে চাপা দেয় নি।

চন্দ্রকলা। বল মা,—উত্তর থাকে ত দাও। জামাইকে বোকা বোঝাতে পেরেছ, নাতীকে কি বলে বোঝাবে?

লীলাবতী। একি ছেলে বাবা? এ যে সব ওলট-পালট করে দিলে!

বেণু। ডাক তোমার সন্ন্যিসীকে। আমি বাড়ীময় সত্যনারায়ণের ঢাক পিটব, তার সাধ্য থাকে, বাধা দিক।

গীত।

অবোধ বলিয়া কত করি ভুল, তুমি ত করেছ ক্ষমা।
দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পাপ রহিল চরণে জমা।
প্রেমের দেবতা তুমি মুখ তুলে চাও গো,
জীবনের যত মোর ভুল—ভুলে যাও গো,
পংকে পতিত আমি, তুলে নাও নাও গো,
নয়নে নামিল ঘোর অমা।

[প্রস্থান।

চন্দ্রকলা। সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ—

তীর্থংকরের প্রবেশ।

তীর্থংকর। [স্বগত] আঃ—এখানেও ওই পাপ নাম! [প্রকাশ্যে] এই যে, তা দেখ, আমাকে ভেতরেই আসতে হল? দাসীটা আমাকে দাঁড়াতে বলে অগস্ত্য-যাত্রা করলে কিনা। বোধহয় আমাকে বেশ পছন্দ হয় নি।

লীলাবতী। আপনি কে?

তীর্থংকর। আমার নাম তীর্থংকর শর্মা। নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আর এও নিশ্চয়ই জান যে, এ বাড়ী এখন আমার।

লীলাবতী। আপনার? কই, আমরা ত শুনি নি।

তীর্থংকর। তোমাদের জমিজমা যে আমি কিনে নিয়েছি, তা ত শুনেছ। আট সন তোমরা খাজনা দাও নি। তারই জন্তে তোমাদের বাড়ী এখন আমার অধিকারে। আর আমি তোমাদের রাখতে পারব না বাপু। আজই তোমাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

লীলাবতী। আপনি যে এ বাড়ীর মালিক, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

তীর্থংকর। তা আছে বই কি। কিন্তু সে সব ত আমার বজরায় রেখে এসেছি।

চন্দ্রকলা। নিয়ে আসুন।

তীর্থংকর। এটি বুঝি মেয়ে? তা বেশ, বেশ?

চন্দ্রকলা। লজ্জাবতীর ঘাটে বাঁধা ওই বজরা আপনার?

তীর্থংকর। আমার না ত কার? নগদ কড়কড়ে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। ওসব ঠকাঠকির কারবার আমার কাছে নেই।

চন্দ্রকলা। সেজন্তে বলি নি ঠাকুর। ঠিক অমনি একটি বজরা আমাদের ছিল। আমার বাবা সেই বজরা নিয়েই বাণিজ্য করতে গেছেন। যত দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, এ আমার বাবার বাণিজ্য-তরী। আপনি কি তাকে দেখেছেন?

তীর্থংকর। নাঃ, কোথায় দেখব? বোধহয় নৌকোডুবী হয়ে মরে-টরে গেছে?

চন্দ্রকলা। চুপ করুন। কেন আপনি অলক্ষুণে কথা বলছেন?

তীর্থংকর। চল না আমার বজরায়,—বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসবে।

লীলাবতী। কি বললে?

তীর্থংকর। তোমাকে বলি নি বাছা; বলছি তোমার মেয়েকে।

সম্মার্জনীহস্তে সুধামুখীর প্রবেশ ও তীর্থংকরকে প্রহার।

সুধামুখী। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এখুনি বেরোও।

তীর্থংকর। কি রকম? তুমি শুধু শুধু আমাকে অপমান—

সুধামুখী। অপমান? এর পরে কেটে দুখান করব। মনে করেছ, আমরা অসহায় দীন দরিদ্র বলে আমাদের যা খুসী তাই বলা যায়? [পুনঃ প্রহার] বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

তীর্থংকর। আমার বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাব? আমার আট সনের খাজনা বাকী। হয় খাজনা চাই, না হয় তোদের আমি—

সুধামুখী। চুপ। কত খাজনা বল্।

তীর্থংকর। তিনশো সাতাশ টাকা তেরো আনা।

সুধামুখী। এই নে, ধর। [থলিয়া দিল] এতে সাড়ে তিনশো টাকা আছে। ফের যদি এখানে আসিস, তোর মাথাটাই আমি রেখে দেব।

তীর্থংকর। ওঃ—মাথাটা রেখে দেবে। মাথা সস্তা কি না। তো মাগীদের আমি হাড়ীর হাল করব, তবে আমার নাম তীর্থংকর।

সুধামুখী। বেরিয়ে যা। নইলে—

তীর্থংকর। যাচ্ছি ত। ধর্ম আছে। আমি যদি খাঁটি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে তোরা ছাই হয়ে যাবি।

সুধামুখী। ছাই আমরা হয়ে গেছি। তুই যাবি ত যা, নইলে আবার মারব ঝাঁটার বাড়ি।

তীর্থংকর। আচ্ছা, আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি দেখে নেব, কোথায় থাকে তোদের তেজ। [প্রস্থান।

লীলাবতী। সুধামুখি, তোর ঋণ আমরা এ জন্মে শোধ দিতে পারব না।

সুধামুখী। পরজন্মেই দিও বাছা; কিন্তু এখনও বাবা সত্য-নারায়ণকে ডাক। নইলে তোমার ওই শিবরাত্রির সলতেটুকুও থাকবে না।

লীলাবতী। না, না, আমি সত্যনারায়ণের পূজো করব। তোরা যদি পারিস আয়োজন কর। কিন্তু কি করতে হয়, আমি ত জানি না।

চন্দ্রকলা। চল্ সুধামুখি, খোকাকে সংগে নিয়ে আমরা আস্তিক ঠাকুরের কাছে গিয়ে বিধান নিয়ে আসি।

সুধামুখী। তাই চল দিদি।

লীলাবতী। ওকে নিয়ে যাবি?

সুধামুখী। ভয় কি বৌমা? সুধামুখী সংগে থাকলে যমও কাছে ঘেঁসতে পারবে না। আয় দিদি, আয়। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ।

[চন্দ্রকলাসহ প্রস্থান।

লীলাবতী। বহু অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর ঠাকুর। অর্থ চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, যারা গেছে, তারা ফিরে আসুক। [কবচ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন] জীবনের ঘন অন্ধকার দূর কর বাবা। প্রণাম নাও সত্যনারায়ণ, প্রণাম নাও। [প্রণাম]

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আস্তিকের গৃহসম্মুখস্থ পথ।

তীর্থংকরের প্রবেশ।

তীর্থংকর। আমার নাম তীর্থংকর শর্মা, আমি এ অপমান কিছুতেই ভুলব না। তিনমাসের মধ্যে আমি ওদের ঘরছাড়া করব, করব, করব। ইস, ব্যাটা নাস্তিকের ত দেখছি আরও উন্নতি হয়েছে। বাড়ী নয় যেন প্রাসাদ! এ ব্যাটাকে যদি পথে বসাতে না পারি, তাহলে ত আমার এত বিদ্যাবুদ্ধি সবই নিষ্ফল! ব্যাটা সত্যনারায়ণ এখনও আছে নাকি?

নিধিরাম। [নেপথ্যে] আছে।

তীর্থংকর। দশ বছর ধরে সমানে ভোগ নিচ্ছ? দাঁড়াও, আজই তোমার ব্যবস্থা করব। যাই দেখি, মেয়ে-জামাইগুলো আছে না মরেছে। দুটো মেয়ে ত পালিয়েই গেছে, আর নটার মধ্যে সাতটাই ঘরজামাই হয়ে আমার বাড়ীতে রাজত্ব কচ্ছে। আজই সব কটাকে তাড়াব। এত ফান্দফিকির করে পয়সা রোজগার করেছি কি ঘর-জামাইয়ের জন্যে?

নিধিরামের প্রবেশ।

নিধিরাম। নমস্কার ঠাকুর মোশা। খবর ভাল?

তীর্থংকর। তুমি কে?

নিধিরাম। আমি এ বাড়ীর দ্বারী।

তীর্থংকর। আবার দ্বারীও রেখেছে?

নিধিরাম। তা রাখবে বই কি? না রাখলে কি চলে গা? অন্ধকার রাত্তিরে এই আপনার মত দুচারজন আসে কিনা।

তীর্থংকর। তার মানে?

নিধিরাম। আপনি ত পণ্ডিত লোক,—মানেটা বুঝে নাও না।

তীর্থংকর। তোর নাম কি?

নিধিরাম। আমার নাম নিধিরাম সর্দার।

তীর্থংকর। ঢাল তলোয়ার আছে, না অমনি সর্দার হয়েছ?

নিধিরাম। কিচ্ছু নেই; এই অস্তর—[বাঁশী দেখাইল] বাজালে বাঁশী, ফেরালে কোঁৎকা। রাত্তির বেলা একবার দেখা হলে এর গুণ বুঝতে পারবে আস্তিক মোশা।

তীর্থংকর। দূর ব্যাটা গর্দভ। আস্তিক আমার নাম হবে কেন? আস্তিক ত তোর মনিব।

নিধিরাম। সে ত আস্তিক ঠাকুর। আর তুমি আস্তিক মোশা।

তীর্থংকর। ব্যাটা ছাগল বলে কি? আমার নাম তীর্থংকর।

নিধিরাম। কেন ভাঁড়াচ্ছ আস্তিক মোশা?

তীর্থংকর। তবু ব্যাটা মশা মশা করে? কিলিয়ে কাঁটাল পাকাব শূয়ার।

নিধিরাম। সোনার হাতীটা কোথায় রেখে গেছলে?

তীর্থংকর। সোনার হাতী কিসের?

নিধিরাম। সেই যে গো, মনে নেই? কোন দেশের কোন মন্ত্রী আস্তিক ঠাকুরের জন্যে সোনার হাতী এনেছিল। শুনে তোমার জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো, আর তুমি নাম ভাঁড়িয়ে আস্তিক সেজে সোনার হাতী গাপ করলে; আমি দেখি নি?

তীর্থংকর। থা—থাঃ, যেমন ইতরের চাকর, তেমনি ত হবে।

নিধিরাম। আমার মনিব ইতর, আর তুমি খুব ভদ্রলোক! তা—হ্যাঁগা, মেয়েছেলের ঝাঁটা কেমন লাগে?

তীর্থংকর। তোর মনিবকে জিজ্ঞেস করগে যা।

নিধিরাম। মনিব কি আর ঘরে আছে? আর তিনি জানবেই বা কি করে? তোমার টাটকা মনে আছে কিনা, তাই তোমাকে সুধুচ্ছি। মেয়েছেলের ঝাঁটা কি রকম লাগল ঠাকুর?

তীর্থংকর। শূয়ার বলে কি?

নিধিরাম। মাসী যে বললে, তোমার পিঠে গুনে গুনে তিন ঘা মেরেছিল?

তীর্থংকর। কে তোর মাসী?

নিধিরাম। সদানন্দ সাধুর দাসী। আমি যে তার বোনপো।

তীর্থংকর। তবে ত তোকে আমি যমালয়ে পাঠিয়েছি। [কাপড় বাগাইতে লাগিল]

নিধিরাম। আরে যাও ঠাকুর, ঘরে যাও। তোমার মেয়েরা মাটি খুঁড়ে সোনার হাতী বার করেছে।

তীর্থংকর। অ্যাঁ! হারামজাদীদের আমি খুন করব।

নিধিরাম। তোমায় কিছু করতে হবে না। তারা নিজেরাই মহীরাবণের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। দুটো জামাই আর তিনটে মেয়ে মরে গেছে, আরও দুটো খাবি খাচ্ছে। যাও—যাও, তুমি শীগগির যাও।

তীর্থংকর। মরুক—সব মরুক, হায় রে আমার হাতী। ওরে ও হারামজাদা ঘরজামাইয়ের পাল, তোরা মুখে রক্ত উঠে মর রে, আমার মেয়েরা বিধবা হক।

[প্রস্থান।

নিধিরাম। [বাঁশী বাজাইতে লাগিল।]

ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। হ্যাঁ রে নিধে, ফের তুই বাঁশী বাজাচ্ছিস? তোকে যে একশোবার বলেছি, বাঁশী শুনলে আমার মন কেমন করে? কাজে আমার ভুল হয়ে যায়। সেদিন সত্যনারায়ণের সিন্নিতে চিনির বদলে এক খাবলা নুন দিযে ফেললুম, আর একদিন ফুলচন্দন নিয়ে ঠাকুরঘরে না গিয়ে পাইখানায় গিয়ে বসে রইলুম। তবু বাজাবি বটে? তোর মরণ হয় ক্যান্ না?

নিধিরাম। যমে যে ছোঁয় না।

ভজহরি। তাবলে আমার কাজ ভণ্ডুল করবি বটে? আমি যদি ভুলে গলায় দড়ি দিয়ে ফেলি? তাহলে?

নিধিরাম। তাহলে মরবে।

ভজহরি। খবরদার মরার কথা বলবি নি বলছি। তোর মুখ ভয়ানক খারাপ। যাকে যা বলবি, হুবহু ফলে যাবেক। সেদিন পাঁচীর পিসীকে বললি,—বুড়ী তোর ছেরাদ্দ কবে? তার পরদিনই বুড়ী টেঁসে গেল। আমাকে ওসব বলবি নি বলে দিনু।

নিধিরাম। ভয় কি তোমার ভজাদা? মরে ত তুমি বিষ্ণুলোকে যাবে।

ভজহরি। ঝ্যাঁটা মার বিষ্টুলোকের মুয়ে। আমার এই মাটির বিষ্টুলোক কি খাটো আছেক বটে? আমি মলে সত্যনারায়ণের সিন্নি মাখবেক কে? মাঠাকরুণকে কেত্তন গেয়ে ঘুমপাড়াবেক কে? বাঁঠাকুর বাঁশী শুনে পাগল হয়ে বেইরে গেল,—তেনারে খুঁজে আনতে হবেক। কত কাজ আমার, আমার কি বিষ্টুলোকে যাবার সোমায়

আছে? বাজাস নি নিখে ভাই,—বাঁশী বাজাস নি। আমি পাগল হব, ছিষ্টি সোংসার ছারখার হয়ে যাবেক। বুঝলে কিনা?

নিধিরাম।—

গীত।

মাটির হাটে বিকিয়ে যায় প্রেমের ভগবান।
কিনবি কে আয়, ডুবছে রবি, ফুরায় দিনমান।
তোরা জানিস কি তার দাম?
নয়ক সোনা মণি মাণিক,
শুধু তুলসী পাতায় কৃষ্ণনাম,
নিলেম দরে বিকালো রে যার গড়া এ সৃষ্টিখান।

[প্রস্থান।

ভজহরি। হেই বাবা সত্যনারায়ণ, বা'ঠাকুরকে মিলিয়ে দাও বাবা। বুড়ো মনিষ্যি বাঁশীর ডাক শুনে কুথাকে চলে গেল, কোন হদিশ পালাম না। তেনার অভাবে বাড়ীঘদ্দোর সব অন্ধকার, বুঝলে কিনা।

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। কি শুনছি ভজহরি? তীর্থংকর ঠাকুরের বাড়ীতে নাকি রক্তগংগা বয়ে গেল।

ভজহরি। যাবেক নি? মাটির তলায় সোনার হাতী ছেল গো। ন'জামাই মাটি খুঁড়ে বের করেছে। আর যাবে কুথাকে? এ বলে আমার, ও বলে আমার। সাতটা জামাই আর সাতটা মেয়ে বঁটি কাঁটারি, নিয়ে কুরুক্ষেত্তর লাগিয়ে দেছেক। পাঁচটা নাকি মরেই গেছেক, আরও দুটো যায় যায় অবস্থা।

পদ্মা। যা বাবা, ছুটে যা। লোকগুলো এমনি করে বেঘোরে মরবে ?

ভজহরি। মরবেক নি! সাতটা জামাই সাতটা অবতার। মেয়েগুলোরও যেমন ছিরি, তেমনি স্বভাব! সত্যনারায়ণের নাম শুনলে বমি করে।

পদ্মা। করুক। তুই যা বাবা। ঠাকুর বাড়ীতে নেই। মেয়েরা সব ছেলেমানুষ, এতক্ষণে কি যে হয়ে গেল, কে জানে ?

ভজহরি। তোমার তাতে এত মাথাব্যথা কি জন্যে ? ওদের বাপটা আমার বা'ঠাকুরকে কত জ্বালিয়ে গেছেক, জান আপনি ?

পদ্মা। সব জানি রে, সব জানি। তবু বিপদের সময় আমরা কি চুপ করে থাকতে পারি ? না ; আমিই যাব।

ভজহরি। হেঁইও খবরদার, ও বিগে পা বাড়াবেক নি বলে দিচ্ছি। ঠ্যাং খোঁড়া করব। এই আমিই যাচ্ছি। [স্বগত] ধরব যা, সে আমার মনে মনেই আছে। মরুক না পাঁঠা ছাগলের ঝাড় ; ওদের জ্বালায় বাবা সত্যনারায়ণ নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছেক নি। জয় বাবা সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

পদ্মা। মানুষকে সুমতি দাও ঠাকুর, হিংসাদ্বেষ হানাহানির অবসান কর।

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। হ্যাঁ গা বাছা, এই কি আস্তিক ঠাকুরের বাড়ী ?

পদ্মা। হ্যাঁ।

সুধামুখী। ঠাকুর কি ঘরে আছেন ?

পদ্মা। না; তিনি অনেকদিন ঘরে নেই। কেন গা? কি দরকার তাঁকে?

সুধামুখী। সবই বরাত মা। নইলে এদ্দূর হেঁটে এসেও তাঁর দেখা পাব না কেন?

পদ্মা। কোথা থেকে আসছ তুমি?

সুধামুখী। অনেক দূর থেকে। এক বুড়ো মড়া ভুল পথে নিয়ে গিয়ে আরও হয়রাণ করেছে।

পদ্মা। বড় শ্রান্ত হয়েছ বাছা; যাও, অতিথিশালায় বিশ্রাম কর।

সুধামুখী। আমার ছোটলোকের গতর, আমার আর কষ্ট কি বল? মেয়েটার অভ্যেস নেই ত, মুখখানা কালি হয়ে গেছে। কচি ছেলেটাকে সংগে এনেছি, বাবা সত্যনারায়ণের চরণামৃত খাওয়াব বলে। আমি কি জানি এদ্দূর পথ? পা দুখানা ফুলে ঢোল হয়েছে, তবু মুখ ফুটে একবার উহু করে না। এত যে ক্ষিধে, তবু একবার খেতেও চায় না।

পদ্মা। কোথায় তারা? তাদের ডাক।

সুধামুখী। তুমি ঠাকুরের কে হও বাছা?

পদ্মা। স্ত্রী।

সুধামুখী। আহা, যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা। গড় করি মা, গড় করি। ও দিদি, আয় গো, এই আস্তিক ঠাকুরের বাড়ী। আর ভয় নেই, এখানে অতিথিশালা আছে। আয়, আয়!

বেণু ও চন্দ্রকলার প্রবেশ।

বেণু। মা—মা, দেখ মা, ওই বাড়ীর ছাদ থেকে কে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পদ্মা। একি আশ্চর্য! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! পঁচিশ বছর পরে আমার মৃণাল সেই দেহ নিয়ে ফিরে এল? কোথায় ছিলি এতদিন? কে তোকে লুকিয়ে রেখেছিল?

চন্দ্রকলা। কাকে কি বলছেন আপনি?

সুধামুখী। হায় রে অভাগার কপাল! শেষকালে একটা পাগলীর পাল্লায় পড়লুম?

পদ্মা। আমায় তুমি চিনতে পাচ্ছ না যাদু? আমি যে পঁচিশ বছর তোমার ধ্যান করেছি। আয় মিনু, আয়।

বেণু। আমি ত মিনু নই, আমার নাম বেণু।

পদ্মা। তাইত, এ আমার কি হল?

চন্দ্রকলা। আপনার বুঝি এমনি একটি ছেলে আছে?

পদ্মা। ছিল মা, ছিল,—এমনি একটি ছেলে। এমনি নাক মুখ চোখ—সব অবিকল এই রকম। পঁচিশ বছর আগে সে আমার হারিয়ে গেছে। বহুদিন চলে গেছে, বেঁচে থাকলে সে আর এতটুকু নেই। নইলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না যে, এ ছেলে তোমার। বেঁচে থাক তোমার সাতরাজার ধন। আমার ঘরে এস মা। তোমার ছেলেটিকে অন্ততঃ একটি দিন আমি কোলে বসিয়ে খাওয়াই।

চন্দ্রকলা। আপনি কি আস্তিক ঠাকুরের স্ত্রী।

পদ্মা। হ্যাঁ মা-লক্ষ্মি।

চন্দ্রকলা। আমাকে আপনি সত্যনারায়ণের পূজোর বিধান দিতে পারবেন?

পদ্মা। কেন পারব না মা? আজই ত পূর্ণিমা। ভাল দিনেই এসেছ মা। কার মেয়ে তুমি?

চন্দ্রকলা। আমার বাবা সাধু সদানন্দ। আমাদের বাড়ী—

পদ্মা। রসো রসো। সাধু সদানন্দ—। অনেকদিন আগে তোমার বাবা কি একবার এ বাড়ীতে এসেছিলেন?

চন্দ্রকলা। হ্যাঁ মা। এই বাড়ীতেই তিনি সত্যনারায়ণের প্রসাদ নিয়ে শপথ করেছিলেন—

সুধামুখী। যে, যদি তার মেয়ে হয়, প্রত্যেক পূর্ণিমে তিথিতে ঘটা করে সত্যনারায়ণের পূজো দেবেন।

পদ্মা। মেয়ে হয়েছিল?

সুধামুখী। এই যে সেই মেয়ে।

পদ্মা। তুমি! বেঁচে থাক মা, হাতের নোয়া বজ্র হক,—সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হক।

চন্দ্রকলা। প্রণাম নাও মা। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি আস্তিক ঠাকুরের সহধর্মিণী, তোমার কথা মিথ্যা হবে না। কিন্তু—কি করে অসম্ভব সম্ভব হবে, বুঝতে পাচ্ছি না। আজ এগার বছর তিনি নিরুদ্দেশ।

পদ্মা। সত্যনারায়ণের ইচ্ছা হলে মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার হয়, শুকনো গাছেও ফুল ফোটে। হ্যাঁগা, তোমার বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন ত?

সুধামুখী। না ঠাকরুণ, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? একদিনও পূজো দিলে না। তারই ফলে সব গেছে, ইন্দ্রপুরী ছারখার হয়েছে। এখন ভাবনা এই শিবরাত্রির সলতেটুকুর জন্যে।

বেণু। দেখ মা দেখ, ওই লোকটা কেবলি আমায় ডাকছে। বলে,—খেলবি আয়, আমি অনেক খেলা জানি। আবার জিভ ভ্যাঙাচ্ছে দেখ। ও কে মা?

পদ্মা। ও আমাদের নিধিরাম। ছোট ছেলে দেখলেই ও ডাকে; খুব ভাল লোক। যাও তোমরা, ভেতরে যাও; আমি খোকাকে নিয়ে যাচ্ছি।

সুধামুখী। আয় দিদি।

[চন্দ্রকলাসহ প্রস্থান।

পদ্মা। দেখি, দেখি, মুখখানা ভাল করে দেখি। কি আশ্চর্য! মানুষে মানুষে এত মিল! কাণের উপর সেই তিলটি পর্যন্ত আছে। তোমার বাবার কি নাম যাদু?

বেণু। শংখপতি সাধু।

পদ্মা। গলাটাও সেই রকম। তুমি গাইতে পার মাণিক?

বেণু। পারি।

পদ্মা। গাও ত শুনি।

বেণু।—

গীত।

বাঁশীর সুরে ডাক দিল কে আমার অন্তরে?
ভুলে গেছি তৃষ্ণা ক্ষুধা কাহার মন্তরে?
কে তুমি গো মেঘবরণ চাঁচর চিকণ চুল,
কবে কোথায় দেখাশোনা, পাইনে ভেবে কূল,
এস আমার হৃদয়পুরে,
বাজাও বাঁশী পাগল-সুরে,
প্রেমের জোয়ার ঢেউ খেলে যাক হৃদয়-কন্দরে।

পদ্মা। এ যে অবিকল সেই কণ্ঠ! ওরে, কে তুই মায়াবি? স্বয়ং সত্যনারায়ণই কি আমায় ছলনা করতে এসেছেন? আয়, আয়, একবার আমার কোলে আয়। হক মিথ্যে,—তবু এক মুহূর্তের জন্য

মিথ্যাই আজ সত্য হক। [বাঁশী বাজিল] না-না, থাক। যাই বাবা, যাই; তোমার পূজার সময় হল। মায়ার বন্ধন ছিন্ন কর ঠাকুর। মাতাপিতা আত্মীয়-বন্ধু সব তুমি, সব তুমি।

[প্রস্থান।

নিধিরাম। [নেপথ্যে] এই ছেলেটা, ভেল্‌ভেলেটা, আমাদের বাড়ী যাবি ?

বেণু। যাব ভাই, আমি যাব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

কলানিধি ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

কলানিধি। দেখ মন্ত্রি, সূর্যলোক হতে মুহুর্মুহুঃ
অগ্নিকণা পড়িছে ঝরিয়া।
যতদূর দৃষ্টি যায়,
সবুজ তৃণের রেখা কোনখানে নাই।
দুর্ভিক্ষে ভরেছে দেশ,
মড়ক মৃত্যুর বীজ ছড়াল চৌদিকে।
কি হল সচিব ?
কেহ কি রবে না দেশে ?
দুইদিনে সবাই কি লভিবে মরণ ?

চিত্রসেন। মহারাজ, বুঝিতে না পারি,
কেন হল হেন অঘটন!
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি করিলাম
শান্তিস্বস্ত্যয়ন, তবু ত আকাশ
করিল না বৃষ্টি বরিষণ,
মহামারী ক্ষান্ত নাহি হল।

কলানিধি। তুমিই না বলেছিলে,—
পূজা করি সত্যনারায়ণ
সবে পায় বাঞ্ছিত রতন?
মোর ভাগ্যে এই কি ফলিল ফল?

চিত্রসেন। মহারাজ,
হয়ত এ দেবতার পরীক্ষা কেবল।

কলানিধি। দেশশুদ্ধ মড়কে উজাড় হল,
তবু পরীক্ষার নাহি হল শেষ?
না—না মন্ত্রি; সুনিশ্চয়
যথারীতি হয় নাই পূজা।

চিত্রসেন। সে কি রাজা, শাস্ত্রবিৎ মহাভক্ত
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সত্যনারায়ণ যার
বাঁধা আছে দ্বারে, তাঁর পূজা
অংগহীন হবে?

কলানিধি। কোপনস্বভাব এই অর্থলোভী
ব্রাহ্মণতনয় সত্যই ব্রাহ্মণ কিনা,
সবিশেষ জেনেছিলে তুমি?

চিত্রসেন। সন্দেহ কখনো মোর জাগে নাই প্রাণে।

কলানিধি। ডেকে আন আস্তিকে তোমার।

চিত্রসেন। গৃহে গেছে আস্তিক ঠাকুর।

কলানিধি। কে তবে করিছে পূজা?

চিত্রসেন। রেখে গেছে অন্য এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

কলানিধি। এ রাজ্যের সবাই পণ্ডিত!
মূর্খ শুধু আমি আর তুমি।
ডাক তুমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতে।
জিজ্ঞাসিব তারে, দ্বাদশ বৎসর ধরি
ভক্তিভরে পূজা করি সত্যনারায়ণে
কেন আমি লভিলাম বিপরীত ফল?

মার্কণ্ডের প্রবেশ।

মার্কণ্ড। মহারাজ, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বাবা সত্যনারায়ণের বলির পাঁঠা এক ঠাকুর দড়ি খুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। পাঁঠা প্রাণভয়ে দৌড়াইল, আমিও উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবশেষে সে ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করিল। আমিও উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম।

চিত্রসেন। গঞ্জিকার মাত্রা বেশী হয়েছে, না?

মার্কণ্ড। মন্ত্রিবর, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি গঞ্জিকা আহার করি নাই। সে ঠাকুর এখনও যায় নাই।

কলানিধি। কে সে ঠাকুর? নিয়ে এস তাকে? পূজারী কোথায়?

মার্কণ্ড। পূজারী রাগে কম্পিত হইতেছে, ঠাকুর ক্রন্দন করিতেছে, চতুর্দিকে সকল মনুষ্য হাহাকার করিয়া মাটিতে লুণ্ঠন করিতেছে।

চিত্রসেন। কোথা থেকে সে ব্রাহ্মণ এল?

মার্কণ্ড। কেহই তাহাকে ইতিপূর্বে দর্শন করে নাই।

চিত্রসেন। বেঁধে নিয়ে এস ব্রাহ্মণকে।

মার্কণ্ড। ছছুরাকে আমি ডাণ্ডা মারি কিরি ঠাণ্ডা করি দিব।

[প্রস্থান।

কলানিধি। একে দেশব্যাপী তুর্ভিক্ষ, তার উপর পূজায় বিঘ্ন? মন্ত্রি, দেখছ কি মন্ত্রি? সর্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল, এইবার তা সম্পূর্ণ হল। যাও মন্ত্রি, পুত্র-পৌত্রে ভরা তোমার সংসার,—সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

চিত্রসেন। আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাব?

কলানিধি। নইলে সবংশে মরবে।

চিত্রসেন। সেও ভাল; তবু অসময়ে আপনাকে ত্যাগ করে স্বর্গেও আমি যাব না।

কলানিধি। যাবে না!

চিত্রসেন। না। আপনি নিজের হাতে কখনও কিছু করেন নি। আজ ত্রিশ বছর ধরে রাজ্যটাকে আমিই শাসন করে এসেছি। দেশব্যাপী এই তুর্ভিক্ষ মহামারীর জন্য রাজশক্তির যদি অপরাধ হয়ে থাকে, সে অপরাধ আপনার নয়, সম্পূর্ণ আমার। দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠা না করে দেশত্যাগ করার কোন অধিকার আমার নেই। সব যায় যাক, তবু এ তুঃসময়ে আপনাকে ছেড়ে আমি যাব না।

কলানিধি। আমি জানি, তুমি চিরদিন এমনি নির্বোধ! কত সুযোগ তোমায় দিয়েছিলাম, কিছুই তুমি গ্রহণ করলে না। বার বছর পৌরোহিত্য করে একটা পূজারী ব্রাহ্মণ জমিদার হয়ে গেল, আর তুমি মূর্খ ত্রিশ বছর মন্ত্রিত্ব করেও গৃহিণীকে তুখানা গহনা দিতে পারলে না! মরবে মর, কি আর করব? পাঠশালায় এক সংগে পড়েছি, যমালয়েও একসংগে পাঠ নিই গে চল।

আস্তিকের হস্তধারণ করিয়া ব্রাহ্মণবেশী
কলির প্রবেশ।

কলি। মহারাজ, বিচার করুন—কঠোর বিচার। ম্লেচ্ছাচারে দেশ রসাতলে যেতে বসেছে; ভাগ্যলক্ষ্মী তাই মুখ ফিরিয়েছেন।

চিত্রসেন। কে এ পূজারি?

কলি। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করে উৎসর্গীকৃত বলির পশু রজ্জু খুলে মুক্ত করে দিয়েছে। অপদার্থ রাজকর্মচারিগণ সেই পশুর সন্ধান করে ফিরিয়ে আনতে পারলে না।

কলানিধি। কে তুমি ঠাকুর?

চিত্রসেন। এখানে ত কখনও তোমায় দেখি নি।

কলি। কেন এখানে এসেছ?

আস্তিক। কেন এসেছি? কেন? তাইত, এ কোন্ দেশ? ওগো, সে কোথায়, সে কোথায় গেল?

কলি। কে?

আস্তিক। আমি তাকে চিনি না। সে আমায় পৌঁছে দিয়ে কোথায় গেল? তোমরা দেখেছ তাকে? সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ—

চিত্রসেন। তাকেও তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। কোথা থেকে এসেছ তোমরা? আবার কি মহারাণীর কণ্ঠহার অপহরণের সাধ হয়েছে? বল, কেন এসেছিলে এখানে?

আস্তিক। আমি স্বেচ্ছায় আসি নি, আমায় বাঁশী বাজিয়ে ডেকে এনেছে।

কলি। ব্রাহ্মণভোজন করাতে, না? কে ডেকে এনেছে?

আস্তিক। সত্যনারায়ণ।

কলানিধি। সত্যনারায়ণ! কেন? কেন?

আস্তিক। বললে,—আমি অনাহারী। বার বছর ধরে আমি উপবাসী রয়েছি।

কলানিধি। উপবাসী! সত্যনারায়ণ উপবাসী! প্রতিদিন যার মন্দিরে একটা করে পশুবলি হচ্ছে—চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়,—কোন ভোগেরই যার অভাব নেই, সেই সত্যনারায়ণ উপবাসী? এ বলে কি মন্ত্রি?

কলি। ব্রাহ্মণের রসনা ছেদন করুন মহারাজ।

আস্তিক। শুধু রসনা কেন? আমার মাথাটাই কেটে নিন মহারাজ। তবু সত্যনারায়ণকে উপবাসী রাখবেন না। মহারাজ, যোড়শোপচারে ভোগ দিলেই দেবতার রসনা তৃপ্ত হয় না। অনাচারে এত ভোগ না দিয়ে যদি আপনি একটি তুলসীপত্র ভক্তিভরে দান করতেন, তবু তাঁকে উপবাসী থাকতে হতো না।

চিত্রসেন। কি বলছ তুমি ভণ্ড ব্রাহ্মণ?

কলি। তোমাকে আমরা হত্যাই করব।

আস্তিক। তবু সত্য কখনো মিথ্যা হবে না। মহারাজ, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা হয় করুন। মৃত্যু বা কারাবাস, কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। শুধু একটা অনুরোধ,—আজ পূর্ণিমা তিথি, শুধু এই একটা দিনের জন্য সত্যনারায়ণের পূজা আমাকে করতে দিন। আমার উপবাসী ঠাকুরকে একটিবার আমি নিজের হাতে ভোগ দিয়ে যাই।

কলানিধি। সত্যনারায়ণ উপবাসী!

কলি। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?

কলানিধি। বার বছরের পূজা কি সব নিষ্ফল হয়েছে মন্ত্রি?

চিত্রসেন। একি হতে পারে?

কলি। আমি শাস্ত্র খুলে আপনাকে দেখিয়ে দেব মহারাজ, এ পূজার এই প্রকৃষ্ট বিধান। প্রতিদিন একটি করে ছাগবলি দিতে হয়, অস্পৃশ্য শূদ্রকে প্রসাদ দেওয়া দূরের কথা, মন্দির-প্রাংগণে প্রবেশ করতেও দিতে নেই।

আস্তিক। এ যদি শাস্ত্রের বিধান হয়, সে শাস্ত্র প্রবঞ্চকের শাস্ত্র; এ সর্বনেশে শাস্ত্র নদীর জলে বিসর্জন দিন মহারাজ।

চিত্রসেন। ব্রাহ্মণ!

আস্তিক। কে কবে শুনেছে, সত্যনারায়ণ ছাগমাংসভোজী? সৃষ্টিকে রক্ষা করেন যিনি, তিনি তাঁর নিজের ভোগের জন্য জীবন্ত প্রাণী বলি দিতে বিধান দিয়েছেন, এ কথা যে উচ্চারণ করে, তার যজ্ঞসূত্র মিথ্যা, আর এ মিথ্যাচার যে অর্থ দিয়ে ক্রয় করে, সে রাজা হলেও মহামূর্খ।

চিত্রসেন। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ] কশাঘাত কর এই উদ্ধত ব্রাহ্মণকে।

কলানিধি। না—না মন্ত্রি। যাই বলুক, এ ব্রাহ্মণ।

কলি। ব্রাহ্মণ হলেও চোর। বলির পশু চুরি করেছে।

চিত্রসেন। কোথায় সে পশু?

আস্তিক। আমি জানি না।

কলি। তোমার সে সংগীটি কোথায়?

আস্তিক। তাও জানি না।

চিত্রসেন। যাক, তুমি বলির পশু ফিরিয়ে দেবে কিনা?

আস্তিক। না। মহারাজ, বলির যদি এতই প্রয়োজন হয়, আমাকে বলি দিন; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, পশুবলিতে 'যদি পুণ্য হয়,

ব্রাহ্মণ-বলিতে আরও বেশী পুণ্য হবে। আমি একটা অভিশাপও দেব না রাজা, বরং প্রাণভরে আপনাকে আশীর্বাদ করব। চোখের উপরে প্রভুর উপবাসী মুখ দেখেছি, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেও তাঁর ক্ষুধা মেটাতে পারলুম না। এর চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।

চিত্রসেন। নিয়ে যাও পূজারি। সত্যনারায়ণের পূজা বলিহীন হবে না। পশুর পরিবর্তে এই ব্রাহ্মণকেই বলি দাও।

রক্ষী। চলে এস ঠাকুর। [আকর্ষণ]

কলানিধি। দাঁড়াও। ব্রাহ্মণ, তুমি বলছ, সত্যনারায়ণ বলি গ্রহণ করেন না? তুমি আর কখনো সত্যনারায়ণের পূজা দেখেছ?

আস্তিক। আমি নিজেও তার পূজারী মহারাজ। পঁচিশ বছর ধরে আমি তাঁর পূজা কচ্ছি। এ পূজার উপচার অতি সামান্য, আর এর মধ্যে অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নেই। মহারাজ, বলি আমাকে দিতে হয় দিন; কিন্তু তার পূর্বে একবার আমায় সত্যনারায়ণের ভোগ দিতে দিন।

কলানিধি। কি নাম তোমার ঠাকুর? কোথায় বাড়ী?

আস্তিক। আমার বাড়ী মথুরায়।

কলি। মিথ্যাকথা বলো না ঠাকুর। তুমি না বলেছিলে তোমার বাড়ী মগধে? এর মধ্যে মগধ মথুরা হয়ে গেল?

আস্তিক। আমি মগধ—

কলি। তুমি মগধ নও, মগধ তোমার জন্মভূমি। ছি ছি, মিথ্যাবাদি, প্রবঞ্চক, বার্দ্ধক্যেও ভণ্ডামি ত্যাগ করতে পার নি?

চিত্রসেন। রক্ষি! এই বৃদ্ধকে মন্দিরে নিয়ে যাও।

কলানিধি। এ কি কচ্ছ মন্ত্রি, মন্দিরে নরবলি?

চিত্রসেন। উপায় নেই, দেবতার পূজা বলিহীন হবে না।

আস্তিক। বলির পূর্বে একটিবার আমায় পূজো করতে দিন মহারাজ। দোহাই আপনার।

[আস্তিককে টানিয়া লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

কলানিধি। ফেরাও চিত্রসেন, এ যে ব্রাহ্মণ।

কলি। ব্রাহ্মণ নয়, চণ্ডাল।

চিত্রসেন। তুমি ঠিক জান ঠাকুর, সত্যনারায়ণের পূজায় বলি দিতে হয়?

কলি। এ আমার কথা নয় মন্ত্রিমশায়,—শাস্ত্রের বচন—

বলিহীনাং পূজামন্ত্র কুর্বন্তি যে পামরাঃ,
সবংশং নিধনং যান্তি কশ্চিৎ নাস্তীহ সংশয়ঃ।

বৃহৎ ছাগপুরাণে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে।

কলানিধি। কি জানি, কি তুমি বলছ? তাই যদি হয়, বার বছর ধরে পূজা করেও কেন আমার বাঞ্ছিত ফল লাভ হল না? কেন রাজ্যময় আজ এ হাহাকারের বহ্নিজ্বালা।

কলি। আমি ধ্যানযোগে জেনেছি মহারাজ, তেত্রিশ কোটি দেবতার অবজ্ঞাত এক মহাপাপী আপনার রাজধানীতে অবস্থান করছে। আপনার সমস্ত পুণ্যফল সেই দেবদ্বেষী পামর অপহরণ কচ্ছে। যদি ধ্বংসের মুখ থেকে রাজ্যটাকে রক্ষা করতে চান, তাকে মন্দিরের হাঁড়িকাঠে নিজের হাতে বলি দিন।

চিত্রসেন। তাতেই রাজ্যের শান্তি ফিরে আসবে?

কলি। না আসে, আমার মাথাটা জামিন রাখুন। মহারাজ, এই ব্যক্তি পূর্বজন্মে ছিল সাপ, আপনার হাতেই সে প্রাণ দেয়! এ জন্মে মানুষ হয়ে সে তার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। সাবধান!

কলানিধি। শুনছ মন্ত্রি?

চিত্রসেন। কার কথা বলছ, তুমি? কোথায় সে?

কলি। এই রাজধানীতে।

চিত্রসেন। প্রাসাদের কোনখানে আছে সে? কি নাম তার?

কলি। সে আছে কারাগারে। তার নাম শংখপতি। বলি চাই, বলি চাই,—নইলে এ রাজ্যের ধ্বংশ অনিবার্য।

[প্রস্থান।

কলানিধি। শংখপতি! সেই বণিকের জামাতা? তাকে বলি দিতে হবে? না—না, বড় সরল সে মুখখানা। আমি জোর করে বলছি চিত্রসেন, মহাপাপী সে নয়। তাকে বরং মুক্তি দাও।

চিত্রসেন। তা হয় না মহারাজ। রাজ্যের মংগলের জন্য তাকে বলি দিতেই হবে।

কলানিধি। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ—

চিত্রসেন। এ ব্রাহ্মণ ত্রিকালজ্ঞ মহারাজ। এর কথা অবিশ্বাস করবেন না। কিসের মমতা মহারাজ? বার বছর যে কারাগারে আবদ্ধ, তার আর জীবনের কি অবশিষ্ট আছে? সে ত মৃতই।

কলানিধি। তা বটে। আচ্ছা, তবে তাই কর। কিন্তু—না থাক্—যা হয় হবে, আর ভাবতে পারি না। রাজ্যের মংগল চাই, প্রজাদের শান্তি চাই।

[প্রস্থান।

চিত্রসেন। কি জানি, কোনদিকে পথ? বাবা সত্যনারায়ণ, অন্যায় যদি করে থাকি, আমারই মাথায় তুমি বজ্রাঘাত কর,—আমার রাজাকে তুমি শান্তি দাও বাবা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

শংখপতির প্রবেশ।

শংখপতি। ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। কার নাম উচ্চারণ কচ্ছ নির্বোধ?

শংখপতি। সত্যনারায়ণের।

সদানন্দ। মরবে যে পাগল!

শংখপতি। মৃত্যু কি এর চেয়ে ভয়াবহ বাবা? বার বছর লৌহ কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছি, আরও কতদিন এ ভাবে যাবে কে জানে? কোথায় রইল দেশ, কোথায় রইল আত্মীয়-স্বজন; কেউ জানল না যে চুরির অপরাধে আমরা দক্ষিণ পাটনের কারাগারে বন্দী।

সদানন্দ। কাঁদছ শংখপতি; কাঁদ; তবু বুকটা একটু হাল্কা হবে। কোন দুঃখ ছিল না আমার যদি আমাকে বেঁধে রেখে তোমাকে এরা মুক্তি দিত। প্রহরীর পায়ে ধরে কত অনুরোধ করেছি। এরা শোনে না। চারিদিকে পাষাণ প্রাচীর বিরাট দৈত্যের মত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে,—বেরুবার কোন উপায় নেই।

শংখপতি। বাবা, আর একমাস একদিন হলেই আমাদের কারা-বাসের বার বছর পূর্ণ হবে।

সদানন্দ। বসে বসে দিন গুণছ না? হারে অভাগা, কি হবে তোর দিন গুণে? সে মুখ তুই দেখতে পাবি না, সে ডাক তোর কাণে পৌঁছুবে না। বার বছর! সে যে অনেকদিন! কত না

জানি সে তার দাছুকে দেখতে চায়, কত না জানি "বাবা বাবা" বলে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে।

শংখপতি। বাবা, চুপ করুন বাবা। আঃ, কেন একথা তুললেন?

সদানন্দ। তুলব না? আমি কি দেখছি জান? পুঁথি বগলে সে পাঠশালায় যায়। পড়া না হলে গুরু তাকে মারে। হয়ত সে মাইনে দিতে পারে না। গুরু তাকে বিদ্রূপ করে। অপমানে দুঃখে হয়ত দাছুর নাম করে সে কাঁদে, গুরু তাকে আরও মারে। সদানন্দ সাধুর নাতীকে প্রহার করিস ব্যাটা? আমি তোকে যমের বাড়ী পাঠাব।—[প্রাচীরে পদাঘাত]

শংখপতি। কি কচ্ছেন বাবা? এ যে কারাগার।

সদানন্দ। কোন দোর খোলা নেই? কোথাও কোন রন্ধ্রপথ নেই? যেতে হবে শংখপতি, বেরিয়ে আমাদের যেতেই হবে। সে ডাকছে, আকুল স্বরে ডাকছে আমাদের। শুনছ না,—বাতাস তার আহ্বান বয়ে নিয়ে এসেছে?

শংখপতি। বাবা, কেন আজ আপনি এত অধীর হচ্ছেন? আমার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি। আমারও কি প্রাণ কাঁদে না? আমার কি ইচ্ছা করে না পাখীর মত পাখা মেলে উড়ে যেতে? বাঁর বছরে কত মুহূর্ত বাবা? আমি এক মুহূর্তও সে কল্পনার ছবি ভুলি নি। আপনাকে সে দূর থেকে ডাকছে; আর আমাকে আকর্ষণ কচ্ছে চারিদিক থেকে। পাখীর গানে তার কণ্ঠ বাজে, বাতাসের স্পর্শে তার জীয়নকাঠির ছোঁয়া লাগে। আমি দেখতে পাচ্ছি, লজ্জাবতীর পারে—দ্বিতল কক্ষের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সে তার মাকে পালের নৌকো দেখে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে। তবু ত আমি আপনারই মত পাগল হই নি।

সদানন্দ। জানিস, কাল রাত্রে মেয়েটাকে স্বপ্ন দেখেছি। পেটে ভাত নেই, পরণে শতচ্ছিন্ন বসন। কি করুণ সে মূর্তি! কেন এমন হল? এত ঐশ্বর্য সম্পদ সব কি ফুরিয়ে গেল? কেন? কেন?

শংখপতি। আপনি যে দেবতার সংগে ছলনা করেছেন ঃ সত্য-নারায়ণকে ঠকিয়ে সন্তানবর পেয়েছেন, অথচ একদিনের জন্যও তাঁর পূজো করেন নি। এ কি বৃথাই যাবে? সেই পাপেরই এই শাস্তি। বাবা, এখনও আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন; আবার আমাদের সব হবে।

সদানন্দ। হবে? আবার আমরা ফিরে যাব আমাদের ঘরে? বন্দীরা গাইবে গান, স্ত্রী পদসেবা করবে, কন্যা ব্যজন করবে? দাদু ঘুমপাড়ানীর গান গেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পূজো করব শংখপতি। কিন্তু এ কারাগারে কোথায় পাব পূজার উপচার।

শংখপতি। উপচার থাক। শুধু ভক্তিভরে তাঁকে ডাকুন, তাতেই তাঁর পূজা হবে। তিনি ভক্তের ভগবান, ভাবগ্রাহী নারায়ণ। ভক্তি-ভরে তাঁকে একবার ডাকলে পংগুও গিরিলংঘন করতে পাবে। এর জন্য ষোড়শোপচার চাই না। যারা পাপী, যারা অপরাধী, তাদের উপর তাঁর বেশী দয়া।

সদানন্দ। তা বটে! বড় অপরাধ করেছি তোমার পায়ে ঠাকুর। তুমি পরমপিতা, আমরা তোমার সন্তান। সহস্র দোষে দোষী হলেও পিতা সন্তানকে ত্যাগ করে না,—এই শুধু ভরসা। ঠাকুর, দীনবন্ধু, সত্যনারায়ণ,—সব হারিয়ে তোমার পায়ে শরণ নিলাম, রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

শরণ যদি নিলি পায়ে, চরণ দুটি ছাড়িস না।
মাথায় যদি বাজ পড়ে ভাই, তবু মাথা নাড়িস না।

শংখপতি। এত আলো কোথা থেকে আসছে ?

ধর্ম্ম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এসেছিল মহালগন,
কেন মোহে রইলি মগন ?
কোমর বেঁধে দাঁড়া এবার, বারে বারে হারিস না।

সদানন্দ। সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ !

ধর্ম্ম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আসবে পথে লক্ষ বাধা,
লাগবে গায়ে ধূলো কাদা,
তা বলে তুই পিছু হটে মনরে আঁখি ঠারিস না।

[প্রস্থান।

উত্তরে। সত্যনারায়ণ ! সত্যনারায়ণ !

নগরপালের প্রবেশ।

নগরপাল। সদানন্দ সাধু,—

সদানন্দ। কে ? ও—তুমি সেই নগরপাল, না ? দেখতে এসেছ কেমন সুখে আছি আমরা ? দেখ—দেখ, মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই।

চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে না তোমার? জান, তুমি ক'টা প্রাণীকে এক সংগে হত্যা করেছ? আমার অভাগিনী স্ত্রী-কন্যা আজ বার বছর আমাদের সন্ধান পায় নি। হয়ত তারা জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। আর এই যুবক—যার দিকে চাইলে চোখ ফেরানো যেত না, আজ তার অবস্থা দেখ, কংকালসার দেহ, কোটরগত চক্ষু।

নগরপাল। বৃথাই আমায় দোষারোপ কচ্ছ সাধু! আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

সদানন্দ। কোন অপরাধীকে কখনও কি তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দাও নি?

নগরপাল। না।

সদানন্দ। সাধুপুরুষ বটে। আজ এতদিন পরে কেন আমাদের মনে পড়েছে বন্ধু?

নগরপাল। অপরাধ নিও না সাধু। আমি তোমার জামাতাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

শংখপতি। কোথায়?

নগরপাল। সত্যনারায়ণের মন্দিরে।

শংখপতি। চল—চল, পূজোর পদ্ধতিটা ভাল করে দেখে আসি গে। যদি কখনও ফিরে যেতে পারি, লজ্জাবতীর ঘাটে নেমেই সত্যনারায়ণের পূজো করব। পুরোহিত মন্ত্র পড়বে, চন্দ্রা পাঁচালী গান করবে, আমি আর খোকন সিন্নি মেখে—আঃ!

সদানন্দ। নগরপাল, তোমার চোখ দুটো ছলছল কচ্ছে কেন? তুমি কি কোন দুঃসংবাদ এনেছ? শংখপতিকে মন্দিরে নিয়ে যেতে এসেছ, আমাকে নেবে না?

নগরপাল। না, সাধু, শুধু ওকেই আমাদের প্রয়োজন।

সদানন্দ। কেন ?

নগরপাল। বলির জন্য।

সদানন্দ ও শংখপতি। বলি !

নগরপাল। রাজ্যময় অনাবৃষ্টি অকালমৃত্যু দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাহাকার নিবারণ করতে নরবলির প্রয়োজন। ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রবিৎ পূজারীর গণনায় তোমার জামাতার নামটাই উঠেছে সাধু।

শংখপতি। বাহরে নিয়তি !

সদানন্দ। কত হাজার হাজার নারীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ যুবা এ রাজ্যের অধিবাসী, বলির খড়্গ তাদের কারও মাথায় পড়ল না, পড়বে এই ভাগ্যবিড়ম্বিত অভাগা ছেলেটার কাঁধের উপর। বিদেশী বলে এতই কি আমরা অপরাধী ?

নগরপাল। আমার সংগে এ আলোচনা নিষ্ফল।

শংখপতি। চল বন্ধু, চল। যত শীঘ্র পার, আমাকে বলি দিয়ে তোমার পদোন্নতির ব্যবস্থা কর। দাঁড়াও দাঁড়াও, বুক ঠেলে হাসি বেরিয়ে আসছে। এ দেশের মংগলের জন্য আমায় বলি চাই। এ-ই শাস্ত্রবিৎ পূজারীর গণনা ! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নগরপাল। হেসো না হতভাগ্য যুবক। এর চেয়ে কান্না অনেক ভাল। এস—এস।

সদানন্দ। না না, নিও না। যে কটা দিন বাঁচে, আমার কাছে থাক ; মরবেই ত, আমি যেন সে সময় মুখে একটু জল দিতে পাই। সেদিন আমার অগাধ ঐশ্বর্য তোমায় উৎকোচ দিতে চেয়ে ছিলাম, তুমি নাও নি। আজ আমার কিছুই নেই। শুধু পিতৃহৃদয়ের আকুল বেদনা নিয়ে তোমায় অনুরোধ কচ্ছি,—অভাগা ছেলেটাকে তুমি নিয়ে যেও না।

নগরপাল। এই দেখ সাধু, রাজার স্বাক্ষরিত আদেশপত্র। আমি কি পারি এ আদেশ অমান্য করতে?

শংখপতি। বাবা! কেন এ দীনতা আপনার? আমার তুচ্ছ জীবনটার জন্য আপনি যার তার কাছে ভিক্ষা চাইবেন, আর সে জীবন নিয়ে আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকব? ছিঃ।

সদানন্দ। তুচ্ছ জীবন শংখপতি? ওরে, এ জীবনের সংগে যে আরও ক'টা প্রাণ একসূত্রে গাঁথা!

শংখপতি। কোথায় তারা, কোথায় আমি! কখনো আর দেখা হবে না। আজ হক, কাল হক, এই নির্বাত কারাগারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরতেই ত হবে। অসহায় পংগুর মত মরার চেয়ে একটা দেশের কল্যাণের জন্য—অসহায় আর্ত নর-নারীর জন্য আত্মবলি দেওয়া অনেক ভাল বাবা।

নগরপাল। দুঃখ করো না সাধু। আমি জোর করে বলছি, সত্যনারায়ণ যদি সত্যই নারায়ণ হন, নরবলি তিনি কখনই গ্রহণ করবেন না। বলির খড়্গ ভেঙে চূরমার হয়ে যাবে, তোমার জামাতার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হবে না।

সদানন্দ। নিয়ে যাবে, সত্যই নিয়ে যাবে? তবে একটা কাজ করে যাও। তোমার কাছে ত অস্ত্র আছে। আগে আমাকে হত্যা কর, তারপর—

শংখপতি। বাবা!

সদানন্দ। না—না, আমাকে হত্যা না করে কেউ তোকে নিয়ে যেতে পারবে না।

নগরপাল। থাক সাধু; আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। হক অন্যায়, তবু আমি আজ রাজাদেশ অমান্য করব; শুধু তাই নয়,

তোমার জামাতাকে আমি এই মুহূর্তেই মুক্তি দিয়ে নিজে তার স্থান অধিকার করব। বলি যদি হয়, আমারই হক।

সদানন্দ। কি বললে? তুমি প্রাণ দেবে আমাদের জন্ত? তোমার কেউ নেই?

নগরপাল। সবাই আছে আমার। আমি মরে গেলে দশজন মানুষ ছিন্নমূল হয়ে যাবে। তবু এ দৃশ্য আর আমি সইতে পাচ্ছি না সাধু।

শংখপতি। তোমার জয় হক বন্ধু। আমাকে বাঁচাতে হবে না। যদি পার, আমার এই ভাগ্যহীন পিতাকে তুমি দেখো। বাবা, এক-জন নিষ্পাপ রাজকর্মচারীর প্রাণের বিনিময়ে আমাকে আপনি রক্ষা করতে চান?

সদানন্দ। না না। নিয়ে যাও নগরপাল।

শংখপতি। এ রাজ্যের কল্যাণে আমি প্রাণ দিচ্ছি, বিনিময়ে রাজা কি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন না? আমি তাঁর কাছে আপনার মুক্তি ভিক্ষা করে যাব। বাবা, দেশে ফিরে গিয়ে লজ্জাবতীর ঘাটে সত্যনারায়ণের পূজো দেবেন। খোকাকে সত্যনারায়ণের নামেই আমি উৎসর্গ করে যাচ্ছি। চল বন্ধু, আর কোন বাধা নেই।

[প্রণাম করিয়া নগরপালসহ প্রস্থান।

সদানন্দ। শংখপতি, শংখপতি,—

কলানিধির প্রবেশ।

কলানিধি। নিয়ে গেছে? তোমার জামাতাকে নিয়ে গেছে সাধু? জোর করে ধরে রাখতে পারলে না?

সদানন্দ। কে তুমি? রাজা? খুন করে আবার ব্যঙ্গ করতে এসেছ? আমি তোমাকেই খুন করব পাষণ্ড।

কলানিধি। পারবে? ঠিক পারবে? এই অস্ত্র নাও; হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। বিঁধিয়ে দাও আমার বুকে। দাও—দাও, মানুষকে বাঁচাবার জন্য মানুষ খুন করেছি আমি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হক।

সদানন্দ। পাপ যদি বুঝেছ রাজা, এখনো সময় আছে, আদেশ প্রত্যাহার কর।

কলানিধি। তা যে পারি না। শাস্ত্র এসে পথ রোধ করে। হান তরবারি, হান। এখুনি কেউ এসে পড়বে। ভাবছ কি নির্বোধ? ঘরের কোণে ওই একখানা শাদা পাথর দেখতে পাচ্ছ? ওই পাথর-খানা সরিয়ে ফেললেই দেখবে এক সুড়ঙ্গপথ। আমাকে হত্যা করেই তুমি পালিয়ে যাবে।

মার্কণ্ডের প্রবেশ।

মার্কণ্ড। মহারাজ!

কলানিধি। কি?

মার্কণ্ড। সেই ব্রাহ্মণ—

কলানিধি। পালিয়ে গেছে? যেতে দাও, পিছু নিও না।

মার্কণ্ড। পলায়ন করে নাই, তাহাকে মন্দিরে—

কলানিধি। বলি দিয়েছ? বেশ করেছ। ঠাকুরকে তোমরা কুকুর বানিয়েছ। ও মন্দিরের ধুলো আমি আর মাথায় তুলব না।

মার্কণ্ড। মহারাজ!

কলানিধি। মন্ত্রীকে বল। মহারাজ আমি নই, চিত্রসেন।

মার্কণ্ড। পূজারী উহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। বলির খড়্গ অত্যন্ত ভারী হইয়া গিয়াছে; কেহ উহা তুলিতে পারিল না। মন্ত্রিমহাশয় বলিলেন, ব্রাহ্মণকে এখন কি করিব?

কলানিধি। মুক্তি দেবে। ধনরত্ন যা কিছু তাঁর কামনা, সব দিয়ে সসম্মানে তাঁকে বিদায় দেবে। আর সমগ্র রাজ্যের লোক ডেকে এনে তাদের মাথায় সেই ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো ছড়িয়ে দেবে।

মার্কণ্ড। যথাদেশ নরনাথ। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কলানিধি। শোন। [মার্কণ্ড ফিরিল] কারাগারের সমস্ত দ্বার খুলে দাও; বাতায়ন উন্মুক্ত কর। ভগবানের দেওয়া আলো বাতাস থেকে কাউকে আমি বঞ্চিত করব না। আর সেই ব্রাহ্মণকে একবার এখানে নিয়ে এস; বেঁধে নয়, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে নিয়ে এস। নরক পবিত্র হক।

[অভিবাদনপূর্বক মার্কণ্ডের প্রস্থান।

কলানিধি। তুমি সত্যনারায়ণের পূজো দেখেছ?

সদানন্দ। দেখেছি।

কলানিধি। কোথায়?

সদানন্দ। আস্তিক ঠাকুরের বাড়ী।

কলানিধি। মথুরানগরের আস্তিক? তুমি তাকে চেন?

সদানন্দ। তাকে সবাই চেনে রাজা। সত্যনারায়ণের অমন ভক্ত কেউ নেই।

কলানিধি। তুমি জান, সত্যনারায়ণের অনুগ্রহে তাঁর পর্ণকুটির প্রাসাদ হয়েছে?

সদানন্দ। আমি নিজের চোখে দেখেছি রাজা। সেদিন সেই মুহূর্তে আমি তাঁর কুটিরে উপস্থিত ছিলাম।

কলানিধি। সত্যনারায়ণের পূজা করলে সব কামনা পূর্ণ হয়?

সদানন্দ। আমার হয়েছিল রাজা। আমি নিজের দোষে তাঁর অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

চিত্রসেনের প্রবেশ।

চিত্রসেন। মহারাজ!

কলানিধি। খাঁড়া উঠল না মন্ত্রি? ও আর উঠবে না। রাখে হরি, মারে কে?

চিত্রসেন। সে কথা নয়। আমি বলতে এসেছি—

কলানিধি। যে এই ছেলেটাকে মুক্তি দেবে কি না। আমি বললেই কি তুমি দেবে? আমার কথা কেউ শোনে না। কিন্তু তুমি ঠিক জেনো বন্ধু, সত্যনারায়ণ যদি সত্যনারায়ণই হন, ও খড়্গ আর কেউ তুলতে পারবে না।

চিত্রসেন। বড় আশ্চর্য ব্যাপার মহারাজ। মহারাণীর কণ্ঠহার সিন্দুকেই আছে, আমরা কেউ দেখতে পাই নি।

কলানিধি। তাহলে যে হার এদের কাছে পাওয়া গেছে—

চিত্রসেন। সে একটা নকল কণ্ঠহার। এই দেখুন। [দুইটি হার দিলেন]

সদানন্দ। নকল! জয় সত্যনারায়ণ।

কলানিধি। বার বছর মিথ্যা চুরির দায়ে দু'দুটো জলজ্যান্ত মানুষ নির্বাত কারাগারে মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ করেছে, আর আজ বলছ তুমি—হার নকল! এদের জীবন থেকে যে বার বছর খসিয়ে নিয়েছ, পারবে তা ফিরিয়ে দিতে? এদের ঐশ্বর্য সম্পদ যদি অটুট না থাকে, এদের আত্মীয়স্বজন যদি কেউ শোকে দুঃখে মরে গিয়ে থাকে, পারবে তুমি তার ক্ষতিপূরণ করতে?

চিত্রসেন। ক্ষতিপূরণ করতে পারব না, কিন্তু নিজে আজীবন কারারুদ্ধ থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব রাজা।

কলানিধি। বিলাপ রাখ। আগে এই সাধুর জামাতাকে মন্দির থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

চিত্রসেন। কিন্তু—

কলানিধি। এর পরেও কিন্তু? বিনাদোষে দীর্ঘকাল যাদের এত-বড় শাস্তি দিয়েছি, আমাদের উচিত, তাদের হাতে গোটা রাজ্যটা তুলে দিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দোরে দোরে ভিক্ষা করা। যাও, নিয়ে এস যুবককে। মহামারীতে দেশ যদি উজাড় হয়েও যায়, তবু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর আমি দেব না। যাও মন্ত্রি, যাও,—বিলম্ব করো না। যদি আমাদের দোষে সেই নিষ্পাপ যুবকের প্রাণহানি হয়, আমি তুষানলে প্রবেশ করব।

চিত্রসেন। আমি এখনি যাচ্ছি মহারাজ। সাধু, তোমাদের কাছে অপরাধী আমি, মহারাজ নন। যত অভিশাপ দিতে হয়, আমাকে দাও, মহাবাজকে দিও না।　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

সদানন্দ। এ তোমারই দয়া প্রভু। তোমার অফুরন্ত দয়ায় অবগাহন করেও আমি তোমায় চিনতে পারি নি; তোমার কোলে বসেও তোমাকে দেখতে পাই নি। তারই এ শাস্তি। কারও দোষ নয়, সব আমার দোষ, আমার দোষ।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। মহারাজের জয় হক।

সদানন্দ। কে, কে? আস্তিক ঠাকুর না?

কলানিধি। সে কি? আপনারও নাম আস্তিক?

আস্তিক। সাধু সদানন্দ নয়? তুমি কেন কারাগারে? কতদিন এখানে আছ?

সদানন্দ। বার বছর।

আস্তিক। বার বছর! কেন ভাই, কেন?

কলানিধি। মিথ্যা চুরির অপরাধে। কিন্তু একি আশ্চর্য!

সদানন্দ। আশ্চর্য কিছুই নয় রাজা। এ সব তাঁরই দয়া! এই সেই ব্রাহ্মণ, যার পর্ণকুটির এক মুহূর্তে প্রাসাদ হয়ে গিয়েছিল, যার অন্ধ নয়ন তাঁরই দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল।

কলানিধি। আমার মন্ত্রী তবে মথুরা নগর থেকে কাকে নিয়ে এসেছিল? এই বার বছর ধরে আমার প্রাসাদে কে সত্যনারায়ণের পূজো করেছে? তারও নাম যে আস্তিক।

আস্তিক। তা জানি না। তবে একথা সত্য যে, সত্যনারায়ণের পূজা ছাগবলি দিয়ে হয় না।

কলানিধি। আমার মন্দিরে যে প্রত্যহ ছাগবলি হয়েছে।

সদানন্দ। তাই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে রাজা। নরবলি দিয়ে এ দুর্ভিক্ষ দূর হবে না। নির্বোধ অপদার্থ রাজা, সৃষ্টির পরিপালক শান্তির দেবতা সত্যনারায়ণকে তুমি এতদিন ধরে জীবরক্তে স্নান করিয়েছ? তোমার এখন উচিত নিজের মাথাটা উপহার দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করা।

কলানিধি। তাই হক। ব্রাহ্মণ, আমাকেই তুমি দেবতার নামে উৎসর্গ কর।

আস্তিক। না রাজা, দুঃখ করো না। মানুষ ত দেবতা নয়, ভুল করে বলেই সে মানুষ। দেবতার মাথায় সহস্র আঘাত করেও সে যদি একবার তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তিনি সব দোষ ভুলে তাকে বুকে তুলে নেন। এস রাজা, নগরীর আপামর সাধারণকে নিমন্ত্রণ কর। আমি তোমার মন্দিরে নূতন করে সত্যনারায়ণের প্রতিষ্ঠা

করব। দুর্ভিক্ষ থাকবে না, দেবতার করুণা আকাশ ভেঙে লক্ষ ধারায় নেমে আসবে। তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে রাজা।

কলানিধি। পূর্ণ হবে ঠাকুর?

আস্তিক। যদি না হয়, বৃথাই আমি এতদিন সত্যনারায়ণের পূজা করেছি।

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

সদানন্দের গৃহপ্রাংগণ।

সত্যনারায়ণের বিগ্রহ মস্তকে ধারণ করিয়া
ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। হেই, বাড়ীতে কে আছ বটে? বেইরে এস, শীগগির, ঠাকুর এইয়েছে। ভূতের বাড়ী না কি রে বাবা? কেউ সাড়া দিচ্ছেক নি। হেই,—

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। কে বাবা তুমি? কি চাও বাবা?

ভজহরি। কিচ্ছু চাই নি গো। আপুনি সদানন্দ সাধুর পরিবার? সে আমি দেখেই আঁচ করেছি। এই নাও, বেশ ছেদ্দা করে ঠাকুরকে বুকে তুলে নাও।

লীলাবতী। ঠাকুর? কিসের ঠাকুর?

ভজহরি। আরে বিটি, সত্যনারায়ণ ঠাকুর।

লীলাবতী। কে দিলে?

ভজহরি। তোমার বাবা দিলে। বিটী হাউড় নাকি গো? ঠাকুর কেউ দেয়? ঠাকুরকে ছেদ্দা করে ডাকলে ও আপুনি আসে, বুঝলে কিনা। নেবে ত নাও, নইলে ঠাকুরকে নিয়ে আমি চললুম।

লীলাবতী। না—না, নিও না; আমার ঘর থেকে ঠাকুরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেও না। কিন্তু আমার যে বাসী কাপড়।

ভজহরি। তাতে কি ক্ষেতি হল? বলি মনটা বাসী নয় ত বটে? এ ঠাকুর হ্যাংলা গো, তুমি পাইখানায় বসে ভোগ দিলেও নিয়ে নেবে। মোদ্দা ছেদ্দাটি চাই। ধর।

লীলাবতী। [বিগ্রহ লইয়া] নিজের গুণে আমার ঘরে এলে যদি ঠাকুর, আর আমায় ত্যাগ করে যেও না। বড় অপরাধ করেছি তোমার পায়ে দয়াময়। মানৎ করেও তা রক্ষা করি নি। সেই পাপেই আমার সব গেছে। নাতীটা পর্যন্ত তার মায়ের সংগে সেই যে গেছে, আজও ফিরল না। কারও দোষ নয় ঠাকুর, সব আমারই দোষ। দণ্ড দিতে হয় শুধু আমাকেই দাও, আর কারও গায়ে কাঁটার আঁচড় দিও না ঠাকুর।

ভজহরি। যাও, বেশ করে একটা থান নিকিয়ে পুঁছিয়ে ঠাকুরকে বসিয়ে রাখ।

লীলাবতী। কিন্তু আমি ত পূজার পদ্ধতি জানি না।

ভজহরি। সেজন্যে দুঃখু কি? সে ত মা-ই এসে শিখিয়ে দিবে।

লীলাবতী। মা কে?

ভজহরি। এ বিটী মরে ক্যান্ না? মা কে? মা আবার কে? মা—মা, বাবার পরিবার। বাবাকে চেন? এস্তিক ঠাকুর গো, এস্তিক—

লীলাবতী। আস্তিক ঠাকুর! সত্যনারায়ণের পরম ভক্ত আস্তিক ঠাকুর! তিনি আসছেন এই মহাপাপীর ঘরে?

ভজহরি। আরে দূর, তিনি নয়, তেনার পরিবার।

লীলাবতী। কই, কই, কোথায় তিনি?

ভজহরি। হা-ই দেখা যাচ্ছে।

লীলাবতী। সংগে ও কারা আসছে?

ভজহরি। তোমার মেইয়ে, তোমার নাতী, আর সেই ঝঁ্যাটা-মুখী দাসীটে। চল—চল, একটা ঝুড়ি-ফুড়ি আমায় দাও দিকিনি আপুনি; চট্‌ করে বাজারটা ঘুরে আসি।

লীলাবতী। বাজারে যাবে? কিন্তু—

ভজহরি। তোমার অত কিন্তুনের দরকার কি? মা যখন এসছে, সব ব্যবস্থা তেনার। হা-ই দেখ ট্যাকা [গাঁটে বাঁধা টাকা দেখাইল]

লীলাবতী। ঠাকুর, গুরু অপরাধে অপরাধী হয়েও তোমাকে যে ডাকে, এমনি করেই কি তার মাথায় তুমি করুণার ধারা বর্ষণ কর? আমি আর কিছুই চাই না; আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে হয় দাও, মেয়েটাব কপালে বাজ হেনো না ঠাকুর। ফিরিয়ে দাও, আমার শংখপতিকে ফিরিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

ভজহরি। ইস, কতবড় মানষির পরিবার, কি হাল হয়েছে দেখ। শেলাই করে করে কাপড়ের আর কিচ্ছুটি নেই। হেই ঠাকুর, শুনছ? হাসবেক নি বলছি। আমার পুণ্যি-টুন্যি কিছু থাকলে এই বিটীকে দিয়ে দিচ্ছি; ওর সব ফিরিয়ে দাও—বুঝলে কিনা।

[প্রস্থান।

পদ্মা ও চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। আসুন দেবি, এই আমাদের বাড়ী। আপনার আগমনে আমার ঘর পবিত্র হল।

পদ্মা। ছি মা, ওকথা কি বলতে আছে? ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ

পেয়ে তোমাদের ঘরে আমি তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আমি কেউ নই মা, শুধু তাঁর হাতের যন্ত্র। কি তাঁর উদ্দেশ্য জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তাঁর আদেশ নিরর্থক নয়। চোখের উপর থেকে কি যেন একটা কুয়াসার যবনিকা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কই, তোমার মা কোথায়?

চন্দ্রকলা। আপনি ভেতরে আসুন।

ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। ও মা,—তুমি এইয়েছ? হেই মা, এ কি কাণ্ড হল গো? আমার যে পেত্যয় হচ্ছে না গো?

পদ্মা। কি ভজহরি, কি?

ভজহরি। আরে বিটি, সব্বনেশে কাণ্ড। আমি ত তখনি বলেছিনু,—এ না হযে যাব না। হা-ই দেখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ডাঁড়িয়েছেক। [পদ্মার হাতে একটি ছবি দিল]

পদ্মা। একি? এ বালক কে? এ কার ছবি চন্দ্রকলা?

চন্দ্রকলা। আমার স্বামীর ছেলেবেলাকার ছবি।

পদ্মা। তোমার স্বামী! এই তোমার স্বামী!

ভজহরি। হিঃ-হিঃ-হিঃ। জয় বাবা সত্যনারায়ণ।

চন্দ্রকলা। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?

পদ্মা। দেখেছি? না—হ্যাঁ দেখেছি। এ বালক এখানে কি করে এল?

চন্দ্রকলা। সে অনেক দিনের কথা! মার কাছে শুনেছি—এক ফকির তাঁকে আহত অবস্থায় এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

পদ্মা। ভজা!

ভজহরি। আর ভজা! ভজা নেই, ভজা মরেছেক। হিঃ-হিঃ-হিঃ। শালারা বলে সত্যনারায়ণ নয়, মিথ্যেনারায়ণ। মারব নাকে ঘুসী। আরে বিটি, হাঁ করে রইলে কেন আপুনি? সেই কথাটা সুধোও ক্যান্ না? সেই পায়ের কথা গো। জয় বাবা সত্যনারায়ণ, জয় বাবা সত্য—

পদ্মা। হ্যাঁ মা-লক্ষ্মি, তোমার স্বামীর পায়ের তলায় কিছু দেখেছ?

চন্দ্রকলা। দেখেছি পায়েব তলায় একটা পদ্মফুল আঁকা!

ভজহরি। ভজা নেই, ভজা মরেছেক। জয় বাবা সত্যনারায়ণ—জয় বাবা সত্যনারাযণ। [নৃত্য]

চন্দ্রকলা। আপনি—আপনি তবে—

ভজহরি। তোমার শাউড়ী গো! তোমার সোয়ামী ওরই ছাওয়াল। হিঃ-হিঃ-হিঃ।

চন্দ্রকলা। মা, মা,—[পদ্মার পদতলে পতন]

পদ্মা। বুকে এস মা-লক্ষ্মি, বুকে এস আমার। কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। সে আসবে। ঠাকুরের দয়ার শেষ নেই, গাছে তুলে তিনি মই কেড়ে নেন না। সে নিশ্চয়ই আসবে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। কবে গো, কবে আসবে সে? আমার যে আর দিন কাটে না। কি রে চন্দ্রা, কাঁদছিস কেন? ঠাকুর সত্যনারায়ণ ঘরে এসেছেন, আজও তুই কাঁদবি হতভাগি? যা মা, চোখ মুছে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর। আবার একটা ঘোমটা দিয়েছিস. কেন?

ভজহরি। দিবেক নি? শাউড়ী যে গো।

লীলাবতী। কে শাশুড়ী?

পদ্মা। আমি ভাই। তোমার মেয়ে আমারই পুত্রবধূ।

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। ওমা, কোথায় যাব গো? ওরে দিদি, তোর কপালে এত সুখ ছিল? দেখলে বৌমা, সত্যনারায়ণের জহুরা দেখলে? ভাল করে ডাক মা, ভাল করে ডাক। চাই কি সাতদিনের মধ্যে লজ্জাবতীর ঘাটে শ্বশুর-জামাই এসে নামবে। কি বলিস ভজা?

ভজহরি। তাই ত বলছি ঝঁ্যাটামুখিদি।

সুধামুখী। ঝঁ্যাটামুখী কে রে মড়া? সুধামুখী বলতে পার না?

চন্দ্রকলা। বাবা সত্যনারায়ণ, তোমার প্রসাদেই পৃথিবীর আলোক দেখেছি, তোমারি নাম নিয়ে তরী ভাসিযে দিলাম ঠাকুর। আর আমার কিছুই চাইবার নেই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক ঠাকুর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভজহরি। ও বৌঠান, ও বৌঠান, একটা ঝুড়ি-ফুড়ি দাও। বড় দেখে দিও; আজ বাজারশুদ্ধু কিনে আনব। কি বল ঝঁ্যাটামুখি?

[ভজহরি ও চন্দ্রকলার প্রস্থান।

সুধামুখী। ফের ঝঁ্যাটামুখী রে ড্যাকরা?

লীলাবতী। এরা বলে কি সুধামুখি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

পদ্মা। স্বপ্ন নয় ভাই, দিবালোকের মত সত্য। দশ বছরের এই ছেলে তার পিতার সংগে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে একদিন আর ফিরল না। মিথ্যা চুরির দায়ে এক দোকানদার, তাকে এমন প্রহার

করলে যে, ঠাকুর ভাবলেন, সে মরেই গেছে। মৃতদেহটাকেও শেয়ালে টেনে নিয়ে গেল। সে যে শেয়াল নয়, এক ফকির,— আজই প্রথম তা জানলুম। এ আমারই ছেলে বোন, নাম ছিল তার মৃণাল।

লীলাবতী। হারিয়ে ফেলেছি দিদি। তোমার ছেলেকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার অনুমতি নিয়েই সে তার শ্বশুরের সংগে বাণিজ্যে গেছে। সে আজ বার বছর।

সুধামুখী। কান্না রেখে এখন উদ্যুগ কর না গিয়ে। আঃ খেলে যা। তার দয়া হলে অমন দশটা জামাই ঘাটে এসে ভিড়বে না?

লীলাবতী। শংখপতি তাহলে ব্রাহ্মণ-সন্তান?

পদ্মা। না বোন; সে আমার পেটের ছেলে নয়। তার এক বছর বয়সে পুরীধামে তাকে আমি পেয়েছিলাম। সেই থেকেই সে আমার ঘরে মানুষ। কে যে তার পিতামাতা, কিছুই আমি জানি না। তার পায়ের তলায় ছিল সহজাত পদ্মফুল। তার মত ভাগ্যবান পুরুষ সংসারে খুব কমই জন্মায়। আমি জানি, অকালমৃত্যু তার হতে পারে না।

সুধামুখী। তুমি দেবী, তোমার কথা মিথ্যে হতে পারে না। আশীর্বাদ কর মা, সে ফিরে আসুক। মেয়েটা একলাটি কোণে বসে কাঁদে, আমার বুকটা ফেটে যায় মা। বিয়ে হয়ে একটি মাসও সোয়ামী নিয়ে ঘর করলে না, হতভাগা শ্বশুর বাছাকে আমার সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েটার কান্না কেউ দেখলে না। এমন সব শত্তুর এরা।

ভর্জহরি। [নেপথ্যে] বাজারে চললুম গো ঝাঁটামুখিদি,—

সুধামুখী। তবে রে মিনসে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

লীলাবতী। কি দিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করব দিদি? এমন অতিথি তুমি, নিজগুণে আমার ঘরে এসেছ। তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। অথচ একদিন আমার সবই ছিল।

পদ্মা। আবার সব হবে; ভক্তিভরে সত্যনারায়ণকে ডাক। কোন সাধ অপূর্ণ থাকবে না।

লীলাবতী। জয় সত্যনারায়ণ!

পদ্মা। জয় সত্যনারায়ণ!

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্য দৃশ্য।

দক্ষিণ পাটন ও মথুরা।

একই সময়ে আস্তিক ও পদ্মাবতী পাঁচালী পাঠ করিতেছিল।

(পাঁচালী)

আস্তিক। প্রভু সতানারায়ণ সর্বদুঃখবিনাশন,
পদ্মা। ভক্তিভরে যেবা পূজে তায়,
আস্তিক। সর্ব শোক হয় দূর গৃহে নামে সুরপুর,
পদ্মা। অন্ধজনে আঁখি মেলি চায়।
আস্তিক। বোবা বলে "হরি হরি" পংগুতে লংঘয়ে গিরি,
পদ্মা। বন্ধ্যা নারী পায় রে নন্দন,
আস্তিক। প্রতি পূর্ণিমা নিশিতে পূজ ভক্তিভরা চিতে,
পদ্মা। জয় জয় সত্যনারায়ণ।
জনতা। জয় সত্যনারায়ণ। জয় সত্যনারায়ণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দক্ষিণ পাটন—পথ।

তীর্থংকরের প্রবেশ।

তীর্থংকর। সব গেল রে, সব গেল। সাতটা মেয়ে সাতটা জামাই সোনার হাতী নিয়ে মারামারি করে মরে গেল। সোনার হাতীটাও পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেল! হাতীর পাখা কেউ কখনো দেখেছে? হাত্তোর বামুনের কপাল রে।

কলির প্রবেশ।

কলি। কে, তীর্থংকর না? দেশ থেকে ফিরে এলে পৌরোহিত্য করতে? যাও, এগিয়ে যাও, রাজা তোমার জন্য সোনার থালায় রাজভোগ সাজিয়ে বসে আছে।

তীর্থংকর। তুমি যাচ্ছ কোথায়?

কলি। কোথায় যে যাব, তা বলতে পাচ্ছি না; তবে এখানে আর নয়। এরা বড় ইতর। লোকগুলো হঠাৎ ধর্ম ধর্ম করে ক্ষেপে উঠেছে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে তীর্থংকর, অসভ্য লোকগুলো সবাই সত্য কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

তীর্থংকর। সে কি হে? সত্য কথা আবার কেউ বলে?

কলি। ঘোর দুর্দিন তীর্থংকর, ঘোর দুর্দিন! একজনের দুঃখে আর একজন কাঁদে, একের বিপদে অপরে বুক পেতে দেয়, ছত্রিশ জাত এক সংগে বসে ধর্মকথা শোনে।

তীর্থংকর। অ্যাঁ! এত অধঃপতন!

কলি। বললে তুমি অবাক হয়ে যাবে, ইতর লোকগুলো টাকা ধার দিয়ে দলিল নেয় না, পরের সম্পত্তি হাতে পেলেও নিতে চায় না, নিজের মুখের গ্রাস পরকে ডেকে খাওয়ায়।

তীর্থংকর। গেল, পৃথিবী রসাতলে গেল।

কলি। তোমাদের খবর কি?

তীর্থংকর। আর খবর! সোনার হাতী নিয়ে ঝগড়া করে সাতটা মেয়ে আর সাতটা জামাই খুন হয়ে গেছে রে ভাই।

কলি। আহা—শুনেও সুখ। তাহলে তোমাদের ওখানেই গিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি।

তীর্থংকর। যাচ্ছ কোথায়? ছ মাসের পাওনা থোওনার হিসেব দিয়ে যাও।

কলি। সব পুবরক্ষীর কাছে জমা আছে ভাই। তুমি যাও, তোমাকে দেখলেই দিয়ে দেবে। যদি তার সংগে দেখা না হয়, মন্ত্রীর কাছে যাবে। সব ভাল করে বুঝে শুনে নিও তীর্থংকর। সাতখানা সোনার খাট, দুটো রূপোর গাভী, একটি হীরের ছাতি, এক হাজার মুক্তোর বিল্বপত্র—আরও সব কত কি, মনেও নেই।

তীর্থংকর। তোমাকে কত অংশ দিতে হবে?

কলি। কিছু না। সব তুমি একাই ভোগ কর। আমার শুনেই সুখ। যাও, রাজপুরুষেরা তোমার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে আছে। আচ্ছা, আসি তবে।

[প্রস্থান।

তীর্থংকর। বড় ভাল লোক। নিজে কিছুই নিলে না, সব আমাকে ভোগ করতে দিয়ে গেল। সংসারে সবাই যদি এমনি হত, তাহলে কি হাতীর পাখা গজাত! আস্তিক শ৷লার বাড়ীটার পাখা

গজাতে পারে না? যাক, সাতখানা সোনার খাট পেলে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে।

মার্কণ্ডের প্রবেশ।

মার্কণ্ড। এ ঠাকুব-অ!

তীর্থংকর। এই যে পুররক্ষী ভাই। চল দেখি, আমায় সব বুঝিয়ে দেবে।

মার্কণ্ড। হ্যাঁ, চল, মন্ত্রিমহাশয় তোমার নিমিত্ত রাজবাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন।

তীর্থংকর। তা ত করবেই। কতদিন আমি পূজো করি নি। কি বাবা, শেকল বার কচ্ছ কেন?

মার্কণ্ড। তোমাকে বাঁধিব বলিয়া।

তীর্থংকর। কি ইয়ারকি হচ্ছে দেবতাবামুনের সংগে?

মার্কণ্ড। দেবতা! শড়া জুয়াচোর, তুমি দেবতা অছি? [প্রহার]

তীর্থংকর। তবে রে উড়ের পো, আমার গায়ে হাত। আমি মন্ত্রীকে বলে এখুনি তোর গর্দান নেব।

মার্কণ্ড। তুমি আস না। কে কাহার গর্দান নেয়, অদ্যই তোমাকে দেখাইব। [শৃংখলিত করিল] আস।

তীর্থংকর। বাঁধলি যে? আমি বিশ্ববরেণ্য আস্তিক শর্মা, মুখের কথায় তোর উড়ের ঝাড় ভস্ম করে ফেলব জানিস?

মার্কণ্ড। আস্তিক! [প্রহার] শড়া, তুমি আস্তিক অছি! তুমি তস্কর-অ।

তীর্থংকর। তোর বাপ তস্কর!

মার্কণ্ড। মারি কিরি পকা—। [প্রহার] আমার দেশে সে কনাই

গোয়ালা ঠাকুর সাজি কিরি মন্দিরকু ভোগ বাঁধিলা,—সে হরাধন জমিদার ইমতি চুল ধরি কিরি মথা কাটি দিলা। আস—[আকর্ষণ]

তীর্থংকর। আরে ব্যাটা, হল কি ?

মার্কণ্ড। তুমি আস্তিক নহ, তোমার নাম তীর্থংকর-অ !

তীর্থংকর। অ্যাঁ !

মার্কণ্ড। ওই দেখ, আস্তিক ঠাকুর মহারাজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

তীর্থংকর। ওটা আবার কে ? সদানন্দ ?

মার্কণ্ড। হাঁ, সাধু গৃহে গমন করিতেছে।

তীর্থংকর। হায় রে হায়, এখানেও গেরো ! আমাব হাতীব হল পাখ, মেয়েজামাই ফাঁক, ওরে উড়ে,—শুধু প্রাণটা আমার রাখ রে উড়ে, প্রাণটা শুধু রাখ।

[মার্কণ্ড তীর্থংকবকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

মোট মাথায় মুটিয়ার প্রবেশ।

মুটিয়া। ও কত্তা, ও কত্তা,—

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। কি হল রে ? থামলি কেন ?

মুটিয়া। মোট নাবাও কত্তা, আর আমি পারব না।

সদানন্দ। পারবি না ? তবে মাথায় নিলি কেন ?

মুটিয়া। পেটের জ্বালায় নিয়েছিলুম কত্তা। এখন দেখছি পেটের চাইতে, মাথার জ্বালা বেশী।

সদানন্দ। অতবড় জোয়ান—এইটুকু মোট নদীর ঘাটে নিয়ে

যেতে পারবি না? মাঝিরা ভারী ভারী বোঝা নিয়ে গেল, আর তুই দুপা এগুতে পারলি নে? দূর হতভাগা গাধা।

মুটিয়া। গাধা বল আর যাই বল, আগে মোট ত নাবাও। উঃ, কি ভারী বে বাবা। সব সোনা নাকি? এঃ, মাথাটা গেছে। [সদানন্দ মোট নামাইলেন] দাও কত্তা, পয়সা দাও।

সদানন্দ। মোট না নিয়েই পয়সা।

মুটিয়া। পাবলে ত নিতুম। না পারলে কি করব? তাবলে মজুরি দেবে না? ভদ্দরলোকের এ কি ব্যাভার! দাও—দাও, আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

সদানন্দ। যা-যা, বিরক্ত করিস নে। কাজ না পেলে মজুরি দেব কি বলে?

মুটিয়া। কেন?—গরীব বলে। কি হল? হাঁ করে রইলে যে? বুঝতে পারলে না? এই ধর,—আমি সারাদিন কিচ্ছু খাই নি। এখন যদি পয়সা না পাই, না খেয়ে মরে যাব যে।

সদানন্দ। আমার তাতে কি? যা-যাঃ, পয়সা নেই।

মুটিয়া। পয়সা না থাকে ওই মোটটা খুলে কিছু সোনাদানাই না হয় দাও। গরীবকে দিলে চারগুণ হবে কত্তা।

সদানন্দ। সোনাদানা! কোথায় সোনাদানা দেখলি? ওর ভেতর সব লতাপাতা।

মুটিয়া। আচ্ছা বাবা, লতাপাতাই হক।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে গৃহে ফিরে চলেছি। কে কেমন আছে, কে জানে? প্রেমময়ী স্ত্রী বোধহয় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে। কর্ত্তা আছে কি নাই কে জানে? আর সেই শিশু—

আছে ত সে? দেখতে পাব ত? যদি কোন অমংগল—না না, সব নিরাপদে রাখ ঠাকুর, ঘরে গিয়েই ঘটা করে পূজো দেব। জয় সত্যনারায়ণ।

কলানিধির প্রবেশ।

কলানিধি। জয় সত্যনারায়ণ।

সদানন্দ। আসি তবে মহারাজ।

কলানিধি। সাধু, ভুলের বশে তোমাদের অপরিসীম দুঃখ দিযেছি, অর্থ দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ হয় না। যদি ইচ্ছা হয়, তোমার জামাতাকে নিয়ে—আবার এদেশে বাণিজ্য করতে এসো। যতদিন আমি আছি, ততদিন আমার রাজ্যে তোমাদের অবাধ বাণিজ্যেব অধিকার কেউ কেড়ে নেবে না।

সদানন্দ। মহারাজ, যাবার সময আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কচ্ছি, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হক।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। আমিও বলে যাচ্ছি, তোমার কামনা পূর্ণ হক রাজা।

কলানিধি। তুমিও যাবে ব্রাহ্মণ? এত শীঘ্র আমায় ত্যাগ করে যাবে?

আস্তিক। অনেকদিন আমি ঘরছাড়া। না জানি ঠাকুরের পূজার কত ত্রুটি হচ্ছে। ব্রাহ্মণী আছে কি নাই, জানি না। যে আমায় বাঁশীর স্বরে এখানে ডেকে এনেছিল, আজ সেই আমার গৃহের পানে ডাকছে। দুঃখিত হয়ো না রাজা। তোমার রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে, দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে, মনে রেখো, এ সবই সত্যনারায়ণের

করুণা। তুমিও মনে রেখো সাধু, দেবতার সংগে ছলনা করে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। জয় সত্যনারায়ণ।

কলানিধি। ব্রাহ্মণ!

আস্তিক। কি রাজা! আর কিছু বলবার আছে?

কলানিধি। তুমি যে বলেছিলে,—সত্যনারায়ণের যথারীতি পূজো করলে আমার হারানিধি ফিরে পাব?

আস্তিক। আমার কথা মিথ্যা হবে না রাজা।

কলানিধি। তবে যাবার আগে সত্যনারায়ণেব মহিমা একবার দেখিয়ে যাও। যাঁর অনুগ্রহে তুমি অন্ধ নয়নে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছ, যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে এক মুহূর্তে তোমাব পর্ণকুটির প্রাসাদে পরিণত হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা হলে এক মুহূর্তে কি আমার হারানিধি ফিরে আসতে পারে না?

সদানন্দ। এ অসম্ভব আশা আপ.ন ত্যাগ করুন মহারাজ।

আস্তিক। অসম্ভব! ধিক তোমাকে বণিক। এত বিপর্যয়ের পরেও এখনও তাঁকে অবিশ্বাস! কার কাছে অপরাধ করে তুমি দীর্ঘ কারাবাস সহ্য করেছ, কোন দে' তাকে এক মুহূর্ত ভক্তিভরে ডেকেছ বলে অলৌকিক উপায়ে মুক্তি পেয়েছ সাধু?

সদানন্দ। সব তাঁরই অনুগ্রহ, অস্বীকার করি না। কিন্তু যম যাকে নিয়ে গেছে, সেও কি ফিরে আসতে পারে?

আস্তিক। পারে,—তাঁর ইচ্ছায় সত্যযুগের মরা মানুষও আজ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত হতে পারে।

শংখপতির প্রবেশ।

শংখপতি। বাবা, নদীতে জোয়ার এসেছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। মহারাজ, আমরা এখন আসি তবে?

কলানিধি। এস বাবা। অনেক লাঞ্ছনা তোমরা পেয়েছ, আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর যুবক।

শংখপতি। মহারাজ, আপনারই আদেশে জীবনের মধুবসন্ত কারাগারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু কেন জানি না, আপনার উপর আমার তত রাগ হচ্ছে না, যত হচ্ছে করুণা। বাবা সত্যনারায়ণ আপনার মনের দৈন্য দূর করুন।

কলানিধি। আবার এসো বাবা। আমার এই দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করতে আবার এসো। আমার দোর চিরদিন তোমাদের জন্য খোলা রইল। তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে কারারুদ্ধ করে আমার চোখে ঘুম ছিল না। কেন জানি না, এত যাকে দুঃখ দিয়েছি, তাকে বিদায় দিতে আজ বুকটা কেন ফেটে যায়!

শংখপতি। [আস্তিককে দেখিয়া] আপনি—আপনি কে?

কলানিধি। ইনি সত্যনারায়ণের পূজারী আস্তিক ঠাকুর।

শংখপতি। আস্তিক! আস্তিক! নাম শুনেছি। কিন্তু আপনাকে ত এর পূর্বে কখনও দেখি নি। তবে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? না—না, দেখেছি—আপনাকে কোথায় দেখেছি। কিন্তু সে কবে? ইহজন্মে না পূর্বজন্মে? তাইত, সে চক্রটা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ছায়াঘেরা ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর—আঙিনায় তার মাটির তুলসীমঞ্চ—সেখানে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। ভিক্ষান্নেই চলে তাদের দিন। ব্রাহ্মণ দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ—

আস্তিক। আর সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ গিয়েছিল একদিন ভিক্ষায়। সংগে ছিল তার একটি ছোট্ট ছেলে—

শংখপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মৃণাল—মৃণাল ছিল তার নাম। দুদিন

তাদের খাওয়া হয় নি। দোরে দোরে তারা ভিক্ষা চায়, কিন্তু কেউ একমুঠো চাল দেয় না।

আস্তিক। এমন সময় এল এক প্রতারক জহুরী দোকানদার, চোর-অপবাদে সে কোতোয়ালের হাতে ধরিয়ে দিলে সেই উপবাসক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ আর সেই সংগী ছেলেটিকে—

শংখপতি। তারপর চলল তাদের উপর প্রহার আর প্রহার। সারা গায়ে রক্তের ঢেউ বয়ে গেল। শেষে মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে গেল সেই ছেলেটি—সেই মৃণাল—ব্রাহ্মণের বড় আদরের সেই মিন্টু—

আস্তিক। তারপর অন্ধ ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়ে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেল তার মৃতদেহ।

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। না—না, শেয়ালে নয়—শেযালে নয়। এক ফকির নিয়ে গেল তার অচেতন দেহ বণিকবাজ সদানন্দ সাধুর বাড়ীর ফটকে।

সদানন্দ। আমি সেই সদানন্দ সাধু ফকির—আমিই সেই সদানন্দ সাধু।

আস্তিক। আমার মৃণাল তাহলে মরে নি, আজও তবে বেঁচে আছে আমার সেই মিন্টু।

সদানন্দ। মিন্টু নয়—মৃণাল নয়। সে আমার শংখপতি—আমার একমাত্র জামাতা।

শংখপতি। কিন্তু তুমি কে? তুমি কে ব্রাহ্মণ? তোমার সংগে তাঁর সব মিলে যাচ্ছে; কিন্তু তুমি ত অন্ধ নও?

আস্তিক। একদিন ছিলুম বাবা—একদিন আমি অন্ধই ছিলুম। ঠাকুর সত্যনারায়ণের কৃপায় আমি আজ চক্ষুমান।

শংখপতি। বাবা—বাবা—

আস্তিক। ওরে আমার হারানিধি, ওরে আমার আঁধার ঘরের মানিক—[শংখপতিকে আলিংগন]

কলানিধি। ব্রাহ্মণ! তুমি সত্যনারায়ণের ভক্ত, নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা বলবে না। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এই পুত্র কি তোমার ঔরসজাত? একি তোমারই ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত?

আস্তিক। কেন—কেন? এ প্রশ্ন কেন মহারাজ?

কলানিধি। উত্তর দাও ব্রাহ্মণ—উত্তর দাও। আমি জানতে চাই আমার মন যা বলছে তা সত্য কি না? আমার রক্তে যে তুফান উঠেছে, তার কোন অর্থ আছে কিনা?

আস্তিক। কেন—কেন আপনার শিরার রক্তে এই তুফানের উচ্ছ্বাস?

কলানিধি। প্রশ্ন নয়, উত্তর দাও ব্রাহ্মণ—উত্তর দাও। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। বল, এই শংখপতি তোমার ঔরসজাত সন্তান কিনা? বল—বল—

আস্তিক। না মহারাজ!

শংখপতি। তবে আমি কে? কার পুত্র? কোথায় আমার জন্ম? কোথায় পেলেন আপনি আমাকে?

ফকির। চেপে ধর ব্যাটা, না বলে যাবে কোথায়?

কলানিধি। বল—বল ব্রাহ্মণ, কোথায় পেলে তুমি ওকে?

আস্তিক। মহারাজ,—

ফকির। আর মহারাজ, কোথায় পেয়েছ বল না।

আস্তিক। পুরীর জগন্নাথধামে।

কলানিধি। রথযাত্রার মেলার সময়?

আস্তিক। হাঁ মহারাজ।

কলানিধি। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে?

আস্তিক। সত্য।

কলানিধি। তারপর?

ফকির। বলে যাও, থামলে কেন?

আস্তিক। আমার সদ্য-পুত্রহারা শোকে উন্মাদিনী স্ত্রীর শূন্যকোলে কে একজন এই শিশুকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

কলানিধি। কে—কে সে?

ফকির। সেও এক ফকির। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

শংখপতি। আমি তবে কে? কে আমার পিতা?

কলানিধি। আমি—আমি; ওরে আমার হারানো মানিক, তুমিই আমার ঔরসজাত সন্তান। তুমিই এ রাজ্যের রাজপুত্র—এই দক্ষিণ পাটনের যুবরাজ।

সদানন্দ। কিন্তু মহারাজ! এর চাক্ষুস প্রমাণ?

কলানিধি। তাও আছে সদাগর—তাও আছে। আমার পুত্রের পদতলে সহজাত পদ্মচিহ্ন আঁকা ছিল। দেখাও শংখপতি তোমার পদতল।

আস্তিক। আছে—আছে। জয় সত্যনারায়ণ!

সদানন্দ। দেখাতে হবে না—দেখাতে হবে না। অ্যাঁ, শংখপতি রাজপুত্র?

কলানিধি। ওঃ, নিয়তিচক্রে আমারই কারাগারে বন্দী ছিল আমারই পুত্র! ওরে কে আছিস, চিত্রসেনকে ডাক, রাজ্যের সবাইকে ডেকে আন। পুষ্পপুষ্পে নগরী সজ্জিত হক, গীতবাদ্যে মুখরিত হক সমগ্র রাজধানী।

সদানন্দ। এ তুমি কি করলে ঠাকুর? বুকের রক্ত জল করে যাকে মানুষ করেছি—

কলানিধি। সে তোমারই থাকবে সাধু। আমি তাকে কেড়ে নেব না। জন্মের দাবীটাই সংসারে সব নয়। তোমরা এগিয়ে যাও, আমি বাদ্যভাণ্ড দিয়ে চিত্রসেনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শংখপতি। একি হল? আমি রাজপুত্র? দক্ষিণ পাটনের ভাবী উত্তরাধিকারী আমি? না—না, আমি রাজা হব না। আমার রাজ্য মথুরানগরে—লজ্জাবতীর তীরে। বাবা, চলে আসুন—চলে আসুন।

[প্রস্থান।

কলানিধি। সাধু সদানন্দ! আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিল, যদি তার পুত্রের সন্ধান মেলে, তার বিবাহ দিয়ে এই কণ্ঠহার যেন তার বধূর গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তুমি নিয়ে যাও সাধু, শ্বশুরের প্রাণভরা আশীর্বাদের সংগে এই হার আমার বৌমার গলায় পরিয়ে দিও। তাকে বলো—দাদুকে নিয়ে একবার যেন এখানে আসে—শুধু একবার। প্রভু সত্যনারায়ণ, তুমি আছ—তুমি আছ।

[প্রস্থান।

আস্তিক। ঠাকুরের কি দয়া দেখ সাধু। যে কণ্ঠহারের জন্য এত লাঞ্ছনা তোমাদের, আজ সে তোমারই হাতে ফিরে এল।

সদানন্দ। জয় প্রভু সত্যনারায়ণ! [মোট খুলিয়া কণ্ঠহার রক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, সব লতাপাতা] একি, হীরে-মুক্তো-মাণিক কিছুই নেই! সব লতাপাতা!

আস্তিক। কি বলছ উন্মাদ?

সদানন্দ। এই দেখ ব্রাহ্মণ, বাণিজ্য করে যত অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম, সং* লতাপাতা—সব লতাপাতা।

আস্তিক। কাকে প্রতারণা করেছিলে, মনে করে দেখ দেখি। কারণ ছাড়া ত কার্য হয় না সাধু।

সদানন্দ। প্রতারণা! কই, কারও সংগে ত আমি—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে ঠাকুর, এক দরিদ্র মুটে আমার কাছে কিছু সোনা-দানা চেয়েছিল। আমি তাকে মিথ্যা করে বলেছিলাম,—এর মধ্যে সোনাদানা নেই, সব লতাপাতা।

আস্তিক। সে কি বলে গেল?

সদানন্দ। বললে,—লতাপাতাই হক।

আস্তিক। হতভাগ্য, সে সাধারণ মানুষ নয়, তোমার ভক্তি পরীক্ষা করতে বাবা সত্যনারায়ণ নিজেই হয়ত এসেছিলেন। আমিও এমনি একদিন ঠকেছিলাম।

সদানন্দ। আঁ্যা—সত্যনারায়ণ। ঠাকুর, অজ্ঞান আমি—তোমায় চিনতে পারি নাই। যা আছে সব নাও, কিছুই চাই না আমি,—শুধু তুমি আমার অন্তরে এস।

গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।—

গীত।

ওরে, সামাল মাঝি মাল্লা।
ছুটল রে বান, নামল তুফান, করেছে গোসা আল্লা।
পাহাড় সামিল ঢেউয়ের দোলায়
হাসে আমার মাথা গোলায়,
যম বুঝি হায় মোরে বোলায় (তাই) আকাশ-পাণে পাল্লা।

মাঝি। তুফান আহে করতা। আকাশে আলকাতরা ঢাইল্যা

দিছে। সকাল সকাল আহেন। বোস্তাডা আমার মাথায় উডাইয়া ভান দেহি।

সদানন্দ। এ আর নিয়ে কি হবে, সব লতাপাতা।

মাঝি। লতাপাতা বাটলে ওষুধ অয় করতা। [মোট তুলিতে গিয়া] লতাপাতা এত ভারী! খোলেন দেহি।

সদানন্দ। কি আর খুলব? [বস্তার মুখ খুলিয়া] এ কি, সোনা-হীরে-জহরৎ!

মাঝি। আল্লায় দোয়া করছে। আহেন করতা। [মোট তুলিয়া লইল]

সদানন্দ। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

আস্তিক। কিন্তু তুমি কে—তুমি কে?

মাঝি। আমি মাঝি।

[প্রস্থান।

আস্তিক। মাঝি! তাইত! একি হল। তবে—তবে তুমিই কি ভবার্ণবের মাঝি! অ্যাঁ! মাঝি! মাঝি! চলে গেছে। কাছে এসেও ধরা দিলে না। ওগো, আর কত ছলনা করবে ঠাকুর! তুমি এস—তুমি এস।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের গৃহ—অলিন্দ।

গীতকণ্ঠে বেণুর প্রবেশ।

বেণু।—

গীত।

পথের দিশারি গো,
পথ বলে দাও কোন ঘাটে দিই
অকূল নদীতে পাড়ি গো।
আমার নাহি যে জানা,—
কোন দেশে গেলে, অবহেলে মেলে
অদেখার সে ঠিকানা!
দিবানিশি ডাকি ডাকা হল না কি?
বুঝিতে যে নারি গো।

চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। বেণু, তুমি এখানে!

বেণু। পূজো হয়ে গেছে মা?

চন্দ্রকলা। এখনি হয়ে যাবে। যাও বাবা,—তোমার ঠাকুরমা শান্তিজল দেবার সময় তোমায় না দেখতে পেলে দুঃখিত হবেন। যাও গোপাল, আমিও এখনি যাচ্ছি।

বেণু। দাদু আর বাবা যে নৌকোয় বাণিজ্য করতে গেছে, সে নৌকোটা দেখতে কেমন মা?

চন্দ্রকলা। ওই যে দূরে একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওইরকম।

বেণু। যদি এ তাদের নৌকো হয়?

চন্দ্রকলা। এত ভাগ্য কি আমাদের হবে?

বেণু। কেন হবে না? সত্যনারায়ণের পূজো করে যে যা চায়, তাই ত সে পায়। শুনেছি, ঠাকুরদাদা তার চোখ ফিরে পেয়েছে; তবে? আমি যে ঠাকুরের কাছে কত কামনা করেছি,—"আমার দাদুকে আর বাবাকে ফিরিয়ে এনে দাও।" ঠাকুর ত সব শুনেছে! তুমি দেখো, তারা নিশ্চয় আসবে। [প্রস্থান।

চন্দ্রকলা। কবে? কবে আসবে? না, কারও কোন আশ্বাসেই আর মন মানে না। জীবন আমার দুর্বহ হয়ে উঠেছে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। চন্দ্রা, এখানে কেন মা? প্রসাদ নির্বি না? তোমার শাশুড়ী যে বৌমা বৌমা করে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

চন্দ্রকলা। যাচ্ছি মা, তুমি যাও।

লীলাবতী। অবসর পেলেই এখানে এসে দাঁড়াস কেন? লজ্জাবতীর ওই সর্বনেশে ঘাটের দিকে চাইলে চোখে যে জল আসে।

চন্দ্রকলা। মা, দেখেছ, ঠিক তেমনি একখানা নৌকো।

লীলাবতী। ও দেখে আর কি করবে মা? আমাদের ঘাটেও অমনি নৌকো এসে ভিড়বে।

চন্দ্রকলা। সে আর আমার জীবনে হবে না।

লীলাবতী। হবে—হবে, যাও মা, ভাল করে সিঁদুর পর ত। বড় মলিন দেখাচ্ছে।

চন্দ্রকলা। আর সিঁদুর পরব না মা, হাতের নোয়া আজই জলে ফেলে দেব।

লীলাবতী। চুপ, চুপ, অমন অলক্ষুণে কথা কেন বললি হতভাগি? আমার বুকটা কেমন কচ্ছে।

চন্দ্রকলা। করলে কি করব মা? বার বছর যার স্বামী নিরুদ্দেশ, তার বৈধব্যের বাকী রইল কি? গাঁয়ের লোকে যে আমাদের দেখে মুখ টিপে হাসে, দেখতে পাও না?

লীলাবতী। হাসুক। লোকে ত আরও কত কি বলে। সবই কি শুনতে হবে?

চন্দ্রকলা। না শোন, তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক। আমি এ সাজ পরে আর তাঁর অমংগল করব না।

লীলাবতী। কি মেয়ে বাপু তুমি? আমি না হয় পাপী লোক, তোমার শাশুড়ীর কথাও কি তুমি বিশ্বাস কর না?

চন্দ্রকলা। আর কত বিশ্বাস করতে বল তুমি? কত ধৈর্য ধরব আর? যমে যাকে নেয়, সত্যনারায়ণ কি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে?

লীলাবতী। পরের ছেলেকে যমে নেবে কেন মা? তার চেয়ে যম তোমাকেই নিয়ে যাব, আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলব না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রকলা। এরা কি পাগল? বার বছর আশায় আশায় শাঁখা-সিঁদুর পরেছি, আরও পরতে হবে? ছিঃ।

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। হ্যাঁ লা ছুঁড়ি, তোর রকমখানা কি, শুনি। ঠাকুরের প্রসাদ নিতে এত অপচ্ছেদ্দা! বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে, পৌরাঘ্যিই

নেই? ঠাকুর ভুলে তুই ঘাটের পানে চেয়ে বসে আছিস হারাম-জাদি? ঘাটে তোর কোন ভাতার বসে আছে না?

চন্দ্রকলা। কেন তুই আমায় যা তা বলছিস?

সুধামুখী। বলব না? ঠাকুর নিয়ে খেলা! যাবি ত আয়, নইলে তোর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাব।

চন্দ্রকলা। আমি যাব না, যা।

সুধামুখী। যাবি না?

চন্দ্রকলা। না। কেন তুই যখন তখন আমায় বকবি? লোকের সামনে পর্যন্ত তুই আমায় যা তা বলে গাল দিস। আমার মত অবস্থা যার, সামান্য একটু কথায় তার যে কলংকে দেশ ভরে যায়, সে কথা কি তুই বুঝিস না? আমার কেউ নেই বলেই তোদের যা মুখে আসে তাই বলতে সাহস করিস। [কাঁদিয়া ফেলিল]

সুধামুখী। কাঁদিস নি দিদি, কাঁদিস নি। সাধে কি বকি ভাই? তোর মুখের দিকে চাইলে বুকটা যে হিম হয়ে যায়! এই কচি বয়সে কেন ঠাকুর তোর বুকে এমন বাজ হানলে— [আঁচলে চোখ মুছিল]

প্রসাদ লইয়া লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী। ধন্যি মেয়ে যা হক। ঠাকুর দেবতা নিয়ে এত অবহেলা ভাল নয় চন্দ্রা। এই নাও,—[চন্দ্রকলাকে প্রসাদ দিলেন]

চন্দ্রকলা। [প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল]

সুধামুখী। হ্যাঁ বৌমা, দেখ ত, ঘাটের দিকে একখানা নৌকো আসছে না?

লীলাবতী। তাইত,—এযে আমাদের নৌকো বলে মনে হচ্ছে। ছাউনীর উপর বসে ও কে?

সুধামুখী। ওই যে সাধু, ওই যে সাধু। ওই যে গো পেছনের নৌকোয় তোমার জামাই।

লীলাবতী। ওরে বেণু, ওরে বেণু,—

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। ও সুধামুখি, শীগগির আয়।

[অর্দ্ধভুক্ত প্রসাদ ফেলিয়া প্রস্থান।

সুধামুখী। হারামজাদী কি করলে দেখেছ? প্রসাদ ফেলে ভাতার দেখতে ছুটল! ওরে ও গতরখাগি, ও চুলোমুখি, ওলো তুই যমের বাড়ী গিয়ে ঠাণ্ডা হ। হে ঠাকুর, হে বাবা সত্যনারায়ণ,— মেয়েটার দোষ নিও না ঠাকুর। বোঝই ত সব; বার বছর পরে সোয়ামী ঘরে এলে সবারই অমনি হয়। আমি যাচ্ছি, মেয়েটাকে ধরে এনে মাটিশুদ্ধ চাটিয়ে ছাড়ব। ও চণ্ডি,—ও হারামজাদি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লজ্জাবতীর ঘাট।

আস্তিক ও পদ্মার প্রবেশ।

আস্তিক। পদ্মা! আবার সে এসেছিল—মাঝির রূপ ধরে এসেছিল। এবারেও ধরতে পারি নি। ধিক এ জীবনে, ধিক আমার সত্যনারায়ণ পূজায়। আমি মহাপাপী, এ প্রাণ আমি রাখব না, আমি এ জীবনের অবসান করব।

পদ্মা। দুঃখ করো না স্বামি। এত সহজেই কি সে দুর্লভ রত্ন মেলে?

আস্তিক। ওই—ওই—ওই যে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পদ্মা। কাকে কি বলছ? ও যে আমাদের নিধিরাম।

আস্তিক। কে নিধিরাম? দেখছ না, এক ফকির?

পদ্মা। অ্যাঁ—তাইত গো। এ যে সেই ফকির!

আস্তিক। না না, ফকিরও ত নয়। দেখ—দেখ, সেই কাঙাল, যে আমার কাছে আম চেয়েছিল। তাইত,—এ যে সেই মাঝি। একি, একি—এ যে চতুর্ভুজ মূর্তি! ধর—ধর, ওই যায়—ওই যায়।

[প্রস্থান।

পদ্মা। ভজহরি, ও ভজ—

ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। কি মা, কি? বা'ঠাকুর এইয়েছে না? গেল কোথা?

পদ্মা। ওই দেখ, ছুটে যাচ্ছেন। শীগগির যা।

ভজহরি। ইস, দেখেছ, গাঙের খাড়া-পাড় দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটছে। তুমি ধরে রাখতে পারলেক নি?

পদ্মা। ও আর ধরা যাবে না ভজহরি। বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সত্য-নারায়ণ নিজে নেমে এসেছেন। কোন বাঁধনেই আর বাঁধা পড়বে না।

ভজহরি। ওমা, তুমি কি বলছ গো? আমার যে কি রকম লাগছেক। আরে, এত বাজনা বাজাচ্ছে কে?

পদ্মা। এস, কাছে এস, আরও কাছে—আরও কাছে।

ভজহরি। ও মা,—

পদ্মা। কে মা? কে ছেলে? সবই সে। যেও না, দাঁড়াও, কাউকে চাই না আমি। শুধু তোমাকে চাই—শুধু তোমাকে চাই।

ভজহরি। আরে দূর, যাচ্ছ কোথা? তোমার ছেলে ঘরে এসেছেক যে।

পদ্মা। ছেলে! কে কার ছেলে? ছেলে দেখবি? ওই দেখ, ওই দেখ, নূপুর পায়ে নাচতে নাচতে চলেছে। ধর—ধর, পালিয়ে গেল--

[প্রস্থান।

ভজহরি। হাত্তোর গুষ্ঠীর মাথা। ও বা'ঠাকুর, ও মা-ঠাকরাণ—ওরে শালা নিধে,—

[প্রস্থান।

শংখ বাজাইতে বাজাইতে লীলাবতী, চন্দ্রকলা ও বেণুর প্রবেশ।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় সাধু সদানন্দের জয়।"]

সদানন্দের প্রবেশ; সদানন্দ ও বেণু পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সদানন্দ। কে গো তুমি? আকাশের চাঁদ না মৃত্তিকার গোলাপ? প্রভাতের পাখী কি তোমারই বন্দনা গায়, পূর্ণিমার চাঁদ কি তোমারই জন্য ওঠে, বাতাস কি তোমারই প্রয়োজনে বয়ে যায়? আয় দাদু, আয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ধরে স্বপ্নে তোকে সহস্রবার দেখেছি। তুমি যে এত সুন্দর, কোন স্বপ্নেই তা ধরা পড়ে নি। [কোলে লইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন]

বেণু। দাদু!

সদানন্দ। কণ্ঠে এত মধু! এ যে আমায় পাগল করে দিলে! কি রে দাদু, কি?

বেণু। বাবা কোথায়?

সদানন্দ। ওই যে বজরার ছাউনীর উপর বসে আছে। ছুটে যাও—ছুটে যাও। [নামাইয়া দিল]

[দৌড়াইয়া বেণুর প্রস্থান।

চন্দ্রকলা। নাতীর মুখ দেখে আমাদের কি তোমার চোখেই পড়ছে না বাবা? নাতীই কি তোমার সব?

সদানন্দ। অভিমান করিস নি পাগলি। তুই জানিস না, আসলের চেয়ে সুদ অনেক মিষ্টি।

লীলাবতী। কোথায় ছিলে এ বার বছর?

সদানন্দ। দক্ষিণ পাটনের রাজার কারাগারে।

লীলাবতী ও চন্দ্রকলা। কারাগারে!

সদানন্দ। সবই ঠাকুর সত্যনারায়ণের লীলা! তুমি ত সবই জান গৃহিণি, আমি শপথ করেছিলাম,—আমার যদি মেয়ে হয়, আমি প্রতি পূর্ণিমায় তাঁর পূজো করব। কুগ্রহের ছলনায় সে প্রতিশ্রুতি আমি ভংগ করেছিলাম। এ তারই শাস্তি। শ্বশুর জামাই মিথ্যা চুরির দায়ে কারাগারে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেছি। তারপর একদিন দুজনে আকুল হয়ে তাঁকে ডাকলুম, সংগে সংগে চুরির অপবাদ দূর হয়ে গেল, কারাগারের লৌহকপাট এক মুহূর্তে খুলে গেল।

চন্দ্রকলা। এ ত বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

সদানন্দ। আরও আশ্চর্য আছে মা। যে কণ্ঠহার চুরির অপরাধে আমরা কারারুদ্ধ হয়েছিলাম, সে হার মহারাজ কলানিধি তার পুত্র-

বধূর গলায় পরিয়ে দিতে আমাকেই আদেশ করেছেন। এই দেখ। [কণ্ঠহার বাহির করলেন]

লীলাবতী। কোথায় তার পুত্রবধূ?

সদানন্দ। এখানেই আছে। নাম তার চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা। আমি!

লীলাবতী। মাথা খারাপ হল নাকি তোমার? চল, ঘরে চল।

সদানন্দ। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার জামাতার পরিচয় জান?

লীলাবতী। জানি, সে আস্তিক ঠাকুরের ছেলে।

সদানন্দ। আরে সে ত আছেই, আরও আছে। ব্যাটার দুটো বাপ।

চন্দ্রকলা। কি তুমি যা তা বলছ?

সদানন্দ। এই দেখ, তুমি রাগ কচ্ছ কেন? তোমাকে ত বলি নি। আস্তিক ঠাকুর ওকে পুবীতে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আসলে সে হচ্ছে রাজা কলানিধির হারানো ছেলে।

লীলাবতী। তুমি বল কি গো? আমার শংখপতি রাজপুত্র?

সদানন্দ। এই নে মা তোর শাশুড়ীর গলার কণ্ঠহার; তোর শ্বশুর তোকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছে।

[নেপথ্যে কলরব—"গেল—গেল—গেল"]

চন্দ্রকলা। বাবা—বাবা, নৌকো যে ডুবে গেল। সর্বনাশ হল।

সদানন্দ। অ্যাঁ, শংখপতির বজরা ডুবে গেল। তীরে এনে তরী ডোবালে ঠাকুর! ওরে, ধর—ধর, নৌকো টেনে তোল—টেনে তোল।

লীলাবতী। বাবা সত্যনারায়ণ, রক্ষা কর।

চন্দ্রকলা। বার বছর প্রতীক্ষা করে বাঞ্ছিত ফল পেয়েছিলাম ঠাকুর! এমনি করেই তা ফিরিয়ে নিলে! তবে আর এ প্রাণ রাখব না, লজ্জাবতী আমাকেও গ্রাস করুক। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বেণুর প্রবেশ।

বেণু। মা---মা,--[আঁচল ধরিল]

চন্দ্রকলা। ছেড়ে দে রে, ওরে ছেড়ে দে বেণু। আমি তাঁর কাছে যাব। বার বছর ধৈর্য ধরেছি, আর পারি না রে—ওরে, আর আমি সইতে পারি না।

লীলাবতী। ধর—ধর, ওরে, শক্ত করে ধর। বাবা সত্যনারায়ণ, বাবা সত্যনারায়ণ,--

সুধামুখীর প্রবেশ।

সুধামুখী। ওলো ও ছুঁড়ি, শীগগির আয়। ঠাকুর নিয়ে খেলা! প্রসাদ ফেলে এসেছ হতভাগা মেয়ে।

সদানন্দ ও লীলাবতী। অ্যাঁ!

বেণু। কি করলে তুমি মা?

সুধামুখী। শীগগির আয়। মাটিশুদ্ধ চেটে খাবি, একরত্তি যেন না পড়ে থাকে।

চন্দ্রকলা। বুঝেছি ঠাকুর। সব আমার দোষ। অপরাধ ক্ষমা কর ঠাকুর। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ!

[দ্রুত প্রস্থান।

সুধামুখী। কি হয়েছে গা? তোমরা কাঁদছ কেন সব?

সদানন্দ। ডুবে গেল সুধামুখি, শংখপতির নৌকো ঘাটে এসে

ডুবে গেল। ঘরে আগুন লাগিয়ে দে, ধনরত্ন সব টেনে জলে ফেলে দে। তারপর আয়, আমরাও সবাই তার সংগে যাই। দেখলি নে দাদু, দেখলি নে তোর বাবাকে? যমের মুখ থেকে টেনে রাখতে পারলি নে?

বেণু। দাদু,—

সদানন্দ। কাঁদছিস? বাবাকে দেখবি? আয় তবে, তোকেই আগে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। [বেণুকে নদীতে নিক্ষেপ করার উপক্রম]

সুধামুখী। আরে থাম। যা নয় তাই। ছেলেটাকে ফেলে দেবে। তোমার ঘরের সম্পত্তি কিনা। বার বছর পরে যে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে এনেছে, সে কি ডুবিয়ে দেবার জন্মে এনেছিল? মেয়ের দোষটা দেখলে না? সোয়ামী এয়েছে শুনে হাতের প্রসাদ ফেলে দিয়ে এল। ওর নৌকো ডুববে না ত ডুববে কার? ডাক না তাকে ভাল করে। যে ডুবিয়েছে, সেই আবার তুলে নেবে।

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ!

চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। জয় সত্যনারায়ণ! বাবা, দেখ বাবা, নৌকো উঠেছে।

শংখনাদ, বাদ্যধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে—

শংখপতির প্রবেশ।

বেণু। বাবা, বাবা,—

শংখপতি। [বেণুকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন পূর্বক] এত সুন্দর তুমি! এ যে কবির কল্পনারও সীমা ছাড়িয়ে যায়। কি বলে

আশীর্বাদ করব যাদু? তোমাকে আমি ঠাকুর সত্যনারায়ণের নামে উৎসর্গ করলাম। তিনিই তোমার জীবন মধুময় করুন।

লীলাবতী। হ্যাঁ বাবা শংখপতি, তুমি রাজপুত্র!

শংখপতি। সবার আগে আমি তোমারই পুত্র মা।

লীলাবতী। হ্যাঁ বাবা, এমন অথৈ জলে নৌকোডুবি হল, কই তোমার গায়ে একটু জলও ত লাগে নি।

শংখপতি। সবার মুখেই শুনছি আমার নৌকো ডুবে গিয়েছিল। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। হঠাৎ মনে হল, নৌকো নেই, ঘাট নেই, আকাশ মাটি কিছুই নেই; শুধু আমি আছি, আর আছেন সত্যনারায়ণ। আমার কানে শুধু বাজছিল তাঁরই কণ্ঠস্বর,—ভয় কি? রাখে হরি, মারে কে?"

সদানন্দ। জীবনে সহস্রবার এমনি করেই আমরা তোমার মাথায় অবজ্ঞার পুরীষকর্দম নিক্ষেপ করি ঠাকুর। তুমি চোখ রাঙিয়ে শাসন কর; আমরা মনে করি অহেতুক নির্যাতন। আবার যখন অনুতপ্ত হয়ে তোমার শরণ নিই, তখনি তুমি এসে বুকে টেনে নাও। এত ঐশ্বর্য থাকতেও তুমি এত প্রেমের কাঙাল! ঠাকুর, যা দিয়েছ, সব নাও,—আর যেন তোমাকে আমরা ভুলে না যাই।

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ, জয় সত্যনারায়ণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

পদ্মা ও আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। ওই যায়, ওই শঠ মিশায় তিমিরে।
এত কাঁদি, এত ডাকি,
তবু কি হবে না দয়া?
দেখা দাও পতিতপাবন।
পারি না সহিতে আর;
চরণ চলিতে নারে,
নয়নে নামিছে অন্ধকার।
হে ঠাকুর, হে দয়াল,
আমি অভাজন,--অধমের সনে
খেলিও না আর লুকোচুরি।

পদ্মা। কোথায় এসেছি প্রভু?
কোথা হতে ভেসে আসে বাঁশরীর তান?
চারিদিকে বাজে কার চরণে নূপুর?
আলো—আলো, কত আলো;
কোটি চন্দ্র হাসিছে আকাশে,
অন্তরীক্ষে দেবগণ গাহে কার গান?

দেখ—দেখ, বাতাসের সোপান বহিয়া
আসে ওই ধ্যানের দেবতা।

আস্তিক। চুপ—চুপ, ওরে ব্যাঘ্র, করো না গর্জন,
ওরে বায়ু, ধীরে বয়ে যাও;
ফিরে যেন যায় না মাধব।
ছুটে আসে আনন্দের রাশি,
ছুটেছে আলোর প্রস্রবণ।
সম্মুখে তরুণী নিয়া ডাকিতেছে মাঝি,
বামে ওই অঞ্জলি পাতিয়া
কাঙাল মাগিছে ফল,
দক্ষিণে বাঁশরী নিয়া কে ওই ব্রাহ্মণি?

পদ্মা। নিধিরাম—নিধিরাম।

ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। ও বা'ঠাকুর, ও মা-ঠাকরাণ, কুথাকে মরতে এইয়েছ? এ যে বন। ওই বাঘ ডাকছে। কত বড বড় সাপ দেখেছ? হায় হায় রে, বিষ্টি পড়ছে, তাও কি খেয়াল নেই? ওগো, ওই একটা বাঘ জুলজুল করে চাইছে গো। ও মা, ও বা'ঠাকুর। একলা মানুষ কটাকে সামলাই বল দি'নি। ওরে নিধে, আয় না শালা।

নিধিরাম। [নেপথ্যে] যাচ্ছি গো বোনাই।

সহসা চতুর্ভুজ সত্যনারায়ণের আবির্ভাব।

ভজহরি। একি—অ্যাঁ! তুমি! তুমি ঠাকুর সত্যনারায়ণ! না